GIFT

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য রচিত অভিসন্দর্ভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ফারসি পাণ্ডুলিপির তথ্যানুসন্ধান

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী
সহকারী অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

448753

Dhaka University Library
448753

রচনা ও উপস্থাপনায়

মো: কামাল হোসাইন খান
এম. ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৮, শিক্ষাবর্ষ : ২০০০-২০০১
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জানুয়ারী, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ফারসি পাণ্ডুলিপির তথ্যানুসন্ধান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য রচিত অভিসন্দর্ভ

448753

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

মো: কামাল হোসাইন খান

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১০০০

তারিখ : জানুয়ারী, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা নম্বর
প্রত্যয়ন পত্র			৪
ঘোষণা পত্র			৫
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ			৬
ভূমিকা			৮
১ম অধ্যায়	ঃ	ইতিহাস (History)	১২
২য় অধ্যায়	ঃ	জীবন চরিত (Biography)	২৭
৩য় অধ্যায়	ঃ	প্রেমময় উপাখ্যান ও সাধারণ গল্প-কাহিনী (Romance & Tales)	৩৮
৪র্থ অধ্যায়	ঃ	কবিতা (Poetry)	৫৩
৫ম অধ্যায়	ঃ	গদ্য, চিঠিপত্র ও রচনাবলী (Prose, Letters & Essays)	১১৪
৬ষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	অভিধান সংকলন বিদ্যা ও ব্যাকরণ (Lexicography and Grammar)	১৩৮
৭ম অধ্যায়	ঃ	ধর্মতত্ত্ব (Theology)	১৫৪
ক.		কুরআন সম্পর্কিত সাহিত্য (Quaranic Literature)	১৫৫
খ.		হাদীস (Hadith)	১৫৮
গ.		আকাঈদ (Aqaid)	১৫৯
ঘ.		ফিক্‌হ (Fiqh) (ধর্মশাস্ত্র)	১৬৩
৮ম অধ্যায়	ঃ	সূফীতত্ত্ব (Sufism)	১৬৭
৯ম অধ্যায়	ঃ	বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, নৈতিকতা ও শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় (Sciences, mental, moral and physical)	১৭৪
ক.		দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্র (Philosophy, Logic & Ethics)	১৭৫
খ.		চিকিৎসাবিদ্যা (Medicine)	১৭৭
গ.		জ্যোতিষতত্ত্ব (Astrology)	১৮০
উপসংহার			১৮২
তথ্যসূত্র ও টীকাসমূহ			১৮৩

448753

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এম. ফিল. গবেষক মোঃ কামাল হোসাইন খান কর্তৃক এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত ***ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ফারসি পাণ্ডুলিপির তথ্যানুসন্ধান*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এ গবেষণাকর্মটি মোঃ কামাল হোসাইন খান-এর নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে এম. ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

২৮/০১/২০১০

(ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
সহকারী অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি মোঃ কামাল হোসাইন খান, এম. ফিল. গবেষক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ***ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ফারসি পাণ্ডুলিপির তথ্যানুসন্ধান*** শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ গবেষণার বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি কোন যুগ্ম গবেষণাকর্মও নয়, বরং আমার মৌলিক ও একক গবেষণা।

২৮/০১/২০১০

(মোঃ কামাল হোসাইন খান)
এম. ফিল. গবেষক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১০০০
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৮
শিক্ষাবর্ষ : ২০০০-২০০১
যোগদানের তারিখ : ২৯.০৪.২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

প্রথমেই মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে রচিত এই অভিসন্দর্ভ লেখার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দান করেছেন।

আমার প্রয়াত পিতার প্রতিও দরুদ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি- যাঁর উপদেশ ও আদর্শ আমাকে সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে। পরম শ্রদ্ধাভাজন মাতার প্রতিও জানাই অসংখ্য শুকরিয়া। যাঁর সার্বিক সহযোগিতার বদৌলতে জ্ঞানার্জনের পথে আমার এই পদচারণা সম্ভব হয়েছে।

আমি সশ্রদ্ধ সালাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক প্রয়াত প্রফেসর ড. উম্মে সালমা-এর প্রতি যিনি এ থিসিস রচনায় আমাকে যার পর নেই সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা ও উদ্বুদ্ধ করেছেন। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রক্টর ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান-এর প্রতি। যাঁদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় আমি এ গবেষণাকর্মটি রচনার সাহস করেছি। গবেষণার শুরু থেকে যাঁর সার্বক্ষনিক সুযোগ্য দিক-নির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের জন্য আমার এই অভিসন্দর্ভ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে তিনি হলেন আমার বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী। স্যারের সার্বিক সহযোগিতা ও আন্তরিক তত্ত্বাবধান আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছে। স্যারের তত্ত্বাবধানে এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে পেরে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি।

এ অভিসন্দর্ভ রচনায় যাঁদের উৎসাহ ও সহযোগিতা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে তাঁরা হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. মোঃ মুহসীন উদ্দীন মিয়া এবং অত্র বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক ড. আব্দুস সবুর খান ও মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ড. জাফর আহমাদ ভুঁইয়া এবং অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি বিভাগের প্রাক্তন সহকারী পরিচালক ফরিদা পারভীন ও বর্তমান সহকারী পরিচালক শাহীন সুলতানা-এর সহযোগিতা আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমার পরম শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মোঃ মনির হেসেন খান-এর নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর আন্তরিক ও সার্বিক সহযোগিতার ফলেই আমি উচ্চতর ডিগ্রির জন্য এই গবেষণাকর্ম লেখার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়েছি। দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত আমার অন্যান্য ভাই-বোনদের প্রতিও আমি চিরঋণী। আমার এই কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাঁদের সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণাও কোনো অংশে কম নয়। আমার এ গবেষণাকর্মটি তাঁদের মনে সুখের বারতা বয়ে আনবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদন ও অভিসন্দর্ভ রচনায় সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি বিভাগ ব্যবহার করেছি। উল্লেখ্য যে, আমার গবেষণার বিষয়টি শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর পাণ্ডুলিপি শাখার সাথেই সংশ্লিষ্ট বিধায় আমাকে এ গণ্ডির মধ্যেই থাকতে হয়েছে এবং সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ ও অধ্যয়ন করতে হয়েছে। এই বিভাগের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্যে তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। প্রুফ রিডিংয়ে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য স্নেহের ছোট বোন মৌসুমিকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের আমার স্নেহের ছোটভাই আবুল বাশার, ইব্রাহীম ও জাকির এবং উর্দু বিভাগের অফিস সহকারী মামুনের সহযোগিতার ফলে আমার এই গবেষণাকর্ম সম্পাদন অনেকটা সহজ হয়েছে। তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস। তেমনিভাবে বাংলা ভাষারও রয়েছে সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। ভাষা যেহেতু নদ-নদীর স্রোত ধারার মতোই প্রবাহমান এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে অন্যান্য নদ-নদীর সাথে আত্মীয়তা স্থাপন করে। বাংলা ভাষাও তেমনি ফারসি ভাষা ও সাহিত্য থেকে শব্দ ও ভাব সঞ্চয় করে আত্মীয়তার বন্ধন তৈরী করেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকটি ভাষার মধ্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ফারসি ভাষা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। বিশ্ব সাহিত্য জগতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অবদানও অপরিসীম। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারায় এ ভাষা ও সাহিত্য বিভিন্ন স্তরে পৃথিবীর ইতিহাসকে করেছে সমৃদ্ধ। পাশাপাশি বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনকে করেছে আলোকিত। বঙ্গীয় অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজের কাছে পারস্যের বিশ্ব বিশ্রুত কবি ও সাহিত্যিক যেমন শেখ সা'দী, ওমর খৈয়াম, জালাল উদ্দীন রুমী, আত্তার, হাফেজ শিরাজী ব্যাপকভাবে পরিচিত। দীর্ঘকাল ধরে এঁদের সম্পর্কে নানাভাবে চর্চা হয়েছে এবং এঁদের কাব্যের অনুবাদও হয়েছে ব্যাপকহারে।

শুধু তাই নয়, ইরানের সাথে বাংলাদেশের একটি প্রাচীন সাংস্কৃতিক ও ভাষা-সাহিত্যগত সম্পর্কও রয়েছে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

ফারসি ভাষা ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয় থেকে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৬৩৩ বৎসর যাবৎ এই পাক-ভারত উপমহাদেশের দরবারী ও রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। যার ফলে এখানে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল ব্যাপকভাবে। এরই ধারাবাহিকতায় আজো এ ভাষা ও এ ভাষার সাহিত্য এ অঞ্চলে বিশেষ করে বাংলাদেশে বিপুলভাবে চর্চিত হচ্ছে।

তথাপিও ফারসি সাহিত্যে এই উপমহাদেশের সাহিত্যিকদের যে ভূমিকা রয়েছে, সেই সব তথ্য সম্পর্কে জানার জন্য আজও আমাদেরকে গুটিকয়েক গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এ সকল ফারসি পণ্ডিত, কবি-সাহিত্যিকের অনেক মূল্যবান রচনা সংরক্ষণের অভাবে কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে। কারণ আমাদের উপমহাদেশে ফারসি টাইপ হরফের ব্যবহার শুরু হয় ঊনবিংশ

Dhaka University Institutional Repository

শতকের গোড়ার দিকে। মুদ্রাযন্ত্র ও ছাপাখানার অভাবে তৎকালীন লেখকদের অধিকাংশ লেখাই অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। হস্তলিখিত বা ব্লক ও কাঠের হরফে মুদ্রিত সীমিত সংখ্যক গ্রন্থ একটি বিশেষ মহলে সীমাবদ্ধ থাকতো। তদুপরি সংরক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত উপাদান না থাকায় এবং এ দেশের প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে অনেক পাণ্ডুলিপিই নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে সেসব পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব আজ আর খুঁজে পাওয়া যায়না।

অবশ্য ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তদানিন্তন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি অতীত ইতিহাস সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম হাতে নেন। এরই ফলশ্রুতিতে পরবর্তী পর্যায়ে আরবি, উর্দু, সংস্কৃত, মৈথিলি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের সাথে সাথে ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী ও পাণ্ডুলিপির এক বিপুল সম্ভার সংগৃহীত হয়েছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে তা সংরক্ষণ করা রয়েছে।

১৯২৮-২৯ সেশনে ঢাকা বলিয়াদীর (Baliadi) জমিদার খান বাহাদুর কাজিম উদ্দীন সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীকে ৫৩ টি পাণ্ডুলিপিসহ ৭৯০ টি খণ্ড উপহার দেন এবং তখনই প্রথমবারেরমত ফারসি, আরবি ও উর্দু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের নিমিত্তে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের এই ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান রয়েছে।

পরবর্তীতে বিশিষ্ট সাহিত্যিক মৌলভী আব্দুল করীম সাহিত্য বিশারদ ও হাকিম হাবিবুর রহমানের নিকট থেকে বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়েছে। এই সকল প্রাচীন, মধ্যযুগীয় (১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ) ও আধুনিক কালের পাণ্ডুলিপিসমূহ মূলতঃ সাহিত্য, সূফীতত্ত্ব, সংস্কৃতি, ইতিহাস, জীবন চরিত, ভেষজ চিকিৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে লেখা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীটি কলা ভবনের সন্নিকটে অবস্থিত। যতদূর জানা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে (১৯২১ খ্রিস্টাব্দ) লাইব্রেরীটি বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের ওয়ার্ড নং ৩২-এ অবস্থিত ছিল। তখন আম তলার সম্মুখদিয়ে ঢুকেই ছিল আর্টস লাইব্রেরী। সায়েন্সের লাইব্রেরী ছিল প্রাণীবিজ্ঞান (Goology) বিভাগে। বিশ্ববিদ্যালয় যখন বর্তমান ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয় তখন লাইব্রেরীটি বর্তমান ভবনে চলে আসে। বর্তমান ভবনে তখন পাবলিক লাইব্রেরী ছিল। পরবর্তীতে সরকার এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করে।

এশিয়া-আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহ অত্যন্ত উন্নত। বর্তমান লাইব্রেরীতে পাঁচ লক্ষাধিক বই আছে। দুর্লভ বই-পুস্তকও এখানে সংরক্ষণ করা আছে। অনেক

Dhaka University Institutional Repository

পুরনো খবরের কাগজ মাইক্রোফিল্ম করে রক্ষিত আছে। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহ এখানে সংরক্ষিত আছে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে সব পত্রিকা বাঁধাই করা, মাইক্রোফিল্ম করা আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীটিতে পাণ্ডুলিপি বিভাগটি আলাদাভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। এই পাণ্ডুলিপি শাখায় প্রায় ৩০ হাজারের অধিক প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপির এই বিশাল সংগ্রহ শুধুমাত্র বাংলাদেশেরই নয় এটি সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বৃহৎ সংগ্রহ ভাণ্ডার। তাল পাতায়, কলা পাতায়, পাথরে লিখিত দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিও এখানে সংরক্ষিত আছে।

এখানে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত এ সকল দুষ্প্রাপ্য মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি বাছাই করে কেবল ফারসি পাণ্ডুলিপির তালিকা প্রস্তুত করেছি এবং সংরক্ষিত ফারসি পাণ্ডুলিপির বর্তমান অবস্থাসহ এগুলোর পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এখানকার ফারসি অনেক পাণ্ডুলিপিই রয়েছে যা সংশোধিত আকারে ছাপা হলে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপুল অবদান রাখবে।

স্মর্তব্য যে, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা-দীক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। সেদিকটিও বিবেচনা করলে সংরক্ষিত ফারসি পাণ্ডুলিপি থেকে এমন কতিপয় পাণ্ডুলিপি নির্বাচিত করে তার ওপর ব্যাপক গবেষণা করা যায় যা ঐতিহাসিক ও গুরুত্বের দাবিদার।

আনন্দের বিষয় হলো এই যে, ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সম্মানিত শিক্ষক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান ও ড. মুহসিন উদ্দীন মিয়া যথাক্রমে আব্দুল করিম খাকি রচিত দিওয়ান তথা কাব্যসমগ্রের ওপর তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সিরাজ উদ্দীন ফরিদপুরী রচিত দিওয়ানের ওপর ফেরদৌসী বিশ্ববিদ্যালয় মাশহাদে গবেষণা করেছেন এবং উভয়ই উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি দুটোর সংশোধন ও সম্পাদনা করে এক্ষেত্রে বিপুল অবদান রেখেছেন। আমাদের প্রত্যাশা এমনিভাবে আরো অনেক গবেষক পাণ্ডুলিপিগুলোকে যথাযথ ব্যবহার উপযোগী করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবেন।

এ আলোচ্য গবেষণাকর্মকে মোট নয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং প্রতি অধ্যায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এর প্রথম অধ্যায়ে ইতিহাস (History) শিরোনামে রচিত ও সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর পরিচয় ও অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এখানে ইতিহাস সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপিগুলোর তালিকা ও আলোচানা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবন চরিত (Biography) শিরোনামে রচিত ও সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর পরিচয়, অবস্থা ও তালিকার আলোচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রেমময় উপাখ্যান ও সাধারণ গল্প-কাহিনী (Romance & Tales) শিরোনামে রচিত ও সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর পরিচয় ও অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে কবিতা (Poetry) শিরোনামে রচিত ও সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে গদ্য, চিঠিপত্র, রচনাবলী (Prose, Letters, Essays) বিষয়ে রচিত ও সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অভিধান সংকলন বিদ্যা ও ব্যাকরণ (Lexicography and Grammar) শিরোনামে এই বিষয় সম্বলিত সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে ধর্মতত্ত্ব (Theology)-এর বিভিন্ন দিক যেমন- কুরআন সম্পর্কিত সাহিত্য, হাদীস, আকাঈদ, ফিক্‌হ প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলোর ব্যাপারে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে সূফীতত্ত্ব (Sufism)-এর গূঢ় রহস্যাবৃত বিষয়াবলী সম্বলিত সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর বর্ণনা করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, নৈতিকতা ও শরীরতত্ত্ব (Sciences, mental, moral and physical) সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপিগুলোর তথ্যবহুল আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১ম অধ্যায়

ইতিহাস (History)

Dhaka University Institutional Repository

এই অধ্যায়ে আমরা ইতিহাস সম্বলিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিসমূহের পরিচয় তুলে ধরছি।

১

ক্রমিক সংখ্যা: এইচ আর/৮৮

শিরোনাম: *তারিখে ফেরেশতে* (*تاريخ فرشته*), লেখকের নাম: মুহাম্মদ কাসিম হিন্দুশাহ আসতারাবাদি। তিনি 'ফেরেশতে' নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। পরিমাপ: ১২ $\frac{১}{২}$ × ৭ $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

তারিখে ফেরেশতে শীর্ষক এ পাণ্ডুলিপিতে ভারতের সাধারণ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। লেখক ৯৬০ হিজরী মোতাবেক ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আসতারাবাদের মাওলানা গোলাম আলী হিন্দুশাহের সাথে ভারতে আসেন। ফেরেশতে বিজাপুরের রাজা ইব্রাহীম আদিল শাহের (১৫৮০-১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ) আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সেখানেই তিনি এই গ্রন্থটি লেখেন। তিনি তৎকালীন রাজার নামে গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। এটি lithograph (পাথর, দস্তা অথবা এলুমিনিয়ামের পাত ব্যবহার করে ছাপানোর পদ্ধতি) পদ্ধতিতে ১৮৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দে বোম্বে ও লক্ষ্ণৌতে ছাপা হয়েছে। *تاريخ فرشته* নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কোন তারিখ বা প্রতিলিপি কারীর নাম উল্লেখ নেই।

২

ক্রমিক সংখ্যা:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় /৪১৭ (এ)

শিরোনাম: *লুব বুত তাওয়ারিখে হিন্দ* (*لب التواريخ هند*)। লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ: ১২ × ৮ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি হলো ভারতের সাধারণ ইতিহাস সম্বলিত একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। এতে শিহাবুদ্দীন মোহাম্মদ বিন সামের (৫৭২ হিজরী মোতাবেক ১১৭৬-৭ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বের সূচনা থেকে রাই বিহারিমলের ছেলে রায় বিন্দ্রাবনের সময়কাল (১৬৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত ভারতবর্ষের নানামুখী

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এটি *তারিখে ফেরেশতে* গ্রন্থেরই একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। অবশ্য এর শেষাংশের বর্ণনার জন্য অন্যান্য উৎস ব্যবহৃত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি মোট ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

বর্তমান পাণ্ডুলিপির শুরুতে ও শেষে অনেক অস্পষ্টতা রয়েছে। বাইন্ডিংয়ে ভুলভাবে আগে-পরে বাঁধাই করা হয়েছে। আর এ পাণ্ডুলিপিটির শেষাংশে মোহাম্মদ বিন তুঘলকের সমরাভিযান এবং ৭৫২ হিজরীর মুহররম মাসে তাঁর মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে।

৩.

ক্রমিক সংখ্যা:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় /২২০

শিরোনাম: *খুলাসাতুত তাওয়ারিখ* (خلاصة التواريخ) , লেখকের নাম: মুনশী সুজন রাই খাতরী (তিনি সুজন রায় ভান্ডারী নামেও পরিচিত এবং ধীর বংশের সুজন সিং ধীর)। পরিমাপ: $১২\frac{১}{২} \times ৭\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

ভারতের সাধারণ ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। এতে সম্রাট দারাশিকোর মৃত্যুর পূর্বের সময় থেকে সম্রাট আলমগীরের রাজত্বের সূচনাকালের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। লেখক সম্রাট আলমগীরের ৪০ বৎসরের শাসনামলের (১১০৭ হিজরী মোতাবেক ১৬৯৫-৬ খ্রিস্টাব্দ) ইতিহাস বর্ণনার মাধ্যমে এটি সমাপ্ত করেন।

লেখক পাঞ্জাবের গুরুদাশপুর জেলার বাতালাহতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মুনসি হিসাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অফিসে চাকুরি করতেন। তিনি হিন্দি, ফারসি এবং সংস্কৃতি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। এছাড়া তিনি একজন calligrapher হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর আরো দুটি সাহিত্যকর্ম রয়েছে ঃ (ক) خلاصة الانشا : পত্রাবলীর সমাহার। (খ) خلاصة المكاتيب : বিভিন্ন বিষয়ের নির্মল গল্প সমগ্রের সংগ্রহ এটি।

এতে ভারতের ভৌগলিক বর্ণনা এবং মোহামেডান সোসইটির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এটি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর জাফর হাসান সম্পাদনা করেন। মীর শের আলী পাণ্ডুলিপিটির একাংশ উর্দুভাষায় ভাবানুবাদ করেন যা কলকাতা হতে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

خلاصة التواريخ শেকাস্তে লিপিতে লেখা। প্রাচ্যের কাগজ। পোকায় খাওয়া। এটি ওধ (oudh)-এর বাদশাহ গাজিউদ্দীন হায়দারের শাসনামলে ১২৩৬ হিজরীতে বেনী রাম খাত্‌রী (Bani ram khetri) কর্তৃক প্রতিলিপি করা হয়েছে।

৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/ ২১৮

শিরোনাম: *মেরাতে আফতাব নামে* (*مرآت آفتاب نامه*), লেখকের নাম: আব্দুর রহমান, যিনি শাহ নেওয়াজ খান বানিয়ানী নামেও পরিচিত। পরিমাপ: ১২×৭ $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

এতে ভারতের জাতীয় ইতিহাস ও মুসলিম বিশ্বের আংশিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া এতে ভৌগলিক বিভাজন ও বিভক্ত অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বগণের জীবন চরিত আলোচিত হয়েছে। শাহ আলমের রাজত্বের শুরুর ঘটনা এতে বর্ণিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপির একটি অনুলিপি বৃটিশ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। লেখক ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। এবং তিনি তাঁর জীবনের প্রথম দিকে সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের সময় প্রধানমন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পাণ্ডুলিপিটি ১২১৬ হিজরী মোতাবেক ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুবিন্যস্ত করে মুদ্রিতআকারে ১২১৮ হিজরী মোতাবেক ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে এবং ১২১৮ হিজরীতে ভিন্ন শিরোনামে তথা *عيار المورخين* নামে প্রকাশিত হয়েছে।

পাণ্ডুলিপিটিতে একটি ভূমিকা, দু'টি মূল বক্তব্য এবং একটি উপসংহার রয়েছে। বর্তমান অনুলিপিটি লেখকের নির্দেশে প্রতিলিপি করেছেন মুহাম্মদ বাকীর বেগ (এখানে নবাব আমিন উদ্দৌলা মুহসীনুল মুলক শাহ নেওয়াজ খান বাহাদুর নামে প্রসিদ্ধ)। এটি শাহ আলম বাহাদুর শাহের শাসনামলে ১২১৯ হিজরী মোতাবেক ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন হয়েছে।

এটি প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা একটি পাণ্ডুলিপি-যার অধিকাংশ লেখাগুলো লাল হয়ে গিয়েছে ও গ্রন্থকীটে খাওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৮৪

শিরোনাম: *আখবারুন নাওয়াদের* (*اخبار النوادر*)। লেখকের নাম: চিত্রন্ময় রায় (Chitarman Ray)। পরিমাপ: ১২×৭ $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি ভারতের ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ সম্পর্কিত একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। এতে ভারতের ইতিহাসের সূচনা হিসাবে জুদিশথির সময়কে গণ্য করা হয়েছে এবং শেষ করা হয়েছে সম্রাট শাহজাহানের (১৭১৯ খ্রিস্টাব্দ) আলোচনার মধ্যদিয়ে। এটা মূলত লিখেছেন (Chitarman Ray) চিত্রন্ময় রায়। তিনি ছিলেন সাকসেনা উপজাতির একজন Kayeth। রায়জাদা বলে পরিচিত রাই খান মুনশী এ পাণ্ডুলিপিটির সম্পাদনা করেন।

গ্রন্থটি মূলত *চাহার গুলশান* অথবা *আখবারুন নাওয়াদের* নামে পরিচিত। এছাড়াও বর্তমান পাণ্ডুলিপির Colophon-এ এটিকে *كتاب تواريخ اخبار الخيار* নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এ পাণ্ডুলিপিটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যার প্রতিটি অধ্যায়কে *গুলশান* নামে অভিহিত করাহয়েছে। প্রথম *গুলশান* দু'টিতে দিল্লীর রাজা ও সুলতানগণ, হিন্দু ও মুসলমান ঋষি, হিন্দুদের তীর্থস্থান ও মেলা, হিন্দুদের অস্ত্রের নিদর্শন, মুসলিম ধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধ এবং নদী ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। ৩য় *গুলশানে* দিল্লী হতে অন্যান্য অঞ্চলসমূহে সাম্রাজ্য স্থানান্তরের বৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে। ৪র্থ *গুলশানে* হিন্দু এবং মুসলিম জগি ও ঋষিদের সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এটি শেকাস্তে লিপিতে লেখা একটি পাণ্ডুলিপি এবং অনেকটাই গ্রন্থকীটে খেয়ে ফেলেছে। এটি ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। এলোমেলো ভাবে বাঁধাই করা হয়েছে।

৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৩২

শিরোনাম: *যুবদাতুত তাওয়ারিখ* (*زبدة التواريخ*), লেখকের নাম: মৌলভী আব্দুল করীম।

পরিমাপ: ৯ $\frac{১}{২}$ ×৬ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

এটি ভারতীয় খ্যাতনামা লেখক ও ইতিহাসবিদ নওয়াব সৈয়দ গোলাম হোসাইন খান তাবা তাবায়ী রচিত *সিয়ারুল মুতা'আখখেরিন*-এর একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। লেখক হলেন ১৭০৭ থেকে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নবাব আলীবর্দী খানের অধীনে বিহারের ডেপুটি গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হেদায়েত আলী খানের পুত্র।

زبدة التواريخ নামে অভিহিত গ্রন্থটি মৌলভী আব্দুল করীম সংকলন করেন। তিনি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মুনশী ছিলেন। তিনি *দারুল ইনশা*-এর সেক্রেটারি এন্ড্রু স্টারলিংয়ের অনুরোধে এ কাজটি সম্পন্ন করেন। তিনি এর ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন যে, এটি ১২৪৩ হিজরী মোতাবেক ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়েছে। এটি প্রাচ্যের কাগজে লেখা একটি পাণ্ডুলিপি। যার অনেকটাই গ্রন্থকীটে খাওয়া।

৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৪৬

শিরোনাম: *ফারমা রাওয়াইয়ানে মামালিকে মুতাফাররেকে* (*فرما روايان ممالك متفرقه*), লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : $৯\frac{১}{৪} \times ৬$ ইঞ্চি।

এ পাণ্ডুলিপিটি হচ্ছে ভারতের রাজা-বাদশা ও ভারতীয় প্রদেশসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত ছকবদ্ধ তালিকা সংক্রান্ত। যেমন: বাংলা, সিন্ধু, কাশ্মির, মাল ওয়াহ, গুজরাট ইত্যাদি। একজন অজানা লেখক পাণ্ডব রাজত্বের সূচনা কাল হতে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালীন ইতিহাস এতে তুলে ধরেছেন।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ। শুরুর দিকের অংশ পাওয়া যায়নি এবং বাঁধাইয়ের সময় যা আগে পরে হয়ে গেছে। পাদটীকায় লিখিত সূত্র হতে অনুমেয় যে, এতে দিল্লীর শাসকদের তালিকা আওরঙ্গজেবের নামের মাধ্যদিয়ে শেষ হয়েছে। ১৮ শতকের প্রথম দিকে এটি সংকলিত হয়েছে। এটি শেকাস্তে লিপিতে লেখা ১৮ শতকের একটি পাণ্ডুলিপি। পুরনো দেশীয় কাগজে লেখা যা গ্রন্থকীটে খাওয়া এবং Colophon নেই।

Dhaka University Institutional Repository

৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩১৮

শিরোনাম: *মাআ'সেরে আলমগিরী* (*مآثر عالمگیری*), লেখকের নাম: মোহাম্মদ সাকী (উপাধী মুসতাহিদ খান), পরিমাপ : ৬×৪ ইঞ্চি।

এটি আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর রাজত্বের পুরো ইতিহাস। লিখেছেন মোহাম্মদ সাকী। যাঁর উপাধী হলো 'মুসতাহিদ' খান। সমাপ্ত হয়েছে ১৭১০-১১ খ্রিস্টাব্দে। লেখক ১১৩৬ হিজরী মোতাবেক ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন।

পাণ্ডুলিপিটি এশিয়াটিক সোইটি অব বাংলাদেশ কর্তৃক, কলিকাতায় ১৮৭০-৩ খ্রিস্টাব্দে এবং এর অব্যবহিত পরে আগ্রায় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়।

পাণ্ডুলিপিটিতে প্রতিলিপির colophon-এ তারিখ উল্লেখ নেই।

এটি পাতলা প্রাচ্যের কাগজে লেখা ১৯ শতাব্দীর প্রথম দিকের একটি পাণ্ডুলিপি। এর কিছু অংশ গ্রন্থকীটে খাওয়া।

৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২১৬

শিরোনাম: *আওরঙ্গ নামে* (*اورنگ نامه*), লেখকের নাম: মীর আসকারী বিন মুহাম্মদ তাকী। পরিমাপ : ৮$\frac{৩}{৪}$×৫ ইঞ্চি।

এতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের জন্ম থেকে তাঁর রাজত্বের (১০৭৩ হিজরী মোতাবেক ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দ) প্রথম পাঁচ বৎসরের বিস্তারিত ইতিহাস এবং সংক্ষিপ্তাকারে সম্রাট শাহজাহানের মৃত্যুর (১০৭৬ হিজরী মোতাবেক ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ) ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এর লেখক মীর আসকারী যিনি আকিল খান নামে বহুল পরিচিত ছিলেন। এছাড়া তিনি তাঁর রচনায় 'রাজী' ছদ্ম নাম ব্যবহার করতেন। লেখকের আসল নাম ছিল মীর আসকারী বিন মুহাম্মদ তাকী। তিনি রাজপুত্র আওরঙ্গজেবের খুব কাছের ও প্রিয় সঙ্গী ছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁর সম্মানার্থে তাকে 'আকিল খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। আওরঙ্গজেবের শাসনামলে (১০৯১ হিজরী মোতাবেক ১৬৮০-৮১

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্টাব্দ) তিনি দিল্লী প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত (১১০৮ হিজরী মোতাবেক ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ) উপরোক্ত পদে বহাল ছিলেন। আকিল খানের একটি দিওয়ান, অসংখ্য মাসনাবী, কিছু আধ্যাত্মিক ধ্যান ও ধর্মীয় উপদেশ এবং দুটি কাহিনীধর্মী কাব্যকর্ম রয়েছে।

এটি মোটা প্রাচ্যের কাগজের ওপর লেখা যার অনেকাংশ পোকায় খেয়ে ফেলেছে। এতে প্রতিলিপি কারীর নাম নেই।

১০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২১৪

শিরোনাম: *শাহজাহান নামে* (*شاهجهان نامه*), লেখকের নাম: আব্দুল হামিদ লাহুরী , পরিমাপ : $১০\frac{১}{২} \times ৬\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি মুঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের একটি দুর্লভ ইতিহাস। এতে সম্রাট শাহজাহানের (১০৩৭ হিজরীতে) সিংহাসনে আরোহন হতে বন্ধিত্ব এবং ১০৬৯ হিজরীতে আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহনসহ শাহজাহানের রাজত্বের সূফী, জ্ঞানী, ডাক্তার, কবি-সাহিত্যিক (গদ্য লেখক), ক্যালিগ্রাফার এবং মনসবদারদের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এতে আরো ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে কারারুদ্ধ অবস্থায় শাহজাহানের মৃত্যু, দারাশীকোর মৃত্যুর পরিস্থিতি, মোঃ মুরাদ বকশ ও সুলেমান শীকোর আলোচনা করা হয়েছে। শাহজাহান, আওরঙ্গজেব ও জাহানারার মধ্যে বিনিময়কৃত চিঠির কপিও এতে সন্নিবেশিত রয়েছে। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে কোন ভূমিকা নেই।

পাণ্ডুলিপিটির লেখক আব্দুল হামিদ লাহুরী ১০৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৬৭৭ খৃস্টাব্দে এটি লিখেছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু যখন তিনি তাঁর সমকালীন প্রসিদ্ধ ক্যালিগ্রাফারদের তালিকা উল্লেখ করেছেন তখন ১০৮০ হিজরী মোতাবেক ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে এটি লিখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল হামিদ লাহুরী ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে মুখবন্ধ নেই। এ পাণ্ডুলিপিটি হাম্‌দ ও নাত দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

পুরনো প্রাচ্যের কাগজ, পোকায় খাওয়া। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে এটি। এখানে লিপিকারের কোন নাম উল্লেখ করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

১১

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২২৯

শিরোনাম: *জাহান কুশায়ে নাদেরি* (*جهان کشای نادری*), লেখকের নাম: মুহাম্মদ মাহদী খান আসতারাবাদী। পরিমাপ : $৯\frac{৩}{৪} \times ৭\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি নাদির শাহের উত্থান হতে মৃত্যু পর্যন্ত লিখিত ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। নাদির শাহের নির্দেশে মুহাম্মদ মাহদী খান আসতারাবাদী এটি লিখেছিলেন। লেখক নাদির শাহের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। এই কর্মটি সাধারণত *তারিখে নাদেরী* বা *নাদির নামে* নামে পরিচিত। পাণ্ডুলিপিটি স্যার উইলিয়াম জোনস প্যারিসে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন হতে এর একটি ইংলিশ অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

পাণ্ডুলিপিটির Colophon-এ প্রতিলিপি করার তারিখ ১২২৭ হিজরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি প্রাচ্যের কাগজে nastatiq লিপিতে লেখা হয়েছে। গ্রন্থকীটে খেয়ে ফেলার ফলে পাণ্ডুলিপিটি অনেকাংশেই নষ্ট হয়ে গেছে।

১২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৩০

এটি হুবহু *জাহান কুশায়ে নাদেরির* ন্যায় সম্পূর্ণ ইতিহাস সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপি। Colophon-এর শেষে বইয়ের শিরোনাম *তারিখে নাদেরি* বলাহয়েছে যা *জাহান কুশা* নামে পরিচিত। হিজরী ১২৩৮ সালে এটি কপি করা হয়েছে। পান্ডুলিপিটি প্রাচ্যের কাগজে নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। অনেকাংশে পোকায় খেয়ে ফেলেছে।

১৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩০

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *তারিখে জাহাঙ্গীর নগর ওরাফে ঢাকা* (*تاریخ جہانگیرنگر عرف ڈھاکہ*), লেখকের নাম: আলী আল হুসাইন কাজভানী। পরিমাপ : ৯×৫ ১/২ ইঞ্চি।

এতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী বর্তমানে যা ঢাকা নামে পরিচিত জাহাঙ্গীর নগরের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এতে মুঘল সম্রাট আকবরের সময় (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ১৭৮৫-৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। লেখক আলী আল হুসাইন কাজভানী ঢাকার নবাব নাজিম (১৭৮৫-১৮২২ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন। তাঁর সম্পূর্ণ উপাধী 'ইন্তেজামুদ্দৌলা নাসিরুল মুলক সৈয়দ আলী খান বাহাদুর নুসরাত জং'। লেখক সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধে বলেছেন যে, ইহা জনৈক ইংরেজ ব্যক্তির অনুরোধে সংকলন করা হয়েছে। যিনি সত্য ঘটনা আবিষ্কারে উৎসুক ছিলেন। শেষ অংশে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ ইমারতসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি *তারিখে নুসরাত জঙ্গী* নামে অধিক পরিচিত। এতে কপিকারীর নাম ও তারিখের উল্লেখ নেই। আধুনিক কাগজে নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

১৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১১৪

শিরোনাম: *তারিখে কাশ্মিরীয়ানে ঢাকা* (*تاریخ کشمیریان ڈھاکہ*) লেখকের নাম: খাজা আব্দুর রহমান, ছদ্মনাম সাবা। পরিমাপ : ৮×৫ ১/২ ইঞ্চি।

পাণ্ডুলিপিটিতে ঢাকার কাশ্মিরী পরিবারসমূহের একটি বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। লেখক একজন ভাল উর্দু ও ফারসি কবি ছিলেন এবং তিনি ভনিতা হিসাবে সাবা ব্যবহার করতেন। তিনি ১২৮৮ হিজরীতে মারা যান।

এটি দুইভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয় ও বড় অংশটিতে জীবনী এবং মৌলভী খাজা আব্দুল্লাহর বংশোদ্ভূত পরিবার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক বর্ণনা করেছেন যে, ইহা খাজা আলিমুল্লাহর অনুরোধে লেখা হয়েছে। এতে পারিবারিক ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূ-সম্পত্তি ও জমিদারী ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এতে পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি এবং রীতি-নীতির বর্ণনা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এটি ইউরোপীয়ান কাগজে নাস্তালিক লিপিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা। মাঝেমধ্যে এর পাতাসমূহের হদিস পাওয়া যায়না। এতে কপিকারীর নাম ও তারিখও উল্লেখ করা হয়নি।

১৫

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/২২

শিরোনাম: *তুফানুল বাকা* (*طوفان البكاء*), লেখকের নাম: মুহাম্মদ ইব্রাহীম। পরিমাপ : $১১\frac{১}{৪} \times ৭\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি শীয়া সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে নবী (সাঃ), ফাতেমা (রাঃ), আলী (রাঃ) ও ইমামদের জীবনী এবং কারবালার ময়দানে আহলে বাইতের দুঃখ কষ্টের বর্ণনার একটি পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ বাকির আল মারভী। লেখক যখন কাজবীনে প্রিন্স মুহাম্মদ রুকনুদ্দৌলার অধীনে চাকরীরত ছিলেন তখন এটি লিখেছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে লেখক পারস্যের শাহ মুহাম্মদ কাজার (১৮৩৪-১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ) থেকে 'افصح الشعراء' উপাধীতে ভূষিত হন। হাজী মোল্লা মুহাম্মদ সালেকের নির্দেশে এটি ১২৫০ হিজরী মোতাবেক ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে সংকলিত হয়। পাণ্ডুলিপিটিতে একটি ভূমিকা, ১২টি আতশকাদেহ শীর্ষক নিবন্ধ ও উপসংহার রয়েছে। প্রতিটি آتشكده অসংখ্য شعله শীর্ষক উপবিভাগে বিভক্ত। জয়নুল আবেদীনের (১২৬৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ) সম্পাদনায় তেহরানের অফিসার ইন চার্জ বাহরাম বেগের নির্দেশে বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি একটি ছাপাকপি হতে নকল করা হয়েছে। এই ছাপা কপিটি হামিদুদ্দীন বারদাওয়ানী মুর্শীদাবাদে ১২৬৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে নকল করেন। কারখানায় প্রস্তুতকৃত আধুনিক কাগজে ও নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে যার কিছুটা পোকায় খাওয়া।

১৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪৪০

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *কিসাসুল কুরআন* (*قصص القرآن*), লেখকের নাম: আবু ইসহাক ইব্রাহীম বিন খালফ। পরিমাপ : ৮$\frac{১}{২}$×৬ ইঞ্চি।

এটি কুরআন ও নবীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বলিত একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। মুহাম্মদ (সাঃ) ও প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) পর্যন্ত জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। লেখক নিশাপুরের আবু ইসহাক ইব্রাহীম বিন খালফ। এটি কুরআনের ইঙ্গিত বহ কাহিনীসমূহের একটি বিশদ বর্ণনা। পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতার উদ্ধৃতি রয়েছে।

উপসংহারের অংশটি নেই। সম্পদকের নাম অথবা এর তারিখ নির্ণয় করা যায়নি। পাণ্ডুলিপিটি খুব পুরনো এবং খুব সাবধানতার সাথে তৈরী করা হয়েছে। কাব্যিক ছন্দে হস্তলিপির অনুকরণে মুদ্রিত এবং টানা লেখায় কুরআনের কথাগুলো লাল কালিতে চিহ্নিত করা হয়েছে।

শক্ত প্রাচ্যের কাগজে এবং নাস্তালিক ও নাসৃখ লিপিতে লেখা হয়েছে। পোকা খাওয়া এবং কিছু অংশ ভিজে যাওয়ার ফলে নষ্ট হয়েছে। কপিকারীর নাম ও তারিখ কোনোটির উল্লেখ নেই।

১৭

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৬৮

শিরোনাম: *মুনতাখাবে শাহনামে* (*منتخب شاه نامه*), লেখকের নাম: তাওয়াক্কুল বেগ বিন তুলাক বেগ। পরিমাপ : ৯$\frac{১}{২}$×৬ ইঞ্চি।

ফেরদৌসীর শাহনামার সংক্ষিপ্ত বিবরণের একটি পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি। লেখক তাওয়াক্কুল বেগ বিন তুলাক বেগ। লেখক মুখবন্ধে বর্ণনা করেন যে, দারাশিকো যখন কাবুলের সুবেদার ছিলেন তাওয়াক্কুল বেগ তখন গজনীর ওয়াকিয়া নাওইস ও আমিন পদে নিযুক্ত ছিলেন। তখন গজনীর গভর্নর শমসের খানের উপদেশ ও অনুরোধে তিনি বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি রচনা করেন।

পাণ্ডুলিপিটিতে দারিয়ুসের পুত্র আরদেশীর সময় পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এটি ফেরদৌসীর কবিতা হতে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির বৈচিত্রে পূর্ণ।

১৯শ শতকের ভারতীয় কাগজে নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কিছুঅংশ পোকাদ্বারা নষ্ট হয়েছে। প্রতিলিপিকারীর নাম বা লিপ্যান্তর করার কোন তারিখ এতে নেই।

Dhaka University Institutional Repository

১৮

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৮

পূর্বের ন্যায় একই ধাঁচের আরেকটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপিটির শেষ ভাগে উল্লেখিত প্রকাশের তারিখ অনুসারে এটি একজন অজানা রাজার শাসনামলে রচনা সম্পূর্ণ হয়। দেশে তৈরী প্রাচ্যের কাগজে ও শেকাস্তে মিশ্রিত নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এটি খারাপভাবে পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে।

১৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১৩৭

পূর্বের অনুরূপ কাজের আরেকটি আধুনিক পাণ্ডুলিপি। এটি সংস্করণকৃত পাণ্ডুলিপিটি থেকে ১২৪৫ হিজরী মোতাবেক ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে মীর সৈয়দ আলী নকল করেছেন। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক বাংলা ১২৪৮ সালে সিলেটে প্রতিলিপি করা হয়েছে। প্রতিলিপিটি কপি করেছেন মুহাম্মদ আমিরুদ্দীন এবং শেষের কিছু অংশ কপি করেছেন এলাচিপুরের দারোগা আলী আফসার। প্রাচ্যের কাগজে ও পোকায় খাওয়া যা নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটির শিরোনাম লেখকের মুখবন্ধে এবং কপিকারীর Colophon-এ উভয়স্থানে *নুনতাখাবে শাহনামে* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাঁধাইয়ের উপর এর নাম *দিলকুশা* লেখা আছে।

২০

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪৪১

শিরোনাম: *কিস্‌সেয়ে সুলাইমান* (قصه سليمان), লেখকের নাম: পাওয়া যায়নি। পরিমাপ : $৮\frac{৩}{৪} \times ৫\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

খলিফা সুলাইমান (আঃ) ও পিঁপড়ার সুপরিচিত কাহিনী। শরাফুদ্দীন আবু ইয়াকুব ইউসুফ বিন উমর আলী তারবীজীর *কিস্‌সেয়ে সুলাইমান* থেকে গৃহীত একজন নাম না জানা লেখক সংক্ষিপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

আকারে বর্ণনা করেছেন। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ এবং প্রতিলিপিকারীর নাম ও তারিখ অনুল্লেখিত। এটি প্রাচ্যের কাগজে শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে যা পোকায় খাওয়া।

২১

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৪৪

শিরোনাম: *খুলাসাতুল আরেফীন (خلاصت العارفين)*, লেখকের নাম: নিরূপণ করা যায়নি। পরিমাপ : ১০$\frac{১}{২}$ ×৬$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি সাধু মহাপুরুষদের জীবন-কাহিনী ভিত্তিক উপাখ্যানের একটি সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি। সম্ভবত হামিদ বিন ফজলুল্লা জামালীর (মৃত্যু ৯৪২ হিজরী মোতাবেক ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দ) *সিয়ারুল আরেফীন* হতে বাছাই করা উদ্ধৃতাংশের নির্বাচিত সংগ্রহ। এতে মুলতানের সাধক বাহাউদ্দীন জাকারিয়ার আধ্যাত্মিক উপদেশ ও জীবনী সম্পর্কিত রচনা স্থান পেয়েছে। জাকারিয়া ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। সঙ্কলন করেছেন একজন নাম না জানা লেখক। তিনি এর নামকরণ করেছেন *খুলাসাতুল আরেফীন*। লেখক বর্ণনা করেছেন যে, সাধুর সাথে সম্পৃক্ত এই কতিপয় গল্প শাহ জালালুদ্দীন বুখারী, ফরিদুদ্দীন এবং নিজামুদ্দীনের লোককথা হতে সংগৃহীত হয়েছে। বাঁধাইয়ে ভুলকরে এর নামকরণ করা হয়েছে *مفتاح المصلى*.

হাতে প্রস্তুতকৃত মজবুত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কপিকারীর নাম ও কপি করার তারিখ উল্লেখ নেই। এটি ১৮ শতকের শেষের দিকের একটি পাণ্ডুলিপি।

২২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪৮৩

শিরোনাম: *তাওয়ারিখে বাঙ্গালে (تواريخ بنگاله)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : ৯.৫×৬ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

এটি বাংলার ইতিহাসের একটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপিটিতে ভারতের মুসলিম রাজত্বের সূচনা ও বাংলা বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কপিটি সংকলন কারীর নাম আব্দুর রহিম ওয়াহিদ। তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'ফরিয়াদ'। এটি সম্ভবত ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের পরে ছাপা হয়েছিল।

শুরু :

بنام خداوند کون و مکان خداوند اسن و خداوند جان

শেষ :

... مر این نا سوا قدر دانی کند به شیوا زبان تر زبانی کند .

পাণ্ডুলিপিটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২য় অধ্যায়

জীবন চরিত (Biography)

Dhaka University Institutional Repository

এই অধ্যায়ে আমরা জীবন চরিত নিয়ে আলোচিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিসমূহের পরিচয় তুলে ধরছি।

২৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪১৬

শিরোনাম: *মেআ'রিজুন নবুয়ত* (*معارج النبوة*), লেখকের নাম: মুঈনুদ্দীন। পরিমাপ : ১৬×১১ ইঞ্চি।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুপরিচিত জীবনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি। এটি লিখেছেন ফারাহ'র (Farah) অধিবাসি শরাফুদ্দীন হাজী মুহাম্মদের পুত্র মুঈনুদ্দীন। মুখবন্ধে লেখক নিজেকে Miunal Miskin বলে অভিহিত করেছেন। এটি যথাক্রমে লক্ষ্ণৌতে ১৮৭৫, লাহোরে ১৮৭৫, বোম্বে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। ১৭ শতাব্দীতে পাণ্ডুলিপিটি তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ। পাণ্ডুলিপিটি নিঃসন্দেহে পুরনো। এটি বাদামী ও ভাল প্রাচ্যের কাগজে লেখা। আদ্রতার কারণে ব্যাপকভাবে এটি নষ্ট হয়েগেছে এবং এর রঙ বদলে গিয়েছে। এর অনেকাংশই পোকায় খাওয়া। তবে পরিষ্কার নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এটি কপিকারীর নাম ও তারিখের উল্লেখ নেই।

২৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৪২

শিরোনাম: *হুলিয়ায়ে রাসূলুল্লাহ (সা:)* (*حلیه رسول الله صلعم.*), লেখকের নাম: পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখ নেই। পরিমাপ : ১০$\frac{১}{২}$ × ৬$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সম্বলিত একটি পাণ্ডুলিপি। সংকলক জনৈক মুহাম্মদ হাশিম হামদানী। এতে সংকলনের তারিখও উল্লেখ নেই। প্রাচ্যের

Dhaka University Institutional Repository

কাগজে এবং নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এটি আদ্রতার কারণে কিছুটা নষ্ট হয়ে গেছে। কোন তারিখ ও কপিকারীর নাম এতে উল্লেখ নেই।

২৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪০৪

শিরোনাম: *মানাকীবে মুর্তাজাভীয়ে* (*مناقب مرتضوية*), লেখকের নাম: মীর আবদুল্লাহ সালেহ আল হুসাইনি তীরমিযী। পরিমাপ : ১১$\frac{১}{৪}$×৯ ইঞ্চি।

এটি হযরত আলী (রাঃ) ও তাঁর প্রশস্তি গাথার একটি আধুনিক বর্ণনা সম্বলিত পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন মীর আবদুল্লাহ সালেহ আল হুসাইনি তীরমিযী। তিনি তাঁর ছদ্মনাম 'কাশফী' ব্যবহার করতেন। লেখক শাহজাহানের গ্রন্থাগারের সংরক্ষক ছিলেন এবং ১০৬১ হিজরী মোতাবেক ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে আগ্রায় মারা যান। তিনি 'সোবহানী' ছদ্মনামে হিন্দী কবিতাও লিখেছেন।

বর্তমান পাণ্ডুলিপির কপিকারীর Colophon (কপির শেষ ভাগে লিখিত প্রকাশের তারিখ) এ ১৩২১ হিজরী মোতাবেক ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি ভুলভাবে বাঁধাইকরা হয়েছে এবং অনেকাংশই নেই।

এটি কারখানায় তৈরী কাগজে লেখা হয়েছে। এটি পোকায় খাওয়া তবে সংস্কার করা হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কপিকারীর নাম নেই তবে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে এটি কপি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩১১

শিরোনাম: *জাদাওয়ালে নূর* (*جداول نور*), লেখকের নাম: শরিফ আহমেদ। পরিমাপ : ৯×৫ ইঞ্চি।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), আলী (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ), ইমাম মাহদী (আঃ) এবং শীয়া মাযহাবের ১২ ইমামের জন্ম, মৃত্যু, স্ত্রী, ছেলেমেয়েসহ তাদের বিস্তারিত জীবন কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন

Dhaka University Institutional Repository

এটি। জীবনীগুলো ছকবদ্ধ আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। লেখক শরিফ আহমেদ তাঁর বড় ভাই শরীফ মুহাম্মদের অনুরোধে এটি লিখেছেন। মুখবন্ধে লেখকের কোন বিবরণ দেওয়া হয়নি।

এটি কারখানায় প্রস্তুতকৃত কাগজে এবং নাসখ, শেকাস্তে-আমিজ (shikastah-amiz) ও নাস্তালিক লিপিতে লেখাহয়েছে। এটির অনেকাংশ পোকায় খাওয়া। এতে পাদটীকার উল্লেখ রয়েছে। কোন তারিখ ও কপিকারীর নাম এতে উল্লেখ নেই।

২৭

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৭৫

শিরোনাম: *রিসালেয়ে দাওয়াজদে ঈমাম* (*رساله دوازده امام*), লেখকের নাম: জানা যায়নি।

পরিমাপ : ৯×৫$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), ফাতেমা (রাঃ) এবং শীয়া সম্প্রদায়ের ১২ইমামের জীবনী ও সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এতে। এতে লেখকের নাম অনুল্লেখিত। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে কোন মুখবন্ধ ও Colophon (শেষভাগে লিখিত প্রকাশের স্থান ও তারিখ) নেই। স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, এটি একটি বড় পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ।

কারখানায় প্রস্তুতকৃত আধুনিক কাগজে ও পরিষ্কার নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম ও তারিখ এতে তুলে ধরা হয়নি।

২৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২২৮

শিরোনাম: *নাফাহাতুল উন্‌স* (*نفحات الانس*), লেখকের নাম: আব্দুর রহমান জামী। পরিমাপ:

১১$\frac{৩}{৪}$×৬$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

এটি বিখ্যাত সুফীকবিদের জীবন কাহিনী সম্বলিত একটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন বিশ্ববিশ্রুত কবি আব্দুর রহমান জামী। তিনি হেরাতে বাস করতেন। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি ইসমাইল আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল আনসারী আল হারাউই-এর *তাবাকাতে সুফিয়া* তে পাওয়া যায়।

এতে ধর্মীয় জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর, অলৌকিক গুণ ও পূণ্যতার বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। ৬১৪ জন ব্যক্তির সম্পর্কে আলোচনা করাহয়েছে। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত (শেষ ব্যক্তির নাম কাশিম আল আনোয়ার, মৃত্যু ১৪৩৪ হিজরী) ও সানাই হতে হাফিজ পর্যন্ত ১৩ জন সুফী কবির আলোচনা করা হয়েছে।

এটি বারবার ছাপা হয়েছে। তুর্কী, আরবি ও উর্দু ভাষায় ভাষান্তরিত হয়েও এটি প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি প্রতিলিপি করেছেন ইয়ার আলী হুসাইন। তিনি এটা ১২১৩ হিজরীতে সমাপ্ত করেন।

হাতে প্রস্তুতকৃত প্রাচ্যের কাগজে লেখা হয়েছে ও যা পোকায় খাওয়ার ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটি পরিষ্কার মোটা নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৯

ক্রমিক সংখ্যা : এ আর/১৬/১৪৩

শিরোনাম: *মীরাতুল আসরার* (*مرآت الاسرار*), লেখকের নাম: শেখ আব্দুর রহমান চিশ্‌তী বিন শেখ আবদুর রাসূল বিন শাহ বুধ (Budh)। পরিমাপ : ১০$\frac{১}{২}$ × ৬$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি ইসলামের সুফী ও ঋষিদের জীবন চরিতের আলোচনামূলক পাণ্ডুলিপি। যদিও অসম্পূর্ণ, তথাপিও এটি একটি মূল্যবান ও ভাল সংকলন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন থেকে শুরু করে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত বহু সাহাবাদের কেরাম ও মুসলীম মনীষীদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি লিখেছেন শেখ আব্দুর রহমান চিশ্‌তী বিন শেখ আবদুর রাসূল বিন শাহ বুধ (Budh)। তিনি রুদাউলি'র চিশ্‌তিয়া সুফীদের একজন অন্যতম। তিনি ১৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। এতে মুখবন্ধ ছাড়াও একটি ভূমিকা ও ২৩টি তাবাকাত বা মনীষীদের জীবন আলোচনা রয়েছে। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ। এর শেষভাগে লিখিত প্রকাশের স্থান ও তারিখ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

১৮ শতকের প্রাচ্যের তুলট কাগজ। পোকা দ্বারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিষ্কার লেখা। কোন তারিখ বা কপিকারীর নাম নেই।

৩০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২১৭

শিরোনাম: *রিসালেয়ে মীরাতুল মাদারী* (*رسالۂ مراۃ المداری*), লেখকের নাম: শাহ আব্দুর রহমান চিশতী। পরিমাপ: ৯×৫$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

লোকপ্রিয় ঋষি শাহ মাদারের জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই পাণ্ডুলিপিতে। তাঁর আসল নাম ছিল বদিউদ্দীন। তিনি কানপুর জেলার মাকানপুরে ১৪৩৬ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। পূর্বোল্লেখিত *মীরাতুল আসরার*-এর লেখক রুদাউলির শাহ আব্দুর রহমান চিশতী ১০৬৪ হিজরী মোতাবেক ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে এটি রচনা করেছেন। এটি কাজী মাহমুদের *ইমানে মাহমুদী* ও সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানির *লাতাইফে আশারাফি*-এর উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। মাহমুদ শাহ ছিলেন মাদার বংশের একজন খলীফা।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটিতে কিছুঅংশ নেই। প্রাচ্যের মসৃণ কাগজে এটি লেখা হয়েছে। গ্রন্থকীট ও সেঁতসেঁতে আবহাওয়ার কারণে এর অনেকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তবে পুনরায় সংস্কার করা হয়েছে। এটি শিরোনামসহ স্পষ্ট নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

৩১

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৪৪

শিরোনাম: *রিসালেয়ে খুলাসাতুল আরেফীন* (*رسالۂ خلاصۃ العارفین*), লেখকের নাম: পাণ্ডুলিপিতে লেখকের নামের উল্লেখ নেই। পরিমাপ : ১০×৭ ইঞ্চি।

সাধু শেখ বাহাউদ্দীন জাকারিয়া মুলতানির (মৃত্যু ৬৬৬ হিজরী মোতাবেক ১২৬৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দ) লোক কথার একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন এটি। তাঁর সমগ্র জীবনের বিস্তারিত তথ্য এতে সন্নিবেশিত

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। এতে লেখকের নাম প্রকাশ করা হয়নি। বর্তমান পাণ্ডুলিপির শেষভাগে লিখিত স্থানে কোন তারিখ ও এর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

ভারতীয় মোটা কাগজে এটি লেখা হয়েছে। কিছুটা পোকায় খাওয়া তবে পরিষ্কার নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম ও তারিখ এতে উল্লেখ নেই।

৩২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৫৩

শিরোনাম: *আসমাউর রিজাল* (*اسماء الرجال*), লেখকের নাম: মুহাম্মদ জামান বিন মুহাম্মদ ফাজেল কাশ্মিরী। পরিমাপ : $৯\frac{১}{২} \times ৫\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি হাদীসের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগের একটি পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ। এতে হাদীস সংগ্রহকারী যেমন ইমাম বুখারী, মুসলিম, মালিক, শাফেয়ী, আহমাদ বিন হাম্বল, আবু দাউদ, তিরমীযি, নাসাই, ইবনে মাজা, দারামী, দারা কুতনী, বায়হাকী, মাইবুজী, নুয়াউই এবং ইবনে জাওজী (র.) প্রমুখের জীবনের সংক্ষিপ্তচিত্র তুলেধরা হয়েছে ।

শেষভাগে লিখিত স্থানে ১১০৮ হিজরীতে মুহাম্মদ জামান বিন মুহাম্মদ ফাজেল কাশ্মিরী এটি লিখেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয় যে, বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি মূলতঃ একটি নোট ছিল।

দেশীয় খারাপ কাগজে ছোট শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে। যার অধিকাংশ পোকায় খাওয়া। এর রচনা কাল ১১০৮ হিজরী বলে উল্লেখ রয়েছে।

৩৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৪

শিরোনাম: *তাজকিরাতুশ শূআরা* (*تذكرة الشعراء*), লেখকের নাম: দৌলত শাহ বিন আলাউদ্দৌলা বখতিশাহ গাজী আল সমরকান্দি। পরিমাপ : $১০\frac{১}{২} \times ৭$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

পারস্যের সুপরিচিত কবিদের আলোচনা সম্বলিত একটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন দৌলত শাহ বিন আলাউদ্দৌলা বখতিশাহ গাজী আল সমরকান্দি। এটি তাঁর পৃষ্ঠপোষক হেরাতের সর্বশেষ তৈমুরীয় শাসনের সুলতান হুসাইন বাইকারার উজির মীর আলী শের-এর প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে কোন Colophon (শেষ ভাগে লিখিত প্রকাশের স্থান ও তারিখ) নেই। লেখক ২৮ শাওয়াল, ৮৯২ হিজরী মোতাবেক ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে এর রচনার কাজ সমাপ্ত করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

কারখানায় প্রস্তুতকৃত কাগজে এটি লিখিত। এর অনেকাংশ পোকায় খাওয়া। এটি নাস্‌খ লিপিতে লেখা হয়েছে। কোন কপিকারীর নাম ও তারিখ এতে উল্লেখ নেই।

৩৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪০৬

উপরের পাণ্ডুলিপির অনুরূপ আরেকটি পাণ্ডুলিপির কপি।

এর লেখকের Colophon এ তারিখ উল্লেখ করা নেই। কপি কারীর নাম প্রকাশ করা হয়নি এতে।

প্রাচ্যের মসৃণ হাতে প্রস্তুতকৃত (তুলট) কাগজে এটি সহজ নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। গ্রন্থকীটের কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৩৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪২৩

শিরোনাম: *গুলশানে বিখার* (گلشن بیخار), লেখকের নাম: নওয়াব মুস্তফা । পরিমাপ : ৯×৬$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি একটি জীবন চরিতাভিধান। ভারতের ৫০০ জন হারানো কবি সম্পর্কে আলোচনার মধ্যদিয়ে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে পাণ্ডুলিপিটি। এটি সংকলন করেছেন দিল্লীর নওয়াব মুস্তফা । তিনি 'শেফতা' ছদ্মনামে উর্দু কবিতা লিখতেন। তিনি ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মুস্তফা

Dhaka University Institutional Repository

খান 'শেফতা' ফারসি ও উর্দু এ উভয় ভাষার বিশিষ্ট কবি ছিলেন এবং 'মুমিন' ও 'গালিব' তাঁর শিক্ষক ছিলেন। ফারসি কাব্যে তিনি 'হাসরাতি' (Hasrati) ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। বর্তমান জীবন চরিত পাণ্ডুলিপিটি ১২৫০ হিজরী মোতাবেক ১৮৩৪-৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। তা ছাড়াও *সফর নামে* শিরোনামে তিনি তাঁর মক্কা ও মদিনা ভ্রমণের কাহিনী সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেন। তার উর্দু ও ফারসি কবিতাসমূহ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে *কুল্লিয়াতে শেফতা ওয়া হাসরাতি* শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটিও দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ হতে বারবার Lithograph পদ্ধতিতে ছাপা হয়েছে যথাক্রমে ১৮৩৭,১৮৪৩,১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি একটি নকল কপি। এটি ১২৫৩ হিজরী মোতাবেক ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লী হতে প্রকাশিত হয়। এতে কবিদের একটি তালিকা বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো রয়েছে।

এটি প্রাচ্যের কাগজে লেখা হয়েছে। আদ্রতা ও পোকার কারনে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিষ্কার নাস্তালিক হস্তলিপিতে এটি লেখা। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে এটি কপি করা হয়েছে।

৩৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩১২

শিরোনাম: *তাজকিরায়ে আলি জিলানী* (*تذکرہ علی جیلانی*),লেখকের নাম: মুহাম্মদ. আলী আল জিলানী হিসেবে পরিচিত। পরিমাপ : ৭×৪ ইঞ্চি।

এটি পারস্যের সমকালীন কবি ও বিদ্বানদের তাজকিরা তথা জীবনীর ব্যাপারে লেখকের কী পরিকল্পনা ছিল তারই একটি ছোট প্রস্তাবনা অংশ। লিখেছেন মুহাম্মদ, যিনি আলী আল জিলানী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

লেখক মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ১১০৩ হিজরীতে ইস্ফাহানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসংখ্য বিদ্বান ব্যক্তিদের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। এর মধ্যে প্রায় ১১২ জন বিদ্বান ও কবির বর্ণনার সমন্বয়ে তিনি এটি রচনা করেছিলেন। পাণ্ডুলিপিটি দু'টি ভাগে বিভক্ত। ভাগগুলোকে **فرقه** বলা হয়েছে। প্রথম ভাগে রয়েছে বিদ্বান ব্যক্তিদের আলোচনা, দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে অন্যান্য কবি ও লেখকের আলোচনা।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটিতে প্রথম ভাগের একটি অংশ মাত্র আছে। যাতে দুইজন বিদ্বানের কবিতার আলোচনা এসেছে। ১) সৈয়দ আলী খান বিন সৈয়দ নিজামুদ্দীন আহমাদ। যিনি আমীর গিয়াসুদ্দীন মনসুর শিরাজীর পুত্র ও উত্তরসূরী। ২) সিরাজের মুহাম্মদ মসিহ বিন ইসমাইল ফাসানি। তাঁর আরবি 'মসিহ' এবং ফারসি ছদ্মনাম 'মা'য়ানি' (Maani) ব্যবহার করতনে। পাণ্ডুলিপিটি আলী হাজিন নামে অধিক পরিচিত মুহাম্মদ আলী জিলানীর *তাজকিরাতুল মায়াসেরিন*-এর অনুরূপ দৃষ্টিগোচরীভূত হয়। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি দেশীয় কাগজের ওপর হাতে লেখা হয়েছে। কোন Colophon (শেষভাগে উল্লিখিত প্রকাশের তারিখ) নেই এবং এটি অসম্পুর্ণ।

প্রাচ্যের কাগজে ও নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। প্রতিলিপিকারীর নাম ও তারিখ এতে উল্লেখ নেই। এটি লেখার তারিখ ১১৬৫ হিজরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৬৬

শিরোনাম: *নেশতারে ইশ্‌ক* (*نشتر عشق*), লেখকের নাম: (আগা) হুসাইন কুলী খান। পরিমাপ : ১০$\frac{১}{২}$ × ৬$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি ফারসি ভাষায় বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো হয়েছে। ১৪৭০ হিজরীর আধুনিক ও প্রাচীন কবিদের একটি অসম্পূর্ণ বৃহৎ জীবনী গ্রন্থ। এতে কবিদের কবিতার উদ্ধৃতি রয়েছে। সংকলন করেছেন আগা আলী খান শাহজাহানাবাদির পুত্র আজিমাবাদের (আগা) হুসাইন কুলী খান। লেখক নিজে একজন কবি ছিলেন। তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'আশিকী'।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে শেষ দুই বর্ণমালা (nishtar) ھ ও ی নেই। অনুরূপভাবে এতে কোন Colophonও (শেষভাগে উল্লিখিত প্রকাশের স্থান ও তারিখ) নেই।

এটি ভারতীয় কাগজের ওপরে লেখা যা পোকায় খাওয়া এবং নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নামের উল্লেখ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪১৭

শিরোনাম: *আইনে আকবারী (ائین اکبری)*, লেখকের নাম: আবুল ফজল আল্লামা বিন মুবারক নাগাউরী। পরিমাপ : ১৫×৯$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি সম্রাট আকবরের শাসনের সুপরিচিত ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ড। নাম *আকবর নামে*। কিন্তু আলাদাভাবে *আইনে আকবারী* নামে পরিচিত। লিখেছেন আবুল ফজল আল্লামা বিন মুবারক নাগাউরী (Nagauri)। এটি সমাপ্ত হয়েছিল ১০০৪ হিজরী মোতাবেক ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি ক্রটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। এলোমেলোভাবে বাঁধাই করা হয়েছে।

ভাল হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এটি আদ্রতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। সম্ভবত ১৮ শতকের একটি পাণ্ডুলিপি।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় অধ্যায়

প্রেমময় উপাখ্যান ও সাধারণ গল্প-কাহিনী

(Romance & Tales)

Dhaka University Institutional Repository

এই অধ্যায়ে আমরা প্রেমময় উপাখ্যান ও সাধারণ গল্প-কাহিনী সম্বলিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিসমূহের পরিচয় তুলে ধরছি।

৩৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৫০

শিরোনাম: *হেকায়াতে জালে মাখদুরে ফারিব* (*حکایت زال مخدوره فریب*), লেখকের নাম: মীর জাহিদ। পরিমাপ : $৯\frac{৩}{৪} \times ৬$ ইঞ্চি।

যুবক জাল ও মাখদুরা-এর রোমাঞ্চকর ভালবাসার গল্পের পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন মীর জাহিদ। লেখকের পুরোনাম পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখ করা হয়নি।

লেখক তাঁর ও পৃষ্ঠপোষকের নাম এবং লেখার তারিখ প্রকাশ করেননি। মুখবন্ধে বিবৃত করেছেন যে, তিনি এটি প্রসিদ্ধ গদ্য লেখক জিয়া নাখশাবির লেখার অনুকরণে লিখেছেন।

এটি ভারতীয় হাতে তৈরী (তুলট) কাগজে ও নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। অনুপ চাঁদ ১০৯৪ হিজরীতে এটি কপি করেছেন।

৪০

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪১২

শিরোনাম: *সিংহাসন বাতেসী* (*سنگھا سن بتیسی*), লেখকের নাম: বিহারিমল। পরিমাপ : $৮\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি সুপরিচিত সংস্কৃত গল্পসমগ্রের একটি ফারসি অনুবাদ। নাম *সিংহাসান ভাতরিনসাতি* (*Singhasana Vattrinsati*)। এতে ৩২ টি রাজশক্তির গল্প লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে রাজা বিক্রমাদিত্ত সহ ৩২টি গল্প বর্ণনা (এখানে **پوتلی** বলাহয়েছে) করা হয়েছে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বিহারিমল এটি রচনা করেছেন। পাণ্ডুলিপিটিতে এর অনুবাদের তারিখ ১০১৯ হিজরী মোতাবেক ১৬১০ খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি একটি সম্পূর্ণ কপি। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুর্শিদাবাদে বসবাসকারী মুহাম্মদ আজিম বিন মুহাম্মদ আমিন এটি কপি করেছেন যার সাল উল্লেখ নেই।

এটি হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়ার পর এটি সংস্কার করা হয়েছে এবং এটি শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে।

৪১

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪৫

এই পাণ্ডুলিপিটি পূর্বে উল্লিখিত *সিংহাসন বাত্তেসী* শীর্ষক পাণ্ডুলিপিরই অনুরূপ গল্পসমগ্রের আরেকটি অনুবাদ। সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে লেখা মীর হারকারানের অনুবাদের সাথে মিল রয়েছে বলে ধারণা করাহয়।

লেখকের Colophon-এ এর নাম *সিংহাসন বাতিসি* বলা হয়েছে।

(این افسانه های تیس و دو (۳۲) پوتلی که این را سنگهاسن بتیسی میگویند)

বর্তমান কপিতে তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। এটি হাতে প্রস্তুতকৃত প্রাচ্যের কাগজে লেখা। অত্যন্ত খারাপ ও পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে।

৪২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৭৩

সিংহাসন বাতিসি-এর পূর্ববর্তী অনুবাদের আরেকটি কপি যার মুখবন্ধ নেই।

পূর্ববর্তী পাণ্ডুলিপির মত এতেও লেখায় অনেক ভুল পরিলক্ষিত হয়েছে। এর শেষ ভাগে হিন্দী ভাষায় একটি দোয়া উদ্ধৃত করা হয়েছে।

لکھا رهی سو برس تو جونه مساوی کوءی

لکھن هارا بادرا جوکیل کھل مانی هوءی -

এটি হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা। শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া। দ্বিতীয় আকবরের শসনামলে বাহাল সিং শাহজাহানাবাদে এটি কপি করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৬৬

শিরোনাম: *গুলে বাকা ওয়ালী* (گل بکا ولی), লেখকের নাম: শেখ ইজ্জতুল্লাহ বাঙ্গালী। পরিমাপ : ৮×৫$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি একটি সুপরিচিত প্রেম কাহিনীর পাণ্ডুলিপি। তৎকালীন ভারতীয় একটি উপভাষা হতে ফারসিতে ভাবানুবাদ করা হয়েছে। লিখেছেন শেখ ইজ্জতুল্লাহ বাঙ্গালী। হিজরী ১১৩৪ সালের শেষের দিকে এটি সমাপ্ত হয়। এছাড়া লেখকের বিশেষ আর কিছু নির্ণয় করা যায়নি। তিনি মুখবন্ধে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু নজর মুহাম্মদের আনন্দ ও উৎসাহের জন্য এটি রচনা করেছিলেন।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি মুনশী নিহাল চাঁদ উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। مذهب عشق শিরোনামে ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা হতে প্রকাশিত হয়েছিল। একটি ফ্রেঞ্চ অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। দয়া শংকর নাসিম ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে *গুলজারে নাসিম* শিরোনামে উর্দু কাব্যাকারে অনুবাদ করেন।

এটি হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। ব্যাপকভাবে ইদুঁরে খাওয়া। নাস্তালিক লিপিতে লেখা কিন্তু অক্ষরগুলো শেকাস্তে পদ্ধতির।

৪৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১১২

ওপরে উল্লিখিত অনুরূপ সাহিত্য কর্মের আরেকটি পাণ্ডুলিপি যার ওপরে ভুলবশত *কিস্‌সেয়ে হাতিম তাই* শীর্ষক মলাট লাগানো হয়েছে।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ ও কিছু জায়গায় সংযোজন করা হয়েছে। এতে কোন Colophon (শেষ ভাগে উল্লিখিত প্রকাশের স্থান ও তারিখ) নেই এবং সম্পূর্ণ হাতে লেখা হয়েছে।

ভারতীয় কাগজে ও শেকাস্তে–আমিজ নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। মারাত্মকভাবে পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। কপিকারীর নাম ও সন তারিখ উল্লেখ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪৪

ওপরে আলোচিত অনুরূপ পাণ্ডুলিপির আরেকটি সম্পূর্ণ কপি।

১২৪৯ হিজরী মোতাবেক ১২৪১ বঙ্গাব্দে (১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ) মালিক কুরবান আলীর পৌত্র সৈয়দ খাদেম আলীর ছেলে সৈয়দ আহমাদ আলী বর্তমান পাণ্ডুলিপিটির কপি করেছিলেন। একটি কপি হতে শেখ গোলাম মুর্তজা ১২১৫ হিজরী মোতাবেক ১২০৭ বঙ্গাব্দে (১৮০০ খ্রিস্টাব্দ) পুনরায় নকল করেন।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা। গ্রন্থকীটের কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে।

৪৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১৭

শিরোনাম: *কিস্‌সেয়ে হুসনে বানু* (قصه حسنه بانو), লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : ৬$\frac{১}{২}$ ×৬ইঞ্চি।

এটি রাজা ফাররুখ শাহ ও পরী রানী হুসনে বানুর ভালবাসা এবং তাদের চূড়ান্ত মিলনের গল্প সম্বলিত একটি পাণ্ডুলিপি। লেখকের নাম উল্লেখ নেই। কোন মুখবন্ধ ছাড়াই গল্প শুরু হয়েছে। Colophon-এ কোন তারিখ নেই।

প্রাচ্যের কাগজে লেখা এবং পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে। শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে এবং এতে কোন তারিখ নেই।

৪৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৭৫

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *বাহারে দানেশ* (بهار دانش), লেখকের নাম: শেখ ইনায়েতুল্লাহ। পরিমাপ : ১১$\frac{১}{২}$ × ৭$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি জাহানদার সুলতান ও বাহরাওয়ার বানুর মধ্যকার সুপরিচিত প্রেম উপাখ্যান সম্বলিত পাণ্ডুলিপির নকলকরা পরিপূর্ণ কপি। লিখেছেন শেখ ইনায়েতুল্লাহ (মৃত্যু ১০৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে এর রচনার কাজ সম্পন্ন করেন। এছাড়াও তিনি *আমলে সালেহ* ও *তারিখে দিলকুশা* গ্রন্থেরও লেখক।

পাণ্ডুলিপিটি বারবার ছাপা হয়েছিল। এটি রচনা পরবর্তী সময়ে ফারসি ছাত্রদের পাঠ্যবই হিসাবে ব্যবহৃত হত। লেখকের Colophon ছাড়াও বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে একজন প্রতিলিপিকারীর Colophon রয়েছে।

এটি হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ক্ষয়প্রাপ্ত তবে পরিষ্কার, সুবিন্যস্ত নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। পোকা ও আদ্রতার কারণে অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৪৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২১৯

শিরোনাম: *তুতী নামে* (طوطی نامه), লেখকের নাম: জিয়া নাখশাবি (নাখশাবে'র জিয়াউদ্দীন)। পরিমাপ : ৮$\frac{১}{৪}$ × ৬ ইঞ্চি।

ভারতীয় গল্প সংগ্রহ *শুকা সপ্ততি*-এর (*Suka Saptati*) উপর ভিত্তি করে একটি তোতা পাখীর ভাষায় বর্ণিত ৫২ টি বিখ্যাত গল্পের ফারসি ভাষায় লেখা একটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন জিয়া নাখশাবি (নাখশাবে'র জিয়াউদ্দীন)। তোতাপাখির গল্পসমূহের মধ্যে ফারসিতে এটিই সবচেয়ে বড় এবং প্রাচীন তরজমা। এটি ভারতে বারবার ছাপা হয়েছে। ভারত ও ইউরোপের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় এই পাণ্ডুলিপির কপি সংরক্ষিত আছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা এটি যা গ্রন্থকীটের কারণে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে এটি। ১০৯৫ হিজরীতে আহমদ বিন শেখ আব্দুল বাকী বিন

Dhaka University Institutional Repository

সাদেক কর্তৃক কপি করা হয়েছে। শিরোনামের স্থানে ভুলবশত লেখকের নাম কাশিমি নাখশাবী ছাপা হয়েছে।

৪৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪২০(এ)

শিরোনাম: *তুতী নামে* (*طوطی نامه*), লেখকের নাম: মুহাম্মদ কাদেরী। পরিমাপ : ৯×৬ ইঞ্চি। পূর্বে উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। রচনা করেছেন মুহাম্মদ কাদেরী । রচনার তারিখ ও লেখকের জীবনী উল্লেখ করা হয়নি। তবে তিনি খ্রিস্টীয় ১৭ শতাব্দীর সময়কালের একজন লেখক। একটি সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধে লেখক জিয়া নাখশাবীর সৌন্দর্যময় ও শব্দাড়ম্বরপূর্ণ লেখার ধরনের উল্লেখ করেন এবং সাধারণ পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে সহজ ভাষায় এটি পুনরায় লিখেন। এতে গল্পসংখ্যা ৫২ টির স্থানে ৩৫ টি রয়েছে। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি বাঁধাইয়ে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। কিছু পৃষ্ঠারও সন্ধান পাওয়া যায়না। এতে ফারসিতে ফারসি শব্দের অর্থসহ ছোট একটি শব্দতালিকা রয়েছে যার নাম *ফারহাঙ্গে হাজার আলকায* । এটি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পোকায় খাওয়া ও সেঁতসেঁতে হয়ে ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কপিকরার কোন তারিখ নেই। সম্ভবত এটি ১৯ শতাব্দীর একটি পাণ্ডুলিপি।

৫০

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪২৮

মুহাম্মদ কাদেরীর পূর্বোক্ত পাণ্ডুলিপির একটি আধুনিক প্রতিলিপি।

Colophon-এ ১৮ই আশ্বিন ১২৩৪ বাংলা তারিখসহ তালেবাবাদ পরগণার বাসিন্দা পাণ্ডুলিপির লেখক ও মালিক শামসুদ্দিনের স্বাক্ষর রয়েছে। ভুলকরে এই কাজটি আসলেহউদ্দীন হযরত নাখশাবীর বলে উল্লেখ করা হয়েছে এই ভাবে :

Dhaka University Institutional Repository

(نسخه طوطی نامه من تصنیف اصلح الدین حضرت نخشبی رحمة الله علیه)

হাতে প্রস্তুতকৃত শক্ত কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পোকায় খাওয়া তবে সংস্কার করা হয়েছে। স্পষ্ট নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। ১২৩৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে এটি কপি করা হয়েছে বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

৫১

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪৩৩

শিরোনাম: *কিস্‌সেয়ে হাতেম তাই* (قصة حاتم طای), লেখকের নাম: জানা যায়নি এবং পাণ্ডুলিপিতেও উল্লেখ নেই। পরিমাপ : ১১$\frac{১}{২}$ × ৭$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

বিখ্যাত হাতেম তাই-এর পরিচিত গল্পের একটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। ইয়েমেনের আরব উপজাতি তাই এর সর্দার হাতেম এবং হুসনে বানুকে পাওয়ার জন্য রাজপুত্র মীর শামীমের প্রতি হুসনে বানুর সাতটি প্রশ্নের সমাধানের ক্ষেত্রে হাতেমের সহযোগিতার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এতে। এর লেখকের নাম অনুল্লিখিত।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি নাজমুদ্দীন চৌধুরীর পুত্র শাহামুদ্দীন অনুলিপি করেছেন। তিনি তালেবাবাদ পরগণার দশ আনা দশ গণ্ডা জমির জমিদার ছিলেন।

হাতে প্রস্তুতকৃত মসৃণ ভারতীয় কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা বিবর্ণ হয়ে গেছে। সহজ পাঠ্য শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে। যা বর্তমানে পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে।

৫২

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪০৮

ইরানের রাজকন্যাকে পাওয়ার জন্য ফিরোজ শাহের প্রতি রাজকন্যার দেওয়া প্রশ্নসমূহের সমাধানে হাতেমের সহযোগিতার একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্বোক্ত পাণ্ডুলিপির চেয়ে ভিন্ন বর্ণনার আরেকটি পাণ্ডুলিপি। রাজকন্যার দাবি ছিল পাঁচটি শক্ত কাজের সমাধান করার। তার মধ্যে একটি ছিল তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

জন্য হাতেম তাইয়ের মাথা হাজির করা। Colophon-এর বর্ণনানুযায়ী এর লেখক মুনশী মুহাম্মদ জমির।

জাহাঙ্গীর নগরের পাটগাঁও (Patgau)-এর বাসিন্দা মুহাম্মদ আজিম পাণ্ডুলিপিটি নকল করেছেন তবে সন তারিখের বর্ণনা দেয়া হয়নি।

প্রাচ্যের কাগজে লেখা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি পোকা দ্বারা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশুদ্ধ শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে এটি। ১৯ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৩

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৩৯৪

শিরোনাম: *কিস্‌সেয়ে সাইফুল মুলুক ওয়া বাদীউল জামাল(قصه سيف الملوك و بديع الجمال)*,

লেখকের নাম: অপ্রকাশিত। পরিমাপ : $৮\frac{১}{২} \times ৬\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি রাজপুত্র সাইফুল মুলুক ও রাজকন্যা বাদীউল জামালের জনপ্রিয় ভালবাসার গল্পের একটি পাণ্ডুলিপি। এটি *Arabian Nights* অবলম্বনে লেখা হয়েছে। লেখকের নাম জানা যায়নি। লেখকের এই গল্পের অসংখ্য কপি রয়েছে। সবগুলো মূল ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং গজনীর সুলতান মাহমুদের সময়কার রচনা বলে অনুমিত হয়।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে যদিও মূল গল্প বজায় রাখা হয়েছে তবে বাদশা সুলায়মানের (solomon) সময়ের বলে ধারনা করা হয় (عهد سليمان پيغمبر عليه السلام)। এতে সাইফুল মুলুকের উত্তরসূরী তাজুল মুলুক ও তার মা বাদীউল জামালের আত্মহত্যার কাহিনী সংযোজন করে গল্পকে বর্ধিত করা হয়েছে। সাইফুল মুলুকের বাবার নাম আসেম বিন সাফওয়ান। তিনি মিশরের রাজা ছিলেন।

ভারতীয় হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে এটি। ভারতীয় নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে যা পোকায় খাওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে।

৫৪

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪০৩

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত গল্পের একই অনুবাদের একটি সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি। সাইফুল মুলুক তার পিতার নিকট প্রত্যাবর্তনের ঘটনার মাধ্যমে শেষ হয়েছে। মুনশী উমর দারাজকে এই অনুবাদের রচয়িতা বলে বিবেচনা করা হয়েছে। বাঁধাইয়ে পৃষ্ঠার ডান-বাম দিক উল্টো করে ফেলা হয়েছে।

প্রাচ্যের কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি পোকা ও আদ্রতার কারণে ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়েগেছে। শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম ও তারিখের উল্লেখনেই এতে।

৫৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১৪৩

শিরোনাম: *আনোয়ারে সুহাইলী* (*انوار سهیلی*), লেখকের নাম: মোল্লা কামাল উদ্দীন হুসাইন ওয়াইজ আল কাশাফি। পরিমাপ : ৯×৫ $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি সুপরিচিত ভারতীয় গল্প গ্রন্থ *পঞ্চতন্ত্র* ও *হিতোপদেশ*-এর খণ্ড বিশেষ। রচনা করেছেন মোল্লা কামাল উদ্দীন হুসাইন ওয়াইজ আল কাশাফি (মৃত্যু ৯১০ হিজরী মোতাবেক ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দ)। এটি দ্বিতীয় বারের মতো ফারসি অনুবাদ। প্রথমটি লিখেছিলেন নাসুরুল্লাহ আবুল মা'আলী বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল হামিদ। বর্তমান রচানাটি নিজামুদ্দীন আমির শেখ আহমদ আল সুহাইলীর (মৃত্যু ১৫০১ খ্রিস্টাব্দ) অনুরোধে প্রস্তুত করা হয়েছিল। যিনি হেরাতের সুলতান হুসাইন বাইকারার একজন সভাসদ ছিলেন এবং যার নাম অত্রগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারতীয় হাতে প্রস্তুতকৃত শক্ত কাগজে ও স্পষ্ট শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি পোকায় খাওয়া। কপিকারীর কোন নাম ও তারিখ নেই এতে।

৫৬

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৯০

এটি পূর্ববর্তী পাণ্ডুলিপির পরিমার্জন করে লেখা একটি কপি। হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে ও নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। আদ্রতার কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কপিকারীর নাম ও তারিখের উল্লেখ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

৫৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২২৭

শিরোনাম: *গুশায়েশ নামে* (*گشایش نامه*), লেখকের নাম: খাজা রাজ কারান। পরিমাপ : $১০\frac{১}{২} \times ৮\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

কঠিন পরিস্থিতি হতে মুক্তি পাওয়ার শিক্ষা সম্বলিত ৭টি গল্প সংগ্রহের একটি মূল্যবান এবং সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি এটি। লিখেছেন ভবানীদাসের পুত্র খাজা রাজ কারান। এটি হিজরী ১১০০ সালের শেষের দিকে প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়। লেখক ১১০১ হিজরী মোতাবেক ১৬৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

এটি পুরনো ভারতীয় হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে এবং অনেকাংশ পোকায় খাওয়া। স্পষ্ট নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম ও তারিখ উল্লেখ নেই।

৫৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩০৮

শিরোনাম: *দেখমে নুশিরওয়ান* (*دخمه نوشیروان*), লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : ৯×৬ ইঞ্চি।

গুপ্তধন খোঁজার একটি সংক্ষিপ্ত কল্পকাহিনীর পাণ্ডুলিপি এটি। আববাসীয় খলীফা মামুন কর্তৃক রাজা নুশিরওয়ানের গুপ্তধন আবিষ্কার ও তা পাওয়ার কল্পকাহিনী যা মাদাইন-এর (Madian) তাক কিসরাতে (Taq kisra) লুকানো ছিল বলে ধারনা করা হয়।

এতে লেখকের নাম উল্লেখ নেই শুধু পাণ্ডুলিপিটির শিরোনাম ও অনুবাদের তারিখ পাওয়া যায়। উধ (Oudh)-এর নবাব সা'দাত আলী খান বাহাদুরের শাসনামলে ১২২৭ হিজরী মোতাবেক ১৮১০-১১ খ্রিস্টাব্দে এটি শংকর লাল অনুবাদ করেছেন ।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা এ পাণ্ডুলিপিটি পোকায় খাওয়া ও নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫৯

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৩

শিরোনাম: *কিতাবুল মাজাহেক* (*كتاب المضاحك*), লেখকের নাম: মুহাম্মদ সা'দ। পরিমাপ : $৭\frac{৩}{৪} \times ৪\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

বোধশক্তি, বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিউত্তর, ভাঁড়ামীর কাহিনী এবং সাধারণ রসিকতার গল্প ও কবিতার পাণ্ডুলিপি এটি। রচয়িতা মুহাম্মদ সা'দ। যিনি তাঁর নিজের অন্যান্য কোন তথ্যাদি দেননি। লেখকের কলোফনে রচনার তারিখ দিয়েছেন ১১২৩ হিজরী মোতাবেক ১৭১১-১২ খ্রিস্টাব্দ। এই মুল্লা সা'দ শেখ সা'দীর *গুলিস্তান* ও *বুস্তান*-এর বিবরণীরও লেখক বলে ধারণা করাহয়।

বিখ্যাত কবি আমীর খসরু, শেখ সাদী, জামী, মুনীর লাহোরী, প্রমুখের লেখা হতে **(هزليات)** বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তার উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে এতে। এটা লেখকের স্বহস্তে লিখিত (holograph) বলে অনুমিত হয়।

শক্ত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া তবে সংস্কার করা হয়েছে। পরিষ্কার নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে এটি। কপিকারীর নাম নেই এতে। সংকলনের তারিখ ১১২৩ হিজরীত মোতাবেক ১৭১১-১২ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লেখ রয়েছে ।

৬০

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪২৩

শিরোনাম: *কিস্‌সেয়ে কাজী ওয়া দুযদ* (*قصه قاضی و دزد*), লেখকের নাম: অপ্রকাশিত।

এটি একজন কাজী ও চোরের জনপ্রিয় হাস্য-রসাত্মক গল্পের অসম্পূর্ণ একটি পাণ্ডুলিপি। লেখকের নাম অপ্রকাশিত। এই গল্পের অনুবাদ আরাবি ও তুর্কী ভাষায় বিদ্যমান এবং মূল কপিটি অনেক পুরনো বলে অনুমিত হয়। এর তুর্কী অনুবাদ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে ছাপা হয়েছে। অন্যান্য অনেক ফারসি বর্ণনার মতো বর্তমান পাণ্ডুলিপিতেও লেখার ভিন্নতা রয়েছে । এর শেষের দিকের অংশ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

হাতে প্রস্তুতকৃত আধুনিক কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি পোকায় খাওয়া। কপিকারীর নাম ও Colophon নেই। জনৈক শামসুদ্দীন আহমদের ১২৪৫ হিজরী সালের একটি সীল রয়েছে এতে।

৬১

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৬৫

শিরোনাম: *কিস্‌সেয়ে কামরুপ ওয়া কমলতা* (قصه کا مروپ و کام لتا), লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : ৮×৫$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

পাণ্ডুলিপিটি কামরুপ ও কমলতার ভালবাসার কাহিনীর একটি গদ্য রূপ। Colophon-এ (শেষ ভাগে লিখিত প্রকাশের স্থান ও তরিখ) ইসলাম খানের পুত্র হিম্মত খান এর রচয়িতা বলে দাবি করা হয়েছে। যার আসল নাম ছিল মীর ঈসা। তিনি ১০৯২ হিজরীতে মারা যান।

দাস্তরে হিম্মত নামে এই গল্পের কাব্যিক বর্ণনার মুখবন্ধে এই দাবির সমর্থনে একটি বিবৃতি প্রদান করা হয়েছে। হিম্মত খানের একজন বন্ধু মুরাদ খান এটি লিখেছেন। এই কাব্যিক সংস্করণটি ১০৯৬ হিজরীতে সমাপ্ত হয়।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। এর অনেকাংশ পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে এটি। ২৪ শে চৈত্র ১১৯৫ বঙ্গাব্দ অনুযায়ী ২৯শে সাবানে (সাল উল্লেখ নেই) এটি কপি করা হয়েছে। কপি করেছেন কুদরতুল্লাহ হুসাইনী।

৬২

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪০১

শিরোনাম. *জাঙ্গ নামেয়ে মুহাম্মদ হানিফ* (جنگ نامه محمد حنیف), লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ: ৮$\frac{১}{২}$×৫$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

এটি কারবালায় সংঘটিত ইমাম হাসান ও হুসাইন (আঃ)-এর শহীদ হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনার একটি লোক কাহিনী সম্বলিত পাণ্ডুলিপি। আলী (রাঃ)-এর পুত্র মুহাম্মদ হানীফের সামরিক বীরত্বও এতে বর্ণিত হয়েছে। জয়নুল আবেদীনের অভিষেক বর্ণনার মাধ্যমে শেষ হয়েছে।

উপরের শিরোনাম শুধু Colophon-এ উদ্ধৃত হয়েছে। বর্ণনাটি সম্ভবত বিবৃত করেছেন ইমরান জাফর। এখানে ভুলবশত আবু বকর সিদ্দীকের পুত্র বলা হয়েছে।

দেশীয় কাগজে লেখা যা পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক ও শেকাস্তে মিশ্রিত লিপিতে লেখা হয়েছে।

৬৩

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪০২

শিরোনাম: *কিস্‌সেয়ে তামিম আনসারী (قصه تميم انصارى)*, লেখকের নাম: ইমাম জাফর সাদেক। পরিমাপ : $৭\frac{৩}{৪} \times ৫\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি মহানবী (সাঃ)-এর একজন সহচর তামীম আনসারীর সাথে সম্পর্কিত ধর্মীয় গল্পের একটি অসম্পূর্ণ অংশের পাণ্ডুলিপি। সম্ভবত বর্ণনা করেছেন ইমাম জাফর সাদেক। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা এটি যা পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে। কিছু পাতা এলোমেলোভাবে বাঁধাই করা হয়েছে। কপিকারীর নাম ও তারিখের উল্লেখ নেই এতে।

৬৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৪০

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *শারহে কাসিদে বানাত সা'আদ (شرح قصیدہ بانت سعاد)*, লেখকের নাম: নিজামুদ্দীন বিন মুহাম্মদ রুস্তম বিন আব্দুল্লাহ খোজান্দি আমেনাবাদী। পরিমাপ : $৯\frac{৩}{৪} \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

মহানবী (সাঃ)-এর প্রশংসায় কা'ব বিন জুহাইরের সুপরিচিত কবিতার একটি ফারসি গদ্য বিবরণীর পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন নিজামুদ্দীন বিন মুহাম্মদ রুস্তম বিন আব্দুল্লাহ খোজান্দি আমেনাবাদী। কা'ব বিন জুহাইর আবু সুলাইমা নবী (সাঃ)-এর প্রশংসায় এই কবিতা রচনাকরে পুরস্কৃত হয়েছিল। তাঁর কবিতাটি আরবি সাহিত্যের একটি উচ্চমানের রচনা এবং আরবি ও ফারসি উভয় ভাষায় এর উপর বহু ব্যাখ্যা ও অনুবাদ গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। বর্তমান বিবরণীটির তারিখ অজানা।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায়

কবিতা (Poetry)

Dhaka University Institutional Repository

এই অধ্যায়ে আমরা কবিতা সম্বলিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিসমূহের পরিচয় তুলে ধরছি।

৬৫

ক্রমিক সংখ্যা : এ আর/১৩১

শিরোনাম: *হাদিকাতুল হাকিকাত* (*حديقة الحقيقة*), লেখকের নাম: হাকিম সানাই। পরিমাপ : $৯\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি ইরানের প্রসিদ্ধ সূফী কবি হাকিম সানাইয়ের অত্যন্ত সুপরিচিতি নীতিবিদ্যা (দর্শন শাস্ত্রের শাখাবিশেষ) ও নৈতিক কবিতাসমূহের একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। তাঁর পুরোনাম ছিল আবুল মাজদ মাজদুদ বিন আদম সানাই গজনবী। তিনি গজনবী শাসনামলের কবি এবং এটি সুলতান বাহরাম শাহের (১১২৮-১১৫২ খ্রিস্টাব্দ) প্রতি উৎসর্গ করেন। লেখক যার প্রশংসা এতে করেছেন। রুমী হাকিম সানাইকে 'two eyes of Sufism' বলে উল্লেখ করেছেন। *হাদিকাহ* খুব সম্ভবত ৫৩৫-৫৩৭ হিজরী মোতাবেক ১১৪০-৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। শুরু এবং শেষ উভয় স্থানেই বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ। *হাদিকাহ* বেশ কয়েকবার ছাপা হয়েছিল।

প্রথম বাব শুরু হয়েছে : **باب الاول فی التوحید و التمجید الخ**

এ পাণ্ডুলিপির শুরুর শ্লোক হলো :

بخودش کس شناخت توانست - ذات اوهم بدر توان دانست -

নিম্নোক্ত শ্লোক দ্বারা এটি শেষ হয়েছে :

شرع دیدی زشعر دل بکسل

که گدای بکار اندر دل -

নিকৃষ্ট মানের হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা যা পোকার কারণে মারাত্মকভাবে নষ্ট হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে এটি। কোন colophon বা কপিকারীর নাম নেই। এটি ১৯ শতাব্দীর প্রথম দিকের পাণ্ডুলিপি বলে অনুমান করা হয়।

৬৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *দিওয়ানে আবুল ফারাজ রুনী* (*ديوان ابوالفرج رونى*), লেখকের নাম: রুনী, পুরোনাম আবুল ফারাজ বিন মাসুদ। পরিমাপ: $৭\frac{১}{৪} \times ৫\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি রুনীর কবিতা সমগ্রের একটি আধুনিক পাণ্ডুলিপি। তাঁর পুরোনাম ছিল আবুল ফারাজ বিন মাসুদ। তিনি লাহোরের নিকটবর্তী গ্রাম রুনে জন্ম গ্রহণ করেন। গজনবীর সুলতান ইব্রাহীমের (১০৫৯-১০৯৯ হিজরী) সমসাময়িক একজন কবি ছিলেন। তিনি সুলতান ইব্রাহীমকে সম্বোধন করে প্রশস্তিগাথা রচনা করেছিলেন। রুনী আনোয়ারীর কাব্যরীতি অনুকরণ করেছিলেন।

নিকৃষ্ট মানের হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে এটি যা পোকার কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে এটি। মৌলভী গোলাম মোহাম্মদের ছাত্র সৈয়দ মোহাম্মদ আলীর পুত্র মোহাম্মদ জুবাইর ১৩০৭ হিজরীতে (১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ) এটি কপি করেছেন।

৬৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৫৭

শিরোনাম: *কাসায়েদে খাকানী* (*قصايد خاقانى*), লেখকের নাম: আফজালুদ্দীন বাদিল ইব্রাহীম বিন আলী নাজ্জার। পরিমাপ : $৮\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি শিরওয়ানের প্রসিদ্ধ কবি আফজালুদ্দীন বাদিল ইব্রাহীম বিন আলী নাজ্জারের কাসিদার একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। স্থানীয় শাসক খাকানে কবির মনুচেহের শিরওয়ান শাহের প্রদত্ত চিহ্ন হিসেবে তিনি তাঁর পূর্বের ছদ্মনাম 'হাকাইক' পরিবর্তন করেন 'খাকানী' রাখেন। তিনি ৫০০ হিজরী মোতাবেক ১১০৬-৭ খ্রিস্টাব্দে গানজাতে জন্মগ্রহণ করেন। মনুচেহের ও তাঁর উত্তরসূরী আখতিশান উভয়কে সম্বোধন করে তাঁর অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়েছে। তিনি ৫৯৫ হিজরী মোতাবেক ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে মারা যান।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে নৈতিকতা বিষয়ক কাসিদা ও গজলসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিছু কাসিদা মাতলাতে বিভক্ত। এর কিছু অংশ পাওয়া যায়নি। কাসিদাগুলো বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়নি। এর শুরুর শ্লোক হলো :

Dhaka University Institutional Repository

هر صبح سرز گلشن سودا بر آورم - و ز صور آه برفلک اوا برآورم

শেষ :

تاکی چو مسیح بر تو بیند – از بی پدری نشان مادر

ভারতীয় হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে এটি যা পোকায় খাওয়া। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম ও তারিখ উল্লেখ করা হয়নি।

৬৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৫৮

খাকানীর কাব্যের আরেকটি পাণ্ডুলিপি। বিশেষত কিত্আ ও রুবাঈ আঙ্গিকের কবিতা এতে স্থান পেয়েছে। বেশ কিছু পৃষ্ঠা এতে নেই।

শুরুর পঙ্‌ক্তি হলো :

مرادانه دل بر آتش فتاده ست – ازان نعره من چنین هوش فتاد ست

সংগ্রহটি নিম্ন লিখিত রুবাঈ দ্বারা শেষ হয়েছে :

خاقانی راکه هست سلطان سخن

کزسر من آفشین قیاد و ختن ـ

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা যা পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে এটি। কপিকারীর Colophon-এ কোন তারিখ ও নাম উল্লেখ করা হয়নি।

৬৯

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪৪২

খাকানীর নির্বাচিত কাসিদার আরেকটি পাণ্ডুলিপি যাতে লেখকের নাম অপ্রকাশিত।

এর শুরুর শ্লোক হলো :

حمد آن سلتان عالم که عالم بروراست

انس او در راه ایمان انس و جان را رهبر است

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিলিপিটি অসম্পূর্ণ।

কারখানায় প্রস্তুতকৃত আধুনিক কাগজে লেখা। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে এটি। এতে কোন Colophon নেই।

৭০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৪২

শিরোনাম: *শারহে কাসায়েদে আনোয়ারী* (*شرح قصايد انورى*),লেখকের নাম: জনৈক গোলাম আহমদ। পরিমাপ : ১১$\frac{১}{৪}$ × ৬$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি ফারসি কবিতার একজন অন্যতম কবি আনোয়ারীর কাসিদার একটি আধুনিক বিবরণের পাণ্ডুলিপি। আনোয়ারীর পুরো নাম ছিল আওহাদুদ্দীন আলী আনোয়ারী। তিনি সেলজুক সুলতান সানজারের (১১২৭-১১৫৭ হিজরী) সময়ের কবি। এটি জনৈক গোলাম আহমদের একটি সাহিত্যকর্ম। এটি তাঁর প্রথম রচনা। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি লেখকের নিজ হাতে লেখা এবং ১২৪৫ হিজরীর (১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ) রমজান মাসে শাহজাহানবাদে সমাপ্ত হয়।

শুরুর বক্তব্য হলো :

شرح ابيات بعضي از طبع زاد حكيم اوحد الدين انورى از ديوان قصايد او:

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা যা পোকায় খাওয়া অবস্থায় রয়েছে । নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এটি ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে গোলাম আহমেদ কপি করেছেন।

৭১

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪১৯

শিরোনাম: *লাইলী মজনু* (*ليلى مجنون*),লেখকের নাম: নিজামী গানজুবী। পরিমাপ: ৯ × ৫$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

পাণ্ডুলিপিটি খামসা নামে পরিচিত পাঁচটি ভালবাসার কাহিনীর তৃতীয়টির একটি আধুনিক কপি যা মাসনাবী আঙ্গিকে লেখা। রচনা করেছেন বিখ্যাত কবি নিজামী গানজুবী (গানজার)। তাঁর পুরোনাম ছিল নিজামুদ্দীন আবু মুহাম্মদ ইলিয়াস বিন ইউসুফ মুয়াইয়াদ। তিনি ৫৩৮ হিজরী মোতাবেক ১১৪০ খ্রিস্টাব্দে খোরাসানের কোমে জন্ম গ্রহণকরেন। তিনি পারস্যের বিখ্যাত মাসনাবী রচনাকারী কবি বলে বিবেচিত। তিনি তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ জীবন আররানের (Arran) একটি শহর গানজাহতে (Ganjah) অতিবাহিত করেন। যা বর্তমান জর্জিয়ায় এলিজাবেতপুল (Elizabet pool) নামে পরিচিত। এখানে তিনি ৫৯৮ বা ৯৯ হিজরী মোতাবেক ১২০২-৩ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। *লাইলী মজনু* ৫৮৪ হিজরী মোতাবেক ১১৮৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয় এবং আবুল মুজাফফর আখতাশান শিরওয়ানের (মৃত্যু ১১৮৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রতি উৎসর্গ করা হয়। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি তাঁর তৃতীয়তম গল্প ছাড়াও *সিকান্দার নামের* একটি কবিতায় তার নিজের করা তালিকার খামসায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন :

১. *মাখজানুল আসরার (Makhzanul Asrar)*

২. *খসরু শিরীন (Khusran Shirin)*

৩. *হাফত পাইকার (Haft Paikar)*

৪. *ইস্কান্দার নামে (IsKandar Nama)*

খামসার বর্তমান এবং অন্যান্য মাসনাবীসমূহ বহুবার ছাপা হয়েছে। *লাইলী মজনু*-এর একটি ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদক হলেন এটকিনসন (Atkinson)।

শিরওয়ান শাহ আবুল মুজাফফর উল্লেখ করেছেন নিম্নোক্ত কবিতা দ্বারা এটি শেষ হয়েছে :

این نام که گشته از وی اباد - بر دولت او خجسته پی باد -

ভারতীয় হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা যা পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে। স্পষ্ট নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এটি ১২৪০ হিজরী মোতাবেক ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিলিপি ও পরিমার্জন করা হয়েছে। এতে কপিকারীর নাম উল্লেখ নেই।

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৩১

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *সিকান্দার নামে* (*سکندر نامه*),লেখকের নাম: নিজামী গানজুবী (গানজার)। পরিমাপ : ১১×৬ ইঞ্চি।

নিজামীর খামসায় অন্তর্ভুক্ত আরেকটি সাহিত্যকর্মের প্রথম অংশের সুবিন্যস্ত আধুনিক পাণ্ডুলিপি। তাঁর খামসার শেষ কাব্যগ্রন্থ হলো এটি। এই সাহিত্যকর্মটি দু'টি ভাগে আলাদাভাবে নামকরণ করা হয়েছে। প্রথমটির নাম *ইকবাল নামে* বা *শারাফ নামে সিকান্দারী* বা *ইস্কান্দার নামে বাররি* এবং দ্বিতীয়টি *খেরাদ নামে সিকান্দারী* বা *সিকান্দার নামে বাহরী*। উভয় খণ্ডে ইস্কান্দার জুলকার নাইনের বিভিন্ন রোমাঞ্চকর যাত্রার গৌরবময় কীর্তি বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁকে একজন দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলেও বিবেচনা করা হয়েছে।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে শুধু প্রথম খণ্ড অর্থাৎ *ইকবাল নামে* বা *ইস্কান্দার নামে বাররি* অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে G. H. Clarke অনুবাদ করেন।

সিকান্দারের গল্প শুরু হয়েছে উদ্ধৃত শ্লোক দিয়ে :

گزارنده نامه خسروی - چنین داد سخن زانوی -

কারখানায় প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা যা পোকায় খাওয়া। স্পষ্ট নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। মাওলানা কাজী মুহাম্মদ আজমতুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ সিবগাতুল্লাহ তার পুত্রের ব্যবহারের জন্য ১২৪৫ হিজরীতে এটি কপি করেছিলেন।

৭৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৬৭

শিরোনাম: *মিফতাহুল মাখজান* (*مفتاح المخزن*), লেখকের নাম: আব্দুল হাফিজ হাশেমী আল হাসানী। পরিমাপ : ৯×৫$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি নিজামীর *মাখজানুল আসরারের* ওপর রচিত একটি মূল্যবান সাহিত্যকর্ম সম্বলিত পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন মুলতান ও লাহোরের আব্দুল হাফিজ হাশেমী আল হাসানী। লেখকের বিস্তারিত তথ্য নিরূপন করা যায়নি। পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা যা পোকা দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে বিপুল পাদটীকা রয়েছে। Colophon-এ কপিকারীর কোন নাম উল্লেখ হয়নি। ১২৭৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এটির প্রতিলিপি করা হয়েছে।

৭৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৬১

শিরোনাম: দিওয়ানে জহির ফারইয়াবী (*دیوان ظهیر فاریابی*) লেখকের নাম: জহিরুদ্দীন আবুল ফজল তাহির বিন মুহাম্মদ। পরিমাপ : $৮\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

ইরানের ফারইয়াব শহরের সুপরিচিত কবি জহিরুদ্দীন আবুল ফজল তাহির বিন মুহাম্মদের সংগৃহীত কবিতা সমূহের একটি মূল্যবান পুরনো পাণ্ডুলিপি। তিনি ৫৯৮ হিজরী মোতাবেক ১২০২ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তিনি একজন বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি তার প্রথম জীবন নিশাপুরের শাসক তুঘানশাহের (৫৬৯-৫৮১ হিজরী মোতাবেক ১১৭৩-১১৮৫ খ্রিস্টাব্দ) সাথে অতিবাহিত করেন। তাঁর প্রশংসায় তিনি অসংখ্য কাসিদা লিখেছেন। তিনি তাবরীজে মারা যান এবং বিখ্যাত কবি খাকানীর পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।

তাঁর দিওয়ান (কাব্য সমগ্র) কলিকাতা ও লক্ষ্ণৌতে ছাপা হয়েছে। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে প্রথম দিকের অনেক পাতাই নেই। এতে মূলতঃ কাসিদা ও রুবাঈ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পুরাতন হাতে প্রস্তুতকৃত কিন্তু মসৃণ কাগজে ও নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে যা পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এতে কপিকারীর নাম নেই। এটি ৯০২ হিজরী মোতাবেক ১৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিলিপি করা হয়েছে।

৭৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১৩৮

এটি অনুরূপ কর্মের আরেকটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। পূর্ববর্তী সাজানো কাসিদার সাথে সঙ্গতিহীন এবং কালানুক্রমিক ভাবেও সাজানো হয়নি। শুরু ও শেষের দিকের অংশ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

শুরু হয়েছে এভাবে :

سفر گزیدم و بشکست عهد قربی را - مگر جمیله به بینم جمال سلمی را

হাতে প্রস্তুতকৃত নিকৃষ্ট মানের কাগজে ও শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে। এটি পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে। এতে কোন Colophon নেই। স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এটি ১৮ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি।

৭৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২২২

শিরোনাম: *মানতিকুত তায়ের* (*منطق الطير*), লেখকের নাম: আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন আবু বকর ইব্রাহীম ফরিদুদ্দীন আত্তার নিশাপুরী। পরিমাপ : $৭\frac{৩}{৪} \times ৪\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি সুপরিচিত রূপক ও প্রতীকী ধর্মী বর্ণনার মাসনাবীর '*منطق الطير*' একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন সূফী কবি আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন আবু বকর ইব্রাহীম ফরিদুদ্দীন আত্তার নিশাপুরী। তিনি সানজারের শাসনামলে ৫১৩ হিজরী মোতাবেক ১১১৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং পেশায় একজন ঔষধ বিক্রেতা (عطار) ছিলেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন এবং ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গলদের দ্বারা তিনি নিহত হন বলে বিবরণীতে উল্লেখ রয়েছে। আত্তার বহু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন এবং বিপুল সংখ্যক সাহিত্য কর্ম (গদ্য ও পদ্য) রেখে গেছেন। এতদ্ব্যতীত তার *দিওয়ান* ও *তাজকিরাতুল আউলিয়া* শিরোনামে সূফীদের জীবন চরিত রয়েছে।

পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ। ১৮ শতাব্দীর শেষ বা ১৯ শতাব্দীর প্রথম দিকের ভারতীয় কাজ বলে প্রতীয়মান হয়।

শুরু হয়েছে এভাবে :

آفرین جان آفرین پاک را – آنکه جان بخشید و ایمان خاک را

শেষ হয়েছে এই শ্লোকে :

پانصد و هشتاد و سه بگذشتم سال – هم ز تاریخ رسول ذوالجلال

Dhaka University Institutional Repository

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা যা মারাত্মকভাবে পোকায় খাওয়া। পরিষ্কার নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কপিকারীর কোন Colophon নেই।

৭৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪৩৮

শিরোনাম: *পান্দ নামে আত্তার* (*پند نامه عطار*), লেখকের নাম: আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন আবু বকর ইব্রাহীম ফরিদুদ্দীন আত্তার নিশাপুরী। পরিমাপ : ৮$\frac{১}{৪}$ × ৬ ইঞ্চি।

আত্তারের একটি অন্যতম জনপ্রিয় মাসনাবী গ্রন্থের সম্পূর্ণ আধুনিক একটি পাণ্ডুলিপি। এটি নৈতিক ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ক। এটি ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষায় বারবার অনুদিত ও ছাপা হয়েছে। সলোমন নেগরী (Solomon Negri) কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায়ও অনুবাদ হয়েছে।

এটি হাতে প্রস্তুতকৃত খারাপ কাগজে ও নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

শুরুর পঙ্‌ক্তি হলো এই রূপ :

حمد بیحد مر خدای پاک را – آنکه ایمان دادمشت خاک را

৭৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪১২

শিরোনাম: *মাসনাবীয়ে মাওলানা রুম* (*مثنوی مولانا روم*), লেখকের নাম: আব্দুল লতিফ বিন আবদুল্লাহ আববাসি। পরিমাপ : ৯$\frac{১}{২}$ × ৫$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

জালালুদ্দীন রুমীর (মৃত্যু ৬৭২ হিজরী মোতাবেক ১২৭৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রসিদ্ধ মাসনাবীর সমালোচনামূলক টীকা সম্বলিত একটি মূল্যবান ও সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন আব্দুল লতিফ বিন আবদুল্লাহ আববাসি। মুখবন্ধে এ রচনা কর্মটির শিরোনাম বলা হয়েছে *نسخة ناسخه مثنويات سقيمه*. মুখবন্ধে মাওলানা রুমীর কিছু মহানুভবতার বিবরণ এবং সূফীকাব্যে তাঁর অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিলিপিকারীর Colophon-এ বর্ণিত হয়েছে যে, আহমেদাবাদে মুহাম্মদ মুমিন বিন মুহাম্মদ আমিন ১০৮৪ হিজরী মোতাবেক ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিলিপি করেছেন।

এটি প্রাচ্যের মসৃণ কাগজে লেখা হয়েছে। দীর্ঘ সময়ের কারণে বিবর্ণ ও সেঁতসেঁতে হয়ে গেছে। পোকাদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। স্পষ্ট নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। ব্যাপক পাদটীকা রয়েছে এতে। সম্ভবত ১৭ শতকের পাণ্ডুলিপি এটি।

৭৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১১৫

শিরোনাম: *শারহে মাসনাবীয়ে রুমী (شرح مثنوی رومی)*, লেখকের নাম: সৈয়দ সুকরুল্লাহ খান খাফী। পরিমাপ : $৮\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি রুমীর মাসনাবীর চতুর্থ দফতরের একটি বর্ণনা। লিখেছেন সুকরুল্লাহ খান। তাঁর পুরো নাম ছিল সৈয়দ সুকরুল্লাহ খান খাফী। *মিরাতুল খেয়ালের* (রচনা:১১০২ হিজরী মোতাবেক ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দ) লেখক শের খান লোদীর মতে সুকরুল্লাহ খান 'খাকসার' ছদ্মনামে এটি রচনা করেন এবং মাসনাবীর একটি বিবরণ লিখেন।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে শুধুমাত্র ৪র্থ দফতর এবং কঠিন শব্দসমূহের পাদটীকা রয়েছে। শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের সমকালীন মুল্লা মুহাম্মদ সা'দ (আজিমাবাদী) এটি লিখেছেন।

দুই জন ভিন্ন ভিন্ন লেখকের দু'টি রচনা বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে একত্রে উপস্থাপন করেছেন শাহজাহানাবাদের মুহাম্মদ জান খান তাহমাস বেগ খান রুমী। ভুলভাবে বাঁধাই হয়েছে এটি। শুরু হয়েছে নিম্নের শ্লোক দ্বারা :

در لب و کفش خدا شکر تودید - فضل کردو لطف فرمود ومزید-

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা যা পোকা দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। আহমদ ইয়ার কর্তৃক ১২২৭ হিজরী মোতাবেক ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে এটি কপি করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৮০

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/১০

রুমীর মাসনাবীর আরেকটি বিবরণ যার লেখকের নাম নিরূপণ করা যায়নি। এটি সম্ভবত মুহাম্মদ রেজার সাহিত্যকর্ম। যিনি *مكاشفات رضوى* শিরোনামে রুমীর মাসনাবীর বিবরণ লিখেছেন। বিবরণীতে তিনি মাঝেমধ্যে আব্দুল লতিফের নিবেদিত ব্যাখ্যাসমূহ উল্লেখ করেছেন।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি চারটি ভাগে বিভক্ত। এটি এলোমেলো ভাবে বাঁধাই করা হয়েছে।

ভারতীয় খারাপ কাগজে লেখা যা পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে এটি। কপিকারীর নাম ও তারিখ নেই এতে। সম্ভবত ১৮ শতকের পাণ্ডুলিপি এটি।

৮১

ক্রমিক সংখ্যা : এ কে/৫

শিরোনাম: *বুস্তান (بوستان)*, লেখকের নাম: শেখ মোশাররফ উদ্দীন মোসলেহ বিন আব্দুল্লাহ।

পরিমাপ: $১১\frac{১}{২} \times ৭\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি শীরাজের বিখ্যাত ফারসি কবি সা'দীর সুপরিচিত নীতিমূলক কবিতা সমগ্রের একটি আধুনিক পাণ্ডুলিপি। তাঁর পুরোনাম ছিল শেখ মোশাররফ উদ্দীন মোসলেহ বিন আব্দুল্লাহ। তিনি ৫৮০ হিজরী মোতাবেক ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে শীরাজে জন্মগ্রহণ করেন ও একশত বছরের বেশী বয়সে অতিবৃদ্ধ অবস্থায় ৬৯০ হিজরী মোতাবেক ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তাঁকে শীরাজে সমাহিত করা হয়েছে।

এটি শুরু হয়েছে : بنام جهاندار جان آفرين الخ - বক্তব্য দ্বারা।

হাতে প্রস্তুতকৃত খারাপ কাগজে লেখা হয়েছে। স্পষ্ট নাস্তালিক (nastaliq) লিপিতে লেখা হয়েছে। চট্টগ্রামের চাকলা ষোলশহরের দৌলতপুরের আব্দুল্লাহর পুত্র আব্দুর রশীদ ১৫ নভেম্বর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১লা অগ্রহায়ণ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে প্রতিলিপি করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৮২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১১৮

শিরোনাম: *বাগীস্তান (باغستان)*, লেখকের নাম: মুহাম্মদ সা'দ। পরিমাপ : $৯\frac{৩}{৪} \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

মুহাম্মদ সা'দ রচিত পূর্বের একটি পাণ্ডুলিপির বিবরণের অসম্পূর্ণ একটি কপি । এতে অন্যান্য আরো অনেক বিষয়ের বিবরণ দিয়েছেন তিনি। যেমন *শাকারিস্তান* শিরোনামে সাদীর গুলিস্তানের একটি বিবরণ। তিনি *কিতাবুল মাজাহিক*-এরও লেখক। এটি অসম্পূর্ণ এবং কোন Colophon নেই।

হাতে প্রস্তুতকৃত খারাপ কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। শেকাস্তে পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম ও তারিখ নেই এতে।

৮৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৯৭

শিরোনাম: *শারহে বুস্তান (شرح بوستان)*, লেখকের নাম: আব্দুল ওয়াসি হানসাভী। পরিমাপ : ১০×৬ ইঞ্চি।

এটি আব্দুল ওয়াসি হানসাভী কর্তৃক লিখিত বুস্তানের একটি বিবরণ। তিনি *গারাইবুল লোগাত*-এরও লেখক। আব্দুল ওয়াসি হানসাভী জামীর *ইউসুফ জুলেখার* একটি বিবরণও লিখেছেন।

এটি রচনার তারিখ উল্লেখ নেই। বিবরণটি সঠিকভাবে শুরু হয়েছে: **بنام جهاندارجان افرين**

হাতে প্রস্তুতকৃত খারাপ কাগজেলেখা যা ভীষণভাবে পোকায় খাওয়া। এলোমেলোভাবে বাঁধাই করা হয়েছে। কপি করার কোন তারিখ বর্ণিত নেই। নিজামুদ্দীন শাহপুরিয়ান তারপুত্র আজিজুদ্দীন ও শাহাবুদ্দীনের ব্যবহারের জন্য প্রতিলিপি করেছিলেন **বলে** উল্লেখ পাওয়া যায়।

৮৪

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৭৬

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *গুলিস্তান (گلستان)*, লেখকের নাম: শেখ মসলেহ উদ্দীন শিরাজী (সা'দী) । পরিমাপ : ৮ $\frac{১}{২}$ × ৫ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি সা'দীর সুপরিচিত গদ্যগ্রন্থের একটি আধুনিক কিন্তু অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। ৬৫৬ হিজরী মোতাবেক ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত এবং শীরাজের আতাবেকের শাসনের সময় আবু বকর বিন সা'দ বিন জঙ্গী'র (১২২৬-১২৫৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে।

সা'দীর সাহিত্যকর্মসমূহ ইউরোপ ও এশিয়াতে বারবার ছাপা ও অনুদিত হয় এবং *গুলিস্তান* ও *বুস্তান* ফারসি ছাত্রদের জন্য পাঠ্যবই হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ভারত ও পাকিস্তানেও অসংখ্যবার এটি ছাপা হয়।

হাতে প্রস্তুতকৃত খারাপ কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া এবং আদ্রতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এটি। বিভিন্ন হাতে নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম ও তারিখ নেই।

৮৫

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৬৩

শিরোনাম: *শেকারিস্তান (شکرستان)*, লেখকের নাম: মুহাম্মদ সা'দ আজিমাবাদী। পরিমাপ : ৮ $\frac{১}{২}$ × ৬ $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি মুহাম্মদ সা'দ আজিমাবাদী কর্তৃক গুলিস্তানের একটি বিবরণ। মুখবন্ধের একটি কবিতায় ১০৯৫ হিজরী মোতাবেক ১৬৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন :

(در سال هزار و نود و پنج زهجرت - من طرح چنین نامه فرخنده نمودم)

হাতে প্রস্তুতকৃত পাতলা কাগজে লেখা হয়েছে। পোকাদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম বা তারিখ নেই। চট্টগ্রামের তমিজুদ্দিন কর্তৃক ১২১৬ হিজরী মোতাবেক ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে মীর্জা হায়াত বেগের বাড়ীতে কপি করা হয়েছিল।

৮৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১২০

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বের বিবরণের আরেকটি কপি। (ভুলবশতঃ ললাটে শীরাজুদ্দীন আলী রচয়িতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে)। প্রতিলিপিকারী অসাবধানতা বশত লেখকের নাম হতে **سعد** শব্দটি বাদ দিয়েছেন।

اما بعد فقیر کسیر محمد بر دیباچه بیان :- سعد

মুখবন্ধে এর শিরোনাম *شکرستان* উল্লেখ করা হয়েছে।

পাতলা হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। এটি পোকায় খাওয়া তবে সংস্কার করা হয়েছে। স্পষ্ট নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম ও তারিখ নেই। Colophon-এ শেখ ইয়ার মুহাম্মদ পাঞ্জাবীর পৌত্র ও শেখ আবু মুহাম্মদের পুত্র মোহাম্মদ আহসান কপিটির মালিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩০৫

শিরোনাম: *খামসেয়ে আমীর খসরু (خمسه امیر خسرو)*, লেখকের নাম: আমীর খসরু। পরিমাপ : $৮\frac{১}{২} \times ৪\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি বিখ্যাত ফারসি কবি আমীর খসরুর খামসা হতে নির্বাচিত কবিতাসমূহের একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। তাঁর পুরোনাম ছিল ইয়ামিনুদ্দীন আব্দুল হাসান আমীর খসরু বিন আমীর সাইফুদ্দীন মাহমুদ শামসী লাচিন (Lachin) দেহলভী (১২৫৩-১৩২৪ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি দিল্লীর সাধক শেখ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার অনুসারী ছিলেন। তাঁর পাঁচটি মাসনাবী আঙ্গিকের কাব্যসমগ্র *খামসা* নিজামীর *খামসার* অনুকরণে লেখা। খামসাগুলো হলো: ১. *মাতালাউল আনওয়ার*, ২. *শিরীন খসরু*, ৩. *লাইলী মজনু*, ৪. *আয়নেয়ে সিকান্দারী*, এবং ৫. *হাশ্‌ত বেহেশত*।

বর্তমান পাণ্ডুলিপির শুরুর দিকে অসম্পূর্ণ এবং এর কোন শিরোনাম নেই। এতে মাসনাবী যা পদ্য এবং গদ্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে কোন Colophon নেই। উপরের শিরোনামটি অনুমান ভিত্তিক দেয়া হয়েছে।

এ পাণ্ডুলিপির শুরুর শ্লোক :

Dhaka University Institutional Repository

خوش خیالان نیاز مندانند – تاز دارم بخوش ادانیها

শেষ শ্লোক :

از آنینه شد این اشکال الوان – طویل و ناطق و خضر او حمرا

হাতে প্রস্তুতকৃত পাতলা কাগজে ও নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। তবে এর কিছু অংশ শেকাস্তে পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। এটি মারাত্মকভাবে পোকায় খাওয়া। কপিকারীর নাম ও তারিখ এতে উল্লেখ নেই।

৮৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২২৬

শিরোনাম: *হাশত বেহেশত (هشت بهشت)*, লেখকের নাম: আমীর খসরু। পরিমাপ : ৯×৫$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি আমীর খসরুর খামসা কাব্য গ্রন্থের ৫ম মাসনাবীর একটি সম্পূর্ণ কপি। রাজা বাহরাম গুরের রোমাঞ্চকর অভিযান বর্ণিত হয়েছে এতে। নিজামীর *হাফত পায়কার*-এর অনুকরণে লেখা হয়েছে।

শুরু শ্লোক :

ای کشانیده خزانه جود – نقش پیوند کارگاه وجود -

শাহ আলম বাদশাহর শাসনামলে (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ) ১২০২ হিজরী মোতাবেক ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে এটি কপি করা হয়েছে।

এটি হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা। গ্রন্থকীটের কারণে এটি বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিষ্কার নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। Colophon-এ কপিকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

৮৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৫১

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *কেরানুস সা'দাইন (قران السعدين)*, লেখকের নাম: আমীর খসরু। পরিমাপ : ৮ $\frac{৩}{৪}$ ×৬ ইঞ্চি।

এটি আমীর খসরুর প্রসিদ্ধ সাহিত্যকর্মের একটি মূল ও সম্পূর্ণ কপি। দিল্লীর সুলতান মুইজুদ্দীন কায়কোবাদ (১২৮৭-১২৯০ হিজরী) তার বাবা বাংলার গভর্নর নাসিরুদ্দীন বুঘরা খানের সাথে সাক্ষাতের বিবরণ মাসনাবী আঙ্গিকের কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। এই সাক্ষাত ১২৮৯ হিজরীতে ঔধ-এ (Awadh) সারাজু (Saraju) নদীর তীরে ঘটেছিল।

শুরুর শ্লোক হলো :

شکر گویم که بتوفیق خداوند جهان - برسر نامه ز توحید نبشتم عنوان

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক (nastaliq) লিপিতে লেখা হয়েছে। জনৈক সৈয়দ মোহাম্মদ বাসালাত কর্তৃক কপি করা হয়েছে। কোন তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। সম্ভবত এটি ১৮ শতকের পরের পাণ্ডুলিপি।

৯০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৬৪

শিরোনাম: *শারহে কেরানুস সা'দাইন (شرح قران السعدين)*, লেখকের নাম: নুর মোহাম্মদ। পরিমাপ: ৮ $\frac{১}{২}$ ×৬ ইঞ্চি।

এটি পূর্ববর্তী *কেরানুস সা'দাইন* কাব্য গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যা মূলক পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন নুর মোহাম্মদ। তিনি নুরুল হক নামে পরিচিত। নূরুল হক একজন ধর্মীয় শিক্ষক হিসাবে তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং আগ্রার কাজী হয়েছিলেন। তিনি ১১৬২ হিজরীতে দিল্লীতে মারা যান। তিনি সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমের ফারসি বিবরণী লিখেছিলেন। *জুবদাতুত তাওয়ারীখ* শিরোনামে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহনের সময় পর্যন্ত ভারতের এ ইতিহাস গ্রন্থের লেখকও তিনি।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি তাঁর পিতা আব্দুল হকের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও এটির শিরোনাম *نور العين شرح قران السعدين* বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা এটি যা মারাত্মকভাবে পোকায় খেয়েছে। এটি শেকাস্তে আমীয় নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এটি ১০৯৭ হিজরী মোতাবেক ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে কসবা হিন্দাউনের অধিবাসী চোহারমল কায়েথ মাথুরের (Chuharmal Kayeth Mathur) পুত্র হিরদায়রাম কপি করেছেন।

৯১

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৭

শিরোনাম: *কাসায়েদে খসরু (قصايد خسرو)*, লেখকের নাম: আমীর খসরু। পরিমাপ : $৭\frac{৩}{৪} \times ৪\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি আমীর খসরুর দিওয়ান হতে নির্বাচিত কাসিদা, তারজিবান্দ ও কিত্‌আসমূহ থেকে সংগৃহীত একটি পাণ্ডুলিপি। নামকরণ করা হয়েছে *তুহফাতুস সিগার ওয়া ওয়াসতুল হায়াত* (*Tuhfatus Sighar and Wastul Hayat*)। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

হঠাৎ করেই খাপছাড়াভাবে শুরু হয়েছে ঃ

.... باغ سحر زباد بميرد ....

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে ও নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কোন Colophon ও কপিকারীর নাম নেই।

৯২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৭

শিরোনাম: *দিওয়ানে হাফেজ (ديوان حافظ)*, লেখকের নাম: হাফেজ শীরাজি। পরিমাপ : $৬\frac{১}{৪} \times ৩\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফেজের কাব্য সমগ্রের একটি পাণ্ডুলিপি। তাঁর পুরো নাম ছিল খাজা শামসুদ্দিন। শীরাজের অধিবাসি ছিলেন তিনি। তিনি ৭৯১ হিজরী মোতাবেক ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দে মারা

Dhaka University Institutional Repository

যান। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে মুহাম্মদ গোল নেদামের একটি মুখবন্ধ রয়েছে। যিনি কবির একজন বন্ধু এবং কবিতাগুলো সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। কাসিদার মাধ্যমে হাফেজের কবিতা শুরু হয়েছে। গজল বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে সাজানো হয়েছে। যে গজল দ্বারা শুরু হয়েছে তার প্রথম শ্লোক হল :

ای فروع ماه حسن از روی درخشان شما - ابروی جوبی از چاه زنخدان شما -

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি শুরু হয়েছে :

تاثیر سحاب کرمت در دل آذر - سازد صرف حامل گوهر سرطانرا-

শেষ শ্লোক :

عندلیت خفت .....و فغانی بدعا - تامبا درسر و گل و نسر نست -

পাণ্ডুলিপির মধ্যবর্তী লেখা শুরু হয়েছে :

..... و ایتهال در روی قیل و قال کشیدند لا یاتون بمثله و لوکان بعضهم الخ -

অত্যন্ত ভালো ও মসৃণ কাগজে লেখা হয়েছে এটি। গ্রন্থকীটের কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এটি। অদক্ষতার সাথে এটি সংস্কার করা হয়েছে। পারস্যের নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এটি ১৬ শতাব্দীর শেষের বা ১৭ শতাব্দীর প্রথম দিকের একটি পাণ্ডুলিপি । প্রতিলিপির কোন Colophon বা তারিখ নেই।

৯৩

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪৩৫

কবি হাফেজের দিওয়ানের আরেকটি আধুনিক কপি। গজলসমূহ বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। শুরু হয়েছে :

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و نا ولها

মাসনাবী :

الا ای آهوی و حشی کجانی الخ

সাকী নামা :

بیا ساقی از من برو پیش شاه - بگو این سخن که ای شه جم پناه -

Dhaka University Institutional Repository

মুখাম্মাস :

از عشق تو ای صنم خیانم
کز هستی خویش صنم کمانم
هر چند که زار و نتوانم
کز هستی خویش صنم کمانم
در پای مبارکت فشانم -

রুবাঈ :

آن ترك پری چهره که قصد جان داشت - ما نند پری چهره رخ پنهان داشت -

হাতে প্রস্তুতকৃত খারাপ কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত। কপিকারীর নাম এতে উল্লেখ নেই। Colophon-এ শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিলিপিটি বৃহস্পতিবার সকালে সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, এটি ১৯ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি।

৯৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৪৬

শিরোনাম: *মুনতাখাবাতে কুল্লিয়াতে হাফেজ* (*منتخبات کلیات حافظ*), লেখকের নাম: হাফেজ শীরাজি। পরিমাপ : ১১×৬ ইঞ্চি।

এটি হাফেজের গজল হতে নির্বাচিত একটি কাব্য সমগ্র। প্রতিটি অংশ রুবাঈর আদলে দু'টি শ্লোকদ্বারা পৃথকভাবে ভাগকরা হয়েছে। কোন ক্রমবিন্যাস অনুসরণ করা হয়নি। পাণ্ডুলিপিটির শেষের দিকের অংশ নেই।

بسم الله -এর পর শুরু হয়েছে :

تا دور فلك كاسه دردی بر سرم ريخت - صد قطره خون جگر از چشم ترم ريخت -

বিচ্ছিন্নভাবে শেষ শ্লোকটি এভাবে দেয়া হয়েছে :

در چمن هر نرگس ساغر بکف استاده است
کسی نمی آید به گلشن میکشان راچه شد -

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচ্যের পাতলা কাগজে লেখা হয়েছে। গ্রন্থকীটের কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিষ্কার ভারতীয় নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কোন Colophon নেই। স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, এটি ১৮ শতকের পরের পাণ্ডুলিপি নয় ।

৯৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৮২

শিরোনাম: *শারহে দিওয়ানে হাফেজ (شرح ديوان حافظ)*, লেখকের নাম: সাইফুদ্দীন আবুল হাসান আব্দুর রহমান। পরিমাপ : ১০×৬ ইঞ্চি।

এটি হাফেজের আধ্যাত্মিক কবিতাসমূহের ব্যাখ্যার একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন সাইফুদ্দীন আবুল হাসান আব্দুর রহমান। তিনি 'খাতমি' ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন যা বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে প্রতিলিপিকারী ভুলবশত জামী (جامی) লিখেছেন। বর্তমান পাণ্ডুলিপির কিছুঅংশ পাওয়া যায়নি বা পূর্ব থেকেই ছিলনা। এতে কোন মুখবন্ধ নেই।

১৮ শতকের শেষের দিকের পাণ্ডুলিপি এটি। بسم الله -এর পরপরই বর্ণনা শুরু হয়েছে। প্রথম কবিতা :

الا یا ایها الساقی الخ - دانا و آگاه باش ای رعناکه

الا حرف تنبیه است و یا حرف ندا الخ -

পাণ্ডুলিপিটি একটি **قطعه** এর মাধ্যমে শেষ হয়েছে :

نام بت من که مه ز رویش خجل است

دو حرف ز نظم حافظ مر تحل است -

ভারতীয় হাতে প্রস্তুতকৃত মজবুত কাগজে লেখা হয়েছে। সময়ের বিবর্তনে পাণ্ডুলিপিটি বিবর্ণ হয়েগেছে। এর অনেকাংশই পোকায় খাওয়া। nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কোন Colophon নেই।

৯৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৩

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *শারহে তুরে মা'আনী (شرح طور معانی)*, লেখকের নাম: জয়নুল আবেদীন। পরিমাপ : ১০×৬$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

হাফেজের কবিতায় সূফীতত্ত্বের (Sufism) যে বিবরণ রয়েছে সে সম্পর্কিত একটি সম্পূর্ন পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন ইব্রাহীমাবাদের জয়নুল আবেদীন। তিনি Colophon-এর মধ্যে কাজটি সংকলনের তারিখ ১ শাওয়াল এবং মুয়াজ্জাম শাহ বাহাদুরের সময়ে রচিত বলে উল্লেখ করেছেন (শাহ বাহাদুর ১৭০৭-১৭১২ খ্রিস্টাব্দ)। বর্তমান পাণ্ডুলিপির লেখকের মুখবন্ধে উপরের শিরোনামটি উদ্ধৃত হয়েছে নিম্নোক্তভাবে :

خلاصه آنکه این اسرار ترجمان دیوان

غیب اللسان که مسمی بشرح طور معا نیست -

এটি হাতে প্রস্তুতকৃত মোটা কাগজে লেখা। পোকায় খাওয়া তবে সংস্কার করা হয়েছে। পরিষ্কার নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। প্রতিলিপিকারীর নাম ও প্রতিলিপি করার কোন তারিখ এতে উল্লেখ নেই। সম্ভবত ১৮ শতকের পাণ্ডুলিপি এটি।

৯৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৭৪

শিরোনাম: *দিওয়ানে কামাল (دیوان کمال)*, লেখকের নাম: শেখ কামাল উদ্দীন মা'সুদ। পরিমাপ : ৮$\frac{১}{৪}$×৪$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

কামাল খুজান্দি (Khojandi) নামে পরিচিত শেখ কামাল উদ্দীন মা'সুদ রচিত গজলের একটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি। তিনি জালাইরি (Jalairi) রাজবংশের হুসাইন বিন উয়াইসের (১৩৭৪-১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দ) শাসনামলে তাবরীজে জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটান এবং তৈমুরের পুত্র মীরান শাহের (মৃত্যু ১৪০৮ খ্রিস্টাব্দ) শামনামলে ৮০৩ হিজরী মোতাবেক ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে সেখানে মারা যান।

Dhaka University Institutional Repository

কামালের *দিওয়ান* ছাপা হয়নি এবং তাঁর পাণ্ডুলিপির কপিটি খুববেশি পরিচিত নয়। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে শুধুমাত্র তাঁর গজলসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। তাঁর *দিওয়ানে* কাসিদা, রুবাঈ, কিতআ ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

নিম্নের গজলটি বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে :

ای ز غمت دل بحیا مبتلا - بی تو بصد گونه مبتلا -

সম্ভবত প্রতিলিপিকারীর একটি কবিতা দ্বারা এটি সমাপ্ত হয়েছে।

هرکه کر داست این کتابت را - یابد از مصطفی شفاعت را

هرکه خواند دعا طمع دارم - زانکه من بنده گنهگارم

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা এবং কিছুটা পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত। ভাল nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি এতে। Colophon-এ পাণ্ডুলিপিটি সম্পন্ন করার তারিখ ৩রা রজব ১২৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৯৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৪৫

শিরোনাম: *ইউসুফ জুলায়খা (یوسف زلیخا)*, লেখকের নাম: নুরুদ্দীন আব্দুর রহমান জামী বিন নিজামুদ্দীন আহমাদ বিন শামসুদ্দীন মাহমুদ আলী দাশতি আল ইস্ফাহানী। পরিমাপ : ৯×৬$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি ইউসুফ ও জুলায়খার জনপ্রিয় ভালবাসার কাহিনী সম্বলিত একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। মাসনাবী আঙ্গিকের কবিতায় লেখা। লিখেছেন বিখ্যাত ফারসি কবি নুরুদ্দীন আব্দুর রহমান জামী বিন নিজামুদ্দীন আহমাদ বিন শামসুদ্দীন মাহমুদ আলী দাশতি আল ইস্ফাহানী। জামী পূর্ব হেরাতের জাম শহরের নিকটবর্তী একটি গ্রামে ৮১৭ হিজরী মোতাবেক ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৯৮ হিজরী মোতাবেক ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

জামীর অসংখ্য গদ্য ও কাব্য কর্মের মধ্যে অত্যন্ত সুপরিচিত হলো *ইউসুফ জুলায়খা* এবং ৮৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে এর রচনা সমাপ্ত হয়। এটি ভারতে বারবার ছাপা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

(যেমন কলিকাতা ১৮০৯, বোম্বে ১৮২৯ ও লক্ষ্ণৌতে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে) এবং একের অধিক ইংরেজী অনুবাদও করা রয়েছে।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

শুরুর পঙ্‌ক্তি :

الهی غنچهٔ امید بکشای – گل از روضهٔ جاوید بنمای

শেষের পঙ্‌ক্তি :

که آمد عقل و دانش سوی من باز – روان شد آب رفته جوئی من باز

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা। পোকায় খাওয়ার ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কোন Colophon বা তারিখ নেই। সম্ভবত এটি ১৯ শতকের পাণ্ডুলিপি।

৯৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৮৫

শিরোনাম: *সি দার সি (سی در سی)*, লেখকের নাম: আব্দুল ওয়াসি হানসাভী। পরিমাপ : ৯×৬ ইঞ্চি।

এটি কবি জামীর *ইউসুফ জুলায়খার* একটি বিবরণ। এর লেখক হলেন আব্দুল ওয়াসি হানসাভী। তিনি সা'দীর *বুস্তানের*ও একটি বিবরণ লিখেছেন। এতে লেখক তাঁর নিজের বিস্তারিত তথ্য বা লেখার তারিখ দেননি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এটি ১৫ রজব লেখা শুরু করেছিলেন ও শবে বরাতের রাতে তা সমাপ্ত করেন। তিনি এর নামকরণ করেন *سی در سی*. এই শিরোনামটি Colophon-এর মধ্যেও উল্লেখ করা হয়েছে।

শুরু :

محبوب ترین مقالات شرح قصه ستایش جمال یوسوف است که خاتون حجله نشین ...

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় খারাপ কাগজে লেখা। ব্যাপকভাবে পোকায় খাওয়া। nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে এটি। জালান্ধার অধিবাসী পীরবক্সের পুত্র মোহাম্মদ আলী ৯ রবিউল আউয়াল শুক্রবার (সাল উল্লেখ নেই) এটি কপি করেছেন। এটি ১৮ শতকের পাণ্ডুলিপি বলে অনুমান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১০০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৯১

শিরোনাম: *শারহে ইউসুফ জুলায়খা (شرح يوسف زليخا)*, লেখকের নাম: মুহাম্মদ বিন গোলাম মুহাম্মদ। পরিমাপ : ১০$\frac{১}{৪}$ × ৬$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

জামীর *ইউসুফ জুলায়খা*-এর ব্যাখ্যার আরেকটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন মুহাম্মদ বিন গোলাম মুহাম্মদ। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এটি লিখতে তিনি পূর্বে উল্লেখখিত পাণ্ডুলিপি দু'টি এবং মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম মুলতানির লেখা হতে সাহায্য নিয়েছিলেন। বর্তমান বিবরণটি দুর্লভ। এতে রচনার তারিখ উল্লেখ নেই তবে লেখক ১৮ শতকের বলে প্রতীয়মান হয়।

শারহে মুহাম্মদ বাকী হতে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি রয়েছে এতে। কবিতাটির আসল অর্থ হল :

یکی دان و یکی بین یکی گویی - یکی خوان و یکی جوئی -

কারখানায় প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে এটি। এর অনেকটাই পোকায় খাওয়া। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। মৌলভী আব্দুর রহমানের নির্দেশে ১২৭৫ হিজরীতে (১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ) কপি করা হয়েছিল। কপিকারীর নাম এতে উল্লেখ নেই।

১০১

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৫

শিরোনাম: *তুহফাতুল আহরার (تحفة الاحرار)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : ৮$\frac{৩}{৪}$ × ৫$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

জামীর সাতটি মাসনাবীয়া কবিতার তৃতীয়টির একটি আধুনিক পাণ্ডুলিপি। যৌথভাবে এর নাম **هفت اورنگ** . এই মাসনাবীতে নৈতিক, ও চারিত্রিক ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আল্লাহ ও নবী (সাঃ)-এর উচ্চপ্রশংসা করা হয়েছে। প্রার্থনা ও ধর্মোপদেশও রয়েছে এতে। নিজামীর *মাখজানুল আসরার* এবং আমীর খসরুর *মাতলাউল আনোয়ার* গ্রন্থের দ্বারা

Dhaka University Institutional Repository

অনুপ্রাণিত হয়ে এ পাণ্ডুলিপিটি ৮৮৬ হিজরী মোতাবেক ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়েছিল । এতে নিজামীর ছন্দরীতির অনুসরণ করা হয়েছে।

মাসনাবী শুরু হয়েছে :

بسم الله الرحمن الرحيم - هست صلای سرخوان کريم -

হাতে প্রস্তুতকৃত খারাপ কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত। এটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। ১২১৪ হিজরীতে (১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ) এটি কপি করা হয়েছে। কপিকারীর নাম এতে উল্লেখ নেই।

১০২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৬৯

শিরোনাম: *দিওয়ানে আসেফী (ديوان آصفی)*, লেখকের নাম: খাজা আসেফী। পরিমাপ : ১০×৫$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি কুহিস্তানের বাসিন্দা ও জামীর ছাত্র মুকিমুদ্দীন নিয়ামতুল্লাহর পুত্র খাজা আসেফীর গজলের একটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। তাঁর পুরো নাম কোথাও উল্লেখ নেই। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে তাঁর গজলসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের মধ্যে লিখিত মন্তব্য ও ব্যাখ্যামূলক টীকাসহ এটিকে বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

শেষ চরণটি হলো :

ز کنج نرود آصفی سوی گلشن - چو بلبلی که بود خو گرفته در قفسی

হাতে প্রস্তুতকৃত খারাপ কাগজে লেখা হয়েছে। পোকা দ্বারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কোন Colophon বা তারিখ নেই। পাণ্ডুলিপিটি ১৮ শতাব্দীর শেষের দিকের বলে প্রতীয়মান হয়।

১০৩

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪২২

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপ সাহিত্য কর্মের আরেকটি আধুনিক কিন্তু অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। রাদীফ ' ها ' ও ' ی ' এরমধ্যে কিছু অংশ নেই। এতে কিছু অতিরিক্ত কবিতা সংযোজিত হয়েছে।

এটি হাতে প্রস্তুতকৃত মজবুত কাগজে লেখা হয়েছে যার অধিকাংশই পোকায় খাওয়া। nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। বাঁধাইয়ের সময়ে এলোমেলো হয়েগেছে এবং কিছু হারিয়েও গেছে। মোজাহেদপুরের অধিবাসী শেখ ফকিরুদ্দীন কর্তৃক Colophon লেখা। তিনি ১২৩৭ বঙ্গাব্দে এর প্রতিলিপি সমাপ্ত করেন।

১০৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১৩৪

শেষে কিছু কিত্আ ও রুবাঈ সহ অনুরূপ কর্মের আরেকটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি।

এর একটি কিত্আ হল :

آصفی صحبت، گرفته مدار

صحبت این روی بساط به است

রুবাঈর একটি সিরিজ রয়েছে। শুরু হয়েছে :

آصفی سر زنش خار کشد مرغ چمن

گر نشین همه در گوشه باغی گیرد

শেষ রুবাঈ শুরু হয়েছে :

در خانه دیده آمد از خانه تن – از خانه دید و هم بر ونش کردم

হাতে প্রস্তুতকৃত মজবুত কাগজে লেখা। পোকা ও আদ্রতার কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। বাঁধাইয়ে এলোমেলো হয়েগেছে। Colophon নেই। সম্ভবত এটি ১৭ শতকের পাণ্ডুলিপি।

১০৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১০৮

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপ সাহিত্যকর্মের আরেকটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। বর্ণানুক্রমিকভাবে গজলসমূহ বিন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু কবিতাগুলো পূর্বের কপির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কোন Colophon নেই। হাতে প্রস্তুতকৃত পাতলা কাগজে লেখা হয়েছে। অনেকটাই পোকায় খাওয়া। এটি শেকাস্তে আমীয ও নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

১০৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩১৬

শিরোনাম: *তৈমুর নামে (تیمور نامه)*, লেখকের নাম: মাওলানা আব্দুল্লাহ হাতেফী। পরিমাপ : $৮\frac{৩}{৪} \times ৬$ ইঞ্চি।

তৈমুরের বীরত্বের বিবরণ সম্বলিত মাসনাবী আঙ্গিকের কাব্যে লেখা সম্পূর্ণ আধুনিক পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন মাওলানা আব্দুল্লাহ হাতেফী। তিনি ৯২৭ হিজরী মোতাবেক ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। হাতেফী বিখ্যাত কবি নুরুদ্দীন আব্দুর রহমান জামীর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

শুরু :

بنام خدای فکر و خرد – نیارد که با کنه اوپی برد

শেষ :

الهی چو این نقش فرخ نهاد – بآخر رسید آخرش خیرباد

হাতে প্রস্তুতকৃত খারাপ কাগজে লেখা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি পোকায় খাওয়া। nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে।

১০৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৫৮

শিরোনাম: *লাইলী মাজনু হাতেফী (لیلی مجنون هاتفی)*, লেখকের নাম: মাওলানা আব্দুল্লাহ হাতেফী। পরিমাপ : $৮ \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

এটি হাতেফীর চারটি মাসনাবী কাব্যের প্রথমটির একটি সম্পূর্ণ কপি। এতে পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের মধ্যে মন্তব্য ও ব্যাখ্যামুলক টীকা সংযোজিত হয়েছে। এই কাজটি W.Jones ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় সম্পাদনা করেন এবং লক্ষ্ণৌ হতে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

পাণ্ডুলিপিটি পোকার দ্বারা অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাতে প্রস্তুতকৃত খারাপ কাগজে ও নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এটি শাহজাহানাবাদে কপি করা হয়েছে। শাহজাহানাবাদের অধিবাসী শেখ শরফুদ্দীনের পুত্র মুহাম্মদ আশরাফ এটি কপি করেছেন।

১০৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৭৯

শিরোনাম: *নাজ ওয়া নিয়াজ (ناز و نیاز)*, লেখকের নাম: সঠিক জানা যায়নি এবং পাণ্ডুলিপিতেও উল্লেখ নেই। পরিমাপ : ৮×৪$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি নাজ ও নিয়াজের ভালবাসার গল্পের একটি মাসনাবী কাব্যের পাণ্ডুলিপি। এটি একটি রূপক বর্ণনার কাব্য। লেখকের Colophon-এর বর্ণনানুযায়ী ৯৩০ হিজরী মোতাবেক ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে জনৈক উবাইদুল্লাহ খানের অনুরোধে এটি রাচত হয়েছিল। তবে রচনার মধ্যে লেখকের নাম বর্ণিত হয়নি।

নিম্নের লাইনটিতে রচনার তারিখ উল্লেখ রয়েছে :

بود از سال رفته نهصد و سی – که زدم این رقم ز بو الهز سی

হাতে প্রস্তুতকৃত মজবুত কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত। nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে. Colophon-এ তারিখ ১২১৭ হিজরী (১৮০২ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ করা হয়েছে। কপিকারীর নাম এতে উল্লেখ নেই।

১০৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৮১

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *সিফাতুল আশেকীন (صفات العاشقين)*, লেখকের নাম: বদরুদ্দীন হিলালি আসতারাবাদী। পরিমাপ : ৮×৪$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

সাধকের বৈশিষ্ট্য ও নৈতিকতা সম্বন্ধীয় মাসনাবী ধাঁচের কবিতার একটি আধুনিক পাণ্ডুলিপি। এর রচয়িতা হলেন হিলালী। তাঁর পুরো নাম হলো বদরুদ্দীন হিলালি আসতারাবাদী। তিনি সুলতান হুসাইন মীর্জা বাইকারার (১৪৬৯-১৫০৬ খ্রিস্টাব্দ) অধীনে হেরাতে বাস করতেন। শীয়া মতবাদ গ্রহণ করার মিথ্যা অভিযোগে উজবেক শাসক আব্দুল্লাহ খান উজবেকের নির্দেশে বলপূর্বক হিলালিকে ৯৩৬ হিজরী মোতাবেক ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে হত্যা করা হয়।

এর শুরুর পঙক্তি হলো :

خداوندا دری از غیب بکشای – جمال شاهد لاریب بنمائی

এটি কারখানায় প্রস্তুতকৃত আধুনিক কাগজে লেখা। আদ্রতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিষ্কার নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। Colophon-এর মধ্যে কপিকারীর নাম বা প্রতিলিপি করার তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ১৯ শতকের শেষ ও ২০ শতকের প্রথম দিকের পাণ্ডুলিপি এটি।

১১০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৮০

শিরোনাম: *মাসনাবীয়ে ওয়াসলাত নামে (مثنوی وصلت نامه)*, লেখকের নাম: শাইখুস শায়েখ শাইখ বাহলুল। পরিমাপ : ৮×৪$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

আধ্যাত্মিক ভালবাসা ও পরমাত্মার সাথে মিলন সম্বন্ধীয় মাসনাবী কবিতার একটি আধুনিক পাণ্ডুলিপি। এটি আত্তারের মাসনাবীর অনুকরণে লেখা হয়েছে। Colophon-এ লেখকের নাম শাইখুস শায়েখ শাইখ বাহলুল বলে দৃষ্টিগোচরীভূত হয়। এই বাহলুল নামটি বেশকিছু কবিতায় ছদ্মনাম হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত প্রারম্ভিকা কবিতার শেষে বর্ণিত হয়েছে :

نام این کردم بوصلت نامه من – زانکه وصلت دیده ام از خویشتن

هر که میخواهد که او واصل شود – درد بهلولش مگر حاصل شود

Dhaka University Institutional Repository

এই বাহলুল সম্পর্কে বিশেষ আরকিছু জানা যায়নি।

কারখানায় প্রস্তুতকৃত কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আদ্রতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে এটি। সফর ১২১৭ হিজরী মোতাবেক ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে কপি করা হয়েছে তবে প্রতিলিপিকারীর নাম এতে উল্লেখ নেই ।

১১১

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪৩৬

শিরোনাম: *কাসায়েদে উর্ফী (قصايد عرفى)*, লেখকের নাম: মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ বিন খাজা জাইনুদ্দীন আলী , পরিমাপ : $৯\frac{১}{৪} \times ৫\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ বিন খাজা জাইনুদ্দীন আলীর কাব্যিক প্রশস্তিগাথার একটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। Colophon-এ একে *দিওয়ানে উর্ফী* বলা হয়েছে। *উর্ফী* ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন এবং ১৫৯১ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে মৃত্যু বরণ করেন।

উল্লিখিত *দিওয়ান* ছাড়াও তিনি কাসিদা, গজল, কিত্আ, রুবাঈ, বান্দ ও একটি সাকি নামা লিখেছেন। উর্ফী নিজামীর খামসার ক্রম অনুযায়ী দু'টি মাসনাবীও লিখেছেন। মাসনাবী দু'টির শিরোনাম হলো *মাজমাউল আফকার* ও *ফরহাদ ওয়া শিরীন* (কখনো কখনো *খসরু ওয়া শিরীনও* বলাহয়েছে)।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে শুধু তার কাসিদাসমূহ রয়েছে। এগুলো কলিকাতা (১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে) এবং লক্ষ্ণৌ হতে ছাপা হয়েছিল। কিছু কাসিদার একটি ইংরেজী সংস্করণের অনুবাদ ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় ছাপা হয়েছে বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। ফারসি এবং তুর্কী ভাষায় উরফীর কাসিদার অসংখ্য বিবরণ রয়েছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। ১৭ শতকে মুর্শিদাবাদে মুহাম্মদ কাশিমের পুত্র মুহাম্মদ নাঈম এটি কপি করেছিলেন ।

Dhaka University Institutional Repository

১১২

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪১৭

অনুরূপ কাজের আরেকটি পাণ্ডুলিপি। এটি একটি অসম্পূর্ণ সাহিত্য বিষয়ক পাণ্ডুলিপি। হাতে প্রস্তুতকৃত পাতলা খারাপ কাগজে লেখা। পোকায় খাওয়া অবস্থায় পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত আছে। এটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে । Colophon-নেই। এটি ১৯ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি বলে প্রতীয়মান হয়।

১১৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪৩৬

শিরোনাম: *মাগাজিউন নবী (مغازی النبی)*, লেখকের নাম: মাওলানা শেখ ইয়াকুব সারফী।

পরিমাপ : ৬$\frac{৩}{৪}$ × ৩$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি নবী (সাঃ)-এর জীবনের ওপর কাব্যিক বিবরণের প্রথম অংশ। বিশেষভাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে নবী (সাঃ)-এর ধর্মযুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। লিখেছেন কাশ্মিরের শেখ হাসানের পুত্র মাওলানা শেখ ইয়াকুব সারফী। কাব্য নাম সারফী। তিনি ১০০৩ হিজরী মোতাবেক ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। আকবরের শাসনামলের ইতিহাস লেখক আব্দুল কাদির মালেক শাহ বাদাউনীর একজন নিকটতম বন্ধু ছিলেন তিনি। সারফী নিজামীর বিখ্যাত সাহিত্য কর্মের অনুকরণে মাসনাবী আদলে একটি খামসা লিখেছেন। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (ক) *مسلک الاخیار* (খ) *وامق وعذرا* (গ) *لیلی مجنون* (ঘ) নিজামীর ইস্কান্দর নামার নকল, (ঙ) *مقامات پیر* ।

বর্তমান পাণ্ডুলিপি শুরু হয়েছে :

خدایا خدائی مسلم تراست ـ خداوندی هر دو عالم تراست --

শেষ :

به یثرب بعذرآمد و ماند سر – بخاک قدم گاه خیر البشر -

Dhaka University Institutional Repository

এটি ৯৯৮ হিজরী মোতাবেক ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে সংকলন করা হয়েছে। হাতে প্রস্তুতকৃত ভাল কাগজে লেখা হয়েছে। অত্যাধিক ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় এটি সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

১১৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২১১

অনুরূপ পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় অংশ এটি। একই হাতে লেখা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি পূর্বের পাণ্ডুলিপির অনুসারে লেখা হয়েছে।

শুরু হয়েছে :

بدیدار شاه زمین و زمان ــ مشرف شده ست وبسی شادمان -

কাগজ পূর্ববর্তী পাণ্ডুলিপির অনুরূপ। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। ২৭শে জিলক্বদ ১২০০ হিজরীতে (১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দ) কপি করা হয়েছে। কপিকারীর নাম এতে উল্লেখ নেই।

১১৫

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪৩০

শিরোনাম: *নাল ওয়া দামান (نل و دمن)*, লেখকের নাম: শেখ আবুল ফাইজ। পরিমাপ : $৮\frac{১}{৪} \times ৪\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

সুপরিচিত *নাল ও দামাইয়ানতি* গল্পের একটি মাসনাবী আদলে রচিত পাণ্ডুলিপি যা *মহাভারতের* একটি অংশ থেকে গৃহীত। লিখেছেন শেখ আবুল ফাইজ। ফাইজি আকবরের শাসনামলের বিখ্যাত কবি এবং *আকবর নামা*-এর লেখক শেখ আবুল ফজলের বড় ভাই। ফাইজি ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে আগ্রায় মারা যান। শেখ ফাইজি বিপুল সংখ্যক গদ্য ও কাব্যের লেখক। এর মধ্যে কুরআনের দু'টি ব্যাখ্যামূলক বিবরণ এবং সংস্কৃত ভাষা হতে গল্প কাহিনী, পৌরাণিক কাহিনী ও গণিতশাস্ত্র বিষয়ের অনুবাদ করেছেন। এ ছাড়াও তাঁর গীতিকবিতার একটি ব্যাপক সংগ্রহ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান কাজটি ১০০৩ হিজরী মোতাবেক ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল। খামসা শিরোনামের অধীনে রচিত পাঁচটি মাসনাবী সিরিজের এটি হলো তৃতীয় । ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায়, ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে এবং ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে এর একটি অংশ লেইপজিগে (Leipzig) ছাপা হয়েছিল।

শেষ :

ای سوخته ضبط این نفس کن – بس کن ز حدیث عشق بس کن -

হাতে প্রস্তুতকৃত খারাপ কাগজে লেখা। মারাত্মকভাবে পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। মিঞা মরদন খানের সহযোগিতায় মুহাম্মদ হাশিম কাশ্মিরী ১০৪৮ হিজরীতে (১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রতিলিপি করেন।

১১৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩০৭

শিরোনাম: *মাসনাবীয়ে ফাইজি (مثنوی فیضی)*, লেখকের নাম: ফাইজি। পরিমাপ : ৮×৫$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি ফাইজির লেখা হিসাবে Colophon এ একটি ছোট মাসনাবীর নাম বর্ণিত হয়েছে। এতে কোন তারিখ বা সম্রাটের নাম ব্যতীত আহমেদাবাদে সংঘটিত মুহাম্মদ হুসাইনের বিরুদ্ধে সমরাভিযান সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় খারাপ কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। স্পষ্ট নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম নেই। এতে কপিকারীর Colophon-এ ২৪শে রবিউল আউয়াল ১২৪৮ হিজরীর (১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ) তারিখ দেওয়া আছে।

১১৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪০২

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *সুয ওয়া গুদায (سوز و گداز)*, লেখকের নাম: মুহাম্মদ রেজা নওই। পরিমাপ : $৯\frac{১}{৪} \times ৫\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি মুহাম্মদ রেজা নওইর (Nou'i) মাসনাবী কাব্যে লিখিত ভালবাসার গল্পের একটি সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি। তিনি আকবরের শাসনামলে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ) মাশহাদ হতে ভারতে এসেছিলেন। তিনি (Nou'i) ১০১৯হিজরী মোতাবেক ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের বুরহানপুরে মারা যান। নওই কাসিদা, গজল, রুবাঈ, মাসনাবী, একটি সাকী নামা এবং বিশেষ উপলক্ষ্যে লেখা কবিতাসমূহ ও তারজিবান্দ সহযোগে গঠিত একটি দিওয়ান রেখে গেছেন।

বর্তমান কাজটি তার মাসনাবীর একটি অংশবিশেষ। বিষয়বস্তু হলো এক হিন্দু রাজকুমারীর ভালবাসা ও শেষপর্যন্ত তাঁর স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চিতায় আত্মোৎসর্গের কাহিনী। যা আকবরের শাসনামলে সংগঠিত একটি সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছিল। এটি আকবরের পুত্র দানিয়েলের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছিল। এটি লক্ষ্ণৌতে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়েছিল।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

শুরু শ্লোক :

الهی خنده ام را نالکی ده – سر شکم را جگر پر کالکی ده -

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা। পোকায় খাওয়া অবস্থায় রয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। Colophon নেই। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে এটি ১৯ শতকের পাণ্ডুলিপি।

১১৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩১৫

শিরোনাম: *শারহে দিওয়ানে জহুরী (شرح دیوان ظهوری)*, লেখকের নাম: সৈয়দ রাফা'আত আলী। পরিমাপ : $১১ \times ৬\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি জহুরীর নির্বাচিত কবিতাসমূহের একটি ব্যাখ্যামূলক পাণ্ডুলিপি। সৈয়দ পীর আলী রসুলপুরির পুত্র সৈয়দ রাফা'আত আলী ১২৪১ হিজরী মোতাবেক ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে এটি লিখেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

জহুরীর পুরোনাম মাওলানা নুরুদ্দীন মুহাম্মদ। তিনি পারস্যের কোম হতে এসেছিলেন ও আহমদনগরে বসবাস করতেন এবং শেষ পর্যন্ত বিজাপুরে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। এখানেই তিনি ১০২৫ হিজরী মোতাবেক ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে ২য় ইব্রাহীম আদিল শাহের (১৫৮০-১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ) শাসনামলে মারা যান। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি জহুরীর দিওয়ানে অন্তর্ভুক্ত যা লক্ষ্ণৌতে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়েছিল। এটি গীতিকবিতার (গজল) একটি ব্যাখ্যা। বিবরণটি শুরু হয়েছে গজল দ্বারা :

آنکه خواهد داشت فردا رحمتش دیوان ما

گشت وصفش آفتاب مطلع دیوان ما

دیوان مصرعه اول معنی دارالحکم و باید دانست که .....

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে এটি। এর কোন Colophon নেই।

১১৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৮৩

শিরোনাম: *সিসি পানুন (سیسی پنون)*, লেখকের নাম: সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়নি। পরিমাপ : ৬×৪$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

সুপরিচিত সিন্ধি ভালবাসার গল্প *সিসি ওয়া পানুন*-এর একটি সংক্ষিপ্ত ও অলিপিবদ্ধ মাসনাবী ভার্সন। রচনার শেষাংশের বর্ণনানুযায়ী ১০৩৬ হিজরী মোতাবেক ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল।

(ز تاریخ ز کسی شانی شمارش – فزون بودند سی شش از هزارش -)

এর লেখার মধ্যে লেখকের নাম উল্লেখ নেই। এই গল্পের আরেকটি মাসনাবী ভাষ্য সৈয়দ আলী রচিত একটি গদ্য উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে লেখা ও তাঁর শিরোনাম *জিবা ওয়া নিগার*। ১০৫৩ হিজরী মোতাবেক ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ রিজায়ী রচনা করেছিলেন এটি। কিন্তু বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি রিজায়ীর ভাষ্যের ন্যায় নয়। প্রেমিক প্রেমিকার আসল নাম এখানে অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে।

শুরু :

Dhaka University Institutional Repository

سپس بی قیاس اول خدارا – که او پرداخته ارض و سمارا -

হাতে প্রস্তুতকৃত নিকৃষ্ট মানের কাগজে লেখা। পোকায় খেয়েছে এবং বিবর্ণ হয়েগেছে। দুই কলাম বিশিষ্ট নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে এটি। এতে কোন তারিখ নেই। সম্ভবত ১৯ শতকের প্রথম দিকের পাণ্ডুলিপি।

১২০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৮

শিরোনাম: কাসায়েদে মুহাম্মদ কুলী সালিম *(قصاید محمد قلی سلیم)*, লেখকের নাম: শাহ মুহাম্মদ কুলী সালিম। পরিমাপ : $৭\frac{৩}{৪} \times ৪\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি তেহরানের শাহ মুহাম্মদ কুলী সালিমের স্তুতি কবিতা সমগ্রের একটি পাণ্ডুলিপি। তিনি শাহজাহানের শাসনামলে ভারতে এসেছিলেন। সালিম সেখানে ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে শুধু তাঁর কাসিদা রয়েছে। সম্ভবত শাহ আব্বাস, ইসলাম খান এবং ইমামদের প্রশংসা করা হয়েছে এতে।

শুরু হয়েছে :

اگر برم بسوئی چشم اشکبار انگشت

چون ماه نو شود الوده غبار انگشت -

হাতে প্রস্তুতকৃত অমসৃণ কাগজে লেখা। সুন্দর নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে Colophon নেই।

১২১

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৮

শিরোনাম: *দিওয়ানে আসীর (دیوان اسیر)*, লেখকের নাম: মীর্জা জালালুদ্দীন আসীর। পরিমাপ: $৯\frac{১}{২} \times ৩\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

এটি শাহ আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৮ খ্রিস্টাব্দ)-এর একজন প্রিয় কবি মীর্জা মুমিন ইস্ফাহানীর পুত্র মীর্জা জালালুদ্দীন আসীরের গজল ও রুবাঈর চমৎকার একটি কপি।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে গজলসমূহ বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। তবে রুবাঈগুলো বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো নেই । بسم الله الرحمن الرحيم-এর পর গজল শুরু হয়েছে :

ای گلش از بهار خیال تو سینه ها – برگ گل از طراوت نامت سفینه ها -

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা। পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। দুই কলাম বিশিষ্ট নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কোন Colophon নেই। সম্ভবত ১৮ শতকের পাণ্ডুলিপি।

১২২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২১২

শিরোনাম: *কুল্লিয়াতে কুদসী (کلیات قدسی)*, লেখকের নাম: হাজী মুহাম্মদ জান কুদসী। পরিমাপ : $৯\frac{৩}{৪} \times ৫\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

হাজী মুহাম্মদ জানের কাব্যকর্মের অত্যন্ত মূল্যবান একটি পাণ্ডুলিপি এটি। তিনি 'কুদসী' ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। মাশহাদে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শাহজাহানের শাসনামলে বসবাসের জন্য ভারতে চলে আসেন এবং লাহোর অথবা কাশ্মিরে ১০৫৬ হিজরী মোতাবেক ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। এতে রয়েছে নীতিবিদ্যা ও শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় বিষয়ক মাসনাবীর একটি সিরিজ ।

কাশ্মীরের প্রশংসায় লেখা মাসনাবীর একটি সিরিজ।

শুরুশ্লোক হলো :

بنام پادشاه پادشاهان – سر افرازی ده صاحب کلاهان -

কাসিদাসমূহ বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো। প্রথমটি ইমাম রেজার প্রশংসায় লেখা।

শুরু :

من آن نیم که کنم سر کشی ز تیغ جفا

چو شمع زنده سر خویش دیده ام درپا

গজলসমূহ বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো । শুরু :

Dhaka University Institutional Repository

زود به کردم من بیصبر داغ خویش را

اول شب میکشد مفلس چراغ خویش را -

রুবাঈসমূহ, বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো । শুরু :

تنها ز دلم بدیده تر نازد – هر عضر ز من بعضر دیگر نازد -

دل روی بدیده دادرد. دیده با شک – دریا بصدف صدف بگوهر نازد

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাপকভাবে পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কোন Colophon এবং কপিকারীর নাম নেই এতে।

১২৩

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৬৪

শিরোনাম: *দিওয়ানে গনী (دیوان غنی)*, লেখকের নাম: মুহাম্মদ তাহির কাশ্মীরী। পরিমাপ : $১০\frac{১}{৪} \times ৭\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি মুহাম্মদ তাহির কাশ্মীরীর লেখা বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো একটি গীতিকবিতার (গজল) সমগ্র। তাহিরের ছদ্মনাম ছিল 'গনী' (Ghani)। তিনি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *দাবিস্তানুল মাযাহেব*-এর লেখক মহসিন ফানির একজন ছাত্র ছিলেন।

গনী প্রায় বিশ হাজার কবিতা রেখে গেছেন বলে জানা যায়। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি একটি তুলনামূলক ছোট সংগ্রহ। তার দিওয়ান লক্ষ্ণৌ হতে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়েছিল।

নিকৃষ্ট মানের হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। আদ্রতার কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে এটি। বীরভূম জেলার আজমত শাহী পরগণার সৈয়দ এনায়েত আলী ১২২৩ বঙ্গাব্দের (১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দ) ৪ঠা আষাঢ় এটি কপি করেছিলেন।

১২৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৫

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *মাজমুয়ে গুলদাশতে গুলশানে মাআ'নী (مجموعه گلدشته گلشن معانی)*, লেখকের নাম: মুহাম্মদ সাবের। পরিমাপ : ৫×৪ ইঞ্চি।

বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত পারস্য ও ভারতের বিভিন্ন কবির গীতিকবিতা সংকলনের একটি পাণ্ডুলিপি এটি। মুহাম্মদ সালেহর পুত্র মুহাম্মদ সাবের এটি সংকলন করেছিলেন। তিনি তাঁর ছদ্মনাম 'হিম্মত' ব্যবহার করতেন। এই কবি হিম্মতের কবিতাসমূহ ১৯ শতকের একটি সাহিত্য সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

বর্তমান সংশোধিত বিবরণটি ১১২৯ হিজরী মোতাবেক ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ আলী রেজা বিন সৈয়দ মুহাম্মদ রেজা শীরাজি প্রস্তুত করেছিলেন।

সংগৃহীত কবিতাসমূহ বিষয়বস্তু অনুযায়ী ১৯টি অধ্যায় এবং ৫০টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছিল। এতে তালিব কালিমের ২টি দীর্ঘ কাসিদা ও ইতিহাসের বিবরণ সম্বন্ধীয় (Chronogrammatic) কাব্যসমূহ রয়েছে। এতে ফাইজীর লেখা কিছু Chronogrammatic কাব্যও রয়েছে।

এটি পাতলা ভারতীয় কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাপকভাবে পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। সুবিন্যস্ত নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। সংশোধিত সাহিত্য সংকলনের শেষে Colophon-এ রবিউল আওয়াল ১১২৯ হিজরীর তারিখ দেওয়া আছে। কোন কপিকারীর নাম উল্লেখ করা নেই।

১২৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৩৩

শিরোনাম: *দাস্তুরে হিম্মত (دستور همت)*, লেখকের নাম: মুহাম্মদ মুরাদ। পরিমাপ : $৮\frac{৩}{৪} \times ৬\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি কমরুপা ও কমলতার ভালবাসার গল্পের একটি মাসনাবী কাব্যরূপ। লেখক মুহাম্মদ মুরাদ। শুরু : (بسم الله এরপর শুরু হয়েছে।)

خداوندا بفکرم تازه جان کن – بحمد خویشم اول تر زبان کن -

Dhaka University Institutional Repository

নিকৃষ্ট মানের হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে এটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে।

১২৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪৪৪

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

শিরোনাম: *দিওয়ানে শওকত (ديوان شوكت)*, লেখকের নাম: মুহাম্মদ ইসহাক শওকত। পরিমাপ : $৮\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি মুহাম্মদ ইসহাক শওকতের কাব্যের একটি পাণ্ডুলিপি। তিনি বুখারাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হেরাত ও মাশহাদে বসবাস করেন এবং শেষ পর্যন্ত ইস্ফাহানে যান। সেখানে তিনি ধর্মীয় ভিক্ষু হিসাবে ১১০৭ হিজরী মোতাবেক ১৬৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তিনি তাঁর নিজ কবিতাসমূহ একত্রিত করে ১০৯৩ হিজরী মোতাবেক ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে একটি দিওয়ানে রূপ দেন। তাঁর কবিতা তুর্কীতে জনপ্রিয় ছিল। সেখানে তুর্কী ভাষায় এটি প্রকাশিত হয়।

শওকত দু'টি কাসিদায় নবী (সাঃ)-এর প্রশংসা করেছেন। শুরু :

شبنم تشنه لب زتو سيراب – مرحبا آفتاب عالمتاب

গজলসমূহ বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং এতে মাসনাবীও রয়েছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত মজবুত কাগজে এটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কোন Colophon নেই এতে।

১২৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৬৮

448753

শিরোনাম: *শারহে নিরাঙ্গে ইশক (شرح نيرنگ عشق)*, লেখকের নাম: শেখ মুহাম্মদ আকরাম। পরিমাপ : $৯\frac{১}{২} \times ৬$ ইঞ্চি।

শেখ মুহাম্মদ আকরাম গানিমতের (Ghanimat) লেখা কাব্যিক গল্প-কাহিনীর একটি পাণ্ডুলিপি। তিনি পাঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন এবং ১১১০ হিজরী মোতাবেক ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

Dhaka University Institutional Repository

পাণ্ডুলিপিতে ভাষ্যকারের নাম দেখা যায়না।

এটি হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা। সেঁতসেঁতে ও পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। ১২৫৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে জনৈক আব্দুল হক এটি কপি করেছেন।

১২৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১১৬

শিরোনাম: *হুসন ওয়া ইশক (حسن و عشق)*, লেখকের নাম: মীর্জা নুরুদ্দীন মুহাম্মদ। পরিমাপ: ৯×৫ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি গদ্য ও কাব্য কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত রূপক বর্ণনা। লিখেছেন মীর্জা নুরুদ্দীন মুহাম্মদ। তিনি জন্মসূত্রে একজন পারস্যবাসী ছিলেন। ভারতে এসেছিলেন এবং আওরঙ্গজেব হতে 'মুকাররব খান' উপাধী লাভ করেছিলেন। তিনি একজন কবি ও ব্যঙ্গনবিশ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ১৭০৯-১০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মারা যান।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে কিছু অংশ নেই এবং লেখকের নাম বা কর্মটির শিরোনাম খুঁজে পাওয়া যায়না। এলোমেলোভাবে বাঁধাই করা হয়েছে এটি। অনুমেয় যে, এই পাণ্ডুলিপিটি মীর্জা নুরুদ্দীনের কুল্লিয়াতের অংশবিশেষ। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি লক্ষ্ণৌ এবং দিল্লী হতে ছাপা হয়েছিল।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক ও শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে। নামহীন Colophon-এ ১২২৪ হিজরীর (১৮০৯খ্রিস্টাব্দ)তারিখ দেওয়া আছে।

১২৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২১০

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *হামলেয়ে হায়দারী (حملہ حیدری)*, লেখকের নাম: মীর্জা মুহাম্মদ রাফি খান। পরিমাপ : ১২$\frac{১}{৪}$ × ৮$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

মহানবী (সাঃ) এবং চার খলীফা (রাঃ)-এর জীবন ইতিহাসের কাব্যিক বিবরণের একটি আধুনিক পাণ্ডুলিপি। মুইন আল মাসকিনের *মা'আরিজুন নবুঅতের* উপর ভিত্তি করে ও *শাহনামা*-এর অনুকরণে লেখা হয়েছে। লিখেছেন মীর্জা মাহমুদ মাশহাদীর পুত্র মীর্জা মুহাম্মদ রাফি খান। তিনি ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে মারা যান। তিনি এর বর্ণনা আলী (আঃ)-এর ক্ষমতারোহন পর্যন্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে *দিলকুশা নামে*-এর লেখক জনৈক মীর্জা সাদিক আজাদ এটি একই বিষয়বস্তুতে অনুবৃত্তি করেন। সম্পূর্ণ *হামলেয়ে হায়দারীটি* ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে ছাপা হয়েছিল। শুরু :

بنام خداوند بسیار بخش – خرد بخش و دین بخش و نیاز بخش

শেষ :

بکن غور از انصاف در این سخن – و زین پس تو دانی بکن یا مکن

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে ও নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

১৩০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৩৮

শিরোনাম: *মাজমুয়ে মুযহিকাত ওয়া গাজালিয়াত (مجموعہ مضحکات و غزلیات)*, লেখকের নাম: মীর জাফর জাতালী। পরিমাপ : ১১ × ৫$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

পাণ্ডুলিপিটি বিশেষত একটি হাস্য রসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক চরিত্রের বিষয় সম্বলিত। লিখেছেন মীর জাফর জাতালী। তিনি মুঘল দিল্লীর সুপরিচিত রসিক লেখক ছিলেন। তিনি ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ফররুখ সিয়ার কতৃক নিহত হয়ে ছিলেন। রচনাটি উর্দু ও ফারসি ভাষায় মিশ্রিত। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

হাতে প্রস্তুতকৃত নিকৃষ্ট মানের কাগজে লেখা হয়েছে এটি। পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে। নিম (neem) শেকান্তে লিপিতে লেখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৩১

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৯৩

শিরোনাম: *দিওয়ানে বিদেল (ديوان بيدل)*, লেখকের নাম: মীর্জা আব্দুল কাদের বিদেল। পরিমাপ: ৯×৫ ইঞ্চি।

মীর্জা আব্দুল কাদের বিদেলের কাব্যের একটি পাণ্ডুলিপি। তাঁকে ভারতের একজন অন্যতম ফারসি ভাষার কবি হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব উভয়ের আনুকূল্য পেয়েছিলেন এবং ৮৬ বৎসর বয়সে ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে মারা যান। গদ্য ও পদ্যে তাঁর বিপুল পরিমাণ লেখা রয়েছে যার কবিতাসমূহ *হাদিকায়ে হাকীম সানাই*-এর অনুকরণে লেখা।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি দু'টি খণ্ডে বিভক্ত।

১. গজলসমূহ, বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো।

২. তাঁর নির্বাচিত গজল, মুখাম্মাস, মাসনাবী, কিত্আ, রুবাঈ এবং তারজিবান্দসমূহ। নেওয়া হয়েছে (ক) *Tilism i Hayrat* , (খ) *Tur i Maarifat* , (গ) *Muhit i Azam* , এবং (ঘ) *Irfan* হতে। রূপক বর্ণনার মাসনাবীগুলো আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। এতে বিদেলের অতিরিক্ত সংযোজিত কবিতাসমূহও রয়েছে।

কারখানায় প্রস্তুতকৃত রঙ্গীন কাগজে এটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। শেকাস্তে ও nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে।

১৩২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৩২

শিরোনাম: *দিওয়ানে কাসেম (ديوان قاسم)*, লেখকের নাম: মোল্লা মুহাম্মদ কাসেম। পরিমাপ : ৯×৫ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

এটি মাশহাদের মোল্লা মুহাম্মদ কাসেমের গীতিকাব্যের একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং ১১৩৬ হিজরী মোতাবেক ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দের কিছুদিন পর মারা যান। তাঁর কবিতাসমূহ বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া ও আদ্রতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এটি। মাঝেমধ্যে শেকাস্তেসহ নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কোন Colophon ও ভূমিকা নেই এতে। ১৮ শতাব্দীর শেষের বা ১৯ শতাব্দীর শুরুর দিকের পাণ্ডুলিপি এটি।

১৩৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৪৯

শিরোনাম: *শারহে গুলে কেশতি (شرح گل کشتی)*, লেখকের নাম: মীর আব্দুল আলী। পরিমাপ: $১০\frac{১}{২} \times ৬\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি মল্লযুদ্ধের কৌশল বর্ণিত একটি মাসনাবী কাব্যের পাণ্ডুলিপি। লেখক মীর আব্দুল আলী, ছদ্মনাম 'নাজাত'। একটি Chronogram-এর উদ্ধৃতি অনুযায়ী বর্তমান বিবরণটি ১১৪২ হিজরী মোতাবেক ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল।

বর্তমান বিবরণটি বাদাউনের (Budaun) সালামাতুল্লা কাশফী ১২৩২ হিজরী মোতাবেক ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের পরে সংকলন করেছিলেন।

হাতে প্রস্তুতকৃত নিকৃষ্টমানের কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

১৩৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১৯

শিরোনাম: *দিওয়ানে ইশকী (دیوان عشقی)*, লেখকের নাম: ইশকী। পরিমাপ : $৭\frac{১}{৪} \times ৪\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি ইশকীর (Ishqi) গীতিকাব্যের একটি সংগ্রহ। তিনি মুখবন্ধে নিজেকে 'উরুজী' নামে পরিচিত মুহাম্মদ বিন হুসাইন ইশকী আজিমাবাদী বলে পরিচয় দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(محمد بن محمد ابن الحسين عشقى عظيم آبادى المقلب بعروضى)

বর্তমান কবিতা বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। উরুজী এবং ইশকী উভয় ছদ্মনামই নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়েছে। অসংখ্য কবিতায় তিনি তাঁর নাম বলেছে মুহাম্মদ।

نام محمد است چو عشق على تونى – جانا بو صل ساز محمد على مرا

হাতে প্রস্তুতকৃত পাতলা কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। মাঝেমধ্যে শেকাস্তে ধরনের মতো নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর Colophon ১১ই রজব ১২৪১ হিজরীতে (১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ) লেখা। প্রতিলিপি করেছেন আলী আশেকী।

১৩৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৬২

একই কবির গজলের আরেকটি সংগ্রহ। কবিতাসমূহ বর্ণনাক্রমিকভাবে সাজানো কিন্তু পূর্বের সংগ্রহের গুলো হতে ভিন্ন। যদিও বিষয়বস্তু প্রায় এক ও অভিন্ন এবং অনুরূপ অন্ত্যমিল অনুসরণ করা হয়েছে। সম্ভবত এটি পরবর্তী কালে সংকলিত।

বর্তমান পাণ্ডুলিপি দু'টি ভাগে বিভক্ত।

প্রথম ভাগ বিসমিল্লাহর পরপরই শুরু হয়েছে :

يا رب شهيد خنجر خون خوار كن مرا – يعنى كه بسمل از نگه يار كن مرا

এই ভাগে প্রতিলিপিকারী মুহাম্মদ আলীর একটি Colophon আছে। যাতে তারিখ ৮ই শাওয়াল ১২৪৬ হিজরী (১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ আছে।

২য় ভাগে গজল, রুবাঈ, তারজিবান্দ এবং মুখাম্মাসে হাজালিয়াত কাব্যের একটি সিরিজ রয়েছে। 'ইশকী' এবং 'উরুজী' উভয় ছদ্মনাম পূর্বের মত এ ভাগেও ব্যবহৃত হয়েছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। কিছুটা পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক ও শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারী মোহাম্মদ আলী।

১৩৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৩

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *কুল্লিয়াতে হাযিন (كليات حزين)*, লেখকের নাম: শেখ মুহাম্মদ আলী জিলানী হাযিন।

পরিমাপ : $৮\frac{১}{২} \times ৫$ ইঞ্চি।

সুপরিচিত কবি শেখ মুহাম্মদ আলী জিলানী হাযিনের কাব্যকর্মের একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। তিনি ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে ইস্ফাহানে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে বানারাসে মারা যান। তিনি বেশকিছু দিওয়ান ও মাসনাবী কাব্য রেখে গেছেন। এ ছাড়াও *তাজকিরা য়ে শেখ মুহাম্মদ আলী হাযিন* নামে একটি ইতিহাস গ্রন্থ রেখে গেছেন। *ওয়াকিয়াতে ইরান ওয়া হিন্দ* নামে ঐতিহাসিক আত্মজীবনীর লেখকও তিনি। হাযিনের কবিতাসমূহ তাঁর আত্মজীবনের সাথে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ হতে ছাপা হয়েছিল।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত নিকৃষ্টমানের কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে তবে সংস্কার করা হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। সম্ভবত ১৯ শতাব্দীর প্রথম দিকের পাণ্ডুলিপি।

১৩৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪০১

শিরোনাম: *দিওয়ানে ফাকীর (ديوان فقير)*, লেখকের নাম: মীর শাসসুদ্দীন আব্বাসী ফকীর।

পরিমাপ : $৮\frac{১}{৪} \times ৪\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি মীর শাসসুদ্দীন আব্বাসী ফকীরের গীতিকাব্যের সংগ্রহ। এই ভারতীয় কবি 'মাফতুন' ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। তিনি ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানাবাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে মক্কার তীর্থযাত্রা (হজ্জ) হতে ফিরে আসার সময় জাহাজডুবে মারা যান। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে শুধু গজল রয়েছে যা তাঁর কুল্লিয়াতের অংশবিশেষ।

হাতে প্রস্তুতকৃত নিকৃষ্টমানের কাগজে লেখা হয়েছে এটি। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। শেকাস্তে পদ্ধতির লিপিতে লেখা হয়েছে। জনৈক শ্রী শীভা প্রসাদ এটি কপি করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৮৯

শিরোনাম: *হীর ওয়া রনঝন (هیر و رانجهن)*, লেখকের নাম: আজিমুদ্দীন। পরিমাপ : $১০\frac{৩}{৪} \times ৬\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি *হীর ওয়া রনঝনে*-এর সুপরিচিত পাঞ্জাবে প্রচলিত ভালবাসার গল্পের একটি মাসনাবী ভাষ্য। বর্ণনানুযায়ী ১২১৪ হিজরী মোতাবেক ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে 'আজিম' ছদ্মনামধারী আজিমুদ্দীন এটি রচনা করেছেন। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি *ফাত্হ নামে*-এর লেখক মুহাম্মদ আজিমুদ্দীন হুসাইনী শীরাজি তত্তভীর অভিন্নসত্তা।

হাতে প্রস্তুতকৃত নিকৃষ্টমানের কাগজে লেখা হয়েছে। পোকা দ্বারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কপিকারীর নাম উল্লেখ নেই।

১৩৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৩১

শিরোনাম: *দিওয়ানে মাসহাফী (دیوان مصحفی)*, লেখকের নাম: শেখ গোলাম হামাদানী। পরিমাপ : $৭\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

শেখ গোলাম হামাদানীর গীতিকাব্যের সংগৃহীত একটি পাণ্ডুলিপি। অসংখ্য গ্রন্থের লেখক তিনি। তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'মাসহাফী' এবং তিনি ১৮২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে মারা যান। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে তাঁর নির্বাচিত গজল, কাসিদা এবং Chronogram রয়েছে। এটি দু'টি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের মধ্যে গজলসমূহ রয়েছে। শুরু :

چو طوفان فراقش برد بالا کشتی مرا
فقل یا عشق بسم الله مجریها و مرساها

২য় ভাগ কাসিদার মাধ্যমে শুরু হয়েছে।

ای برنگ چهره آتش در جهان انداخته

Dhaka University Institutional Repository

سوز شوق در دل پیر و جوان انداخته

এটি কারখানায় প্রস্তুতকৃত নিকৃষ্টমানের কাগজে লেখা হয়েছে। পোকা দ্বারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম নেই এতে।

১৪০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৭৬

শিরোনাম: *দিওয়ানে হাসান (دیوان حسن)*, লেখকের নাম: সৈয়দ শাহ গোলাম মুহাম্মদ হাসান। পরিমাপ : ১০$\frac{১}{২}$ × ৭ ইঞ্চি।

এটি সৈয়দ শাহ গোলাম মুহাম্মদ হাসান রচিত কাব্য সমগ্রের একটি পাণ্ডুলিপি। তিনি ঢাকায় এসেছিলেন এবং নওয়াব নাজিম নুসরাত জংয়ের (১৭৮৫-১৮২২ খ্রিস্টাব্দ) সমসাময়িক ছিলেন। যাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি কাসিদা এতে শামিল রয়েছে। এতে একটি তারজিবান্দের শিরোনামে লেখকের নাম উল্লিখিত আছে। যেমন :

ترجیع بند من تصنیفات سید شاه غلام حسین

দেশে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে ও নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। পাতিয়ালার মোহাম্মদ আলীর পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ যোবায়ের ৩রা রবিউল আউয়াল ১৩০৭ হিজরী (১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ) অনুযায়ী ১৫ই মাঘ ১৯৪৬ বঙ্গাব্দে এটি কপি করেছেন।

১৪১

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/২৫

শিরোনাম: *দিওয়ানে সিরাজ (دیوان سراج)*, লেখকের নাম: সিরাজুদ্দীন। পরিমাপ : ১০×৭$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

সিরাজুদ্দীনের সম্পূর্ণ কাব্যকর্মের একটি পাণ্ডুলিপি। তিনি তাঁর ছদ্মনাম 'সিরাজ' ব্যবহার করতেন। এটি ১২৫৯ হিজরী মোতাবেক ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে সংকলন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কবি নিজেকে ফরিদপুর জেলার (পূর্ব বাংলার) কাউন্দিয়া (Kaundia) গ্রামের বাসিন্দা বলে পরিচয় দিয়েছেন। পাণ্ডুলিপিটিতে গজল, কাসিদা, রুবাঈ এবং মুখাম্মাস জাতীয় কবিতা নিয়ে গঠিত হয়েছে।

কারখানায় প্রস্তুতকৃত আধুনিক কাগজে ও নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। জাহাঙ্গীর নগরের (বর্তমান ঢাকা) কলিম ছদ্মনামধারী আবু মুসা আহমাদুল হক ১৪ই জামাদিউসসানী ১২৯৬ হিজরীতে (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) কপি করেছেন।

১৪২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৭০

শিরোনাম: *যুবদাতুল আযকার (زبدت الاذكار)*, লেখকের নাম: মুকবীল। পরিমাপ : ১০$\frac{১}{৪}$ × ৭ ইঞ্চি।

মহানবী (সাঃ)-এর ইন্তেকাল এবং প্রথম চার খলীফা সম্পর্কে কাব্যিক বিবরণের একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন মুকবীল ছদ্মনামধারী জনৈক কবি। লেখক সম্পর্কে আর তেমন বিশেষ কিছু জানা যায়নি। নবী (সাঃ)-এর মৃত্যুর বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে লেখাটি শুরু হয়েছে এবং উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতে আরোহন ও মৃত্যুর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। এতে আলী (রাঃ), ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (রাঃ) ও **عشره مبشره** হিসাবে পরিচিত নবী (সাঃ)-এর দশজন নিকট সহচরের জীবনী এবং মহানবী (সাঃ)-এর অলৌকিক ঘটনাসমূহ উল্লেখ রয়েছে। লেখক নিজের পরিচয়ে তার ছদ্মনাম 'মুকবিল' উল্লেখ করেছেন।

এটি হাতে প্রস্তুতকৃত নিকৃষ্টমানের কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, এটি ১৯ শতাব্দীর একটি পাণ্ডুলিপি।

১৪৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩২৮

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *রুবাঈআতে শাহ মুহাম্মদ আজমল (رباعیات شاہ محمد اجمل)*, লেখকের নাম: শাহ মুহাম্মদ আজমল। পরিমাপ : $৬\frac{১}{৪} \times ৪\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি রুবাঈ কবিতার একটি ছোট সংগ্রহ। লিখেছেন শাহ মুহাম্মদ আজমল। এতে বর্ণিত রুবাঈসমূহ আধ্যাত্মবাদ সম্বলিত এবং আল্লাহ ও তাঁর প্রকাশ বিষয়ে লেখা হয়েছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম নেই এতে।

১৪৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩০৩

শিরোনাম: *কিতাবে আ'ফরীনাশ (کتاب آفرینش)*, লেখকের নাম: নাজাফ আলী। পরিমাপ : $১১\frac{১}{২} \times ৭\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি Old Testament (বাইবেলের পুরনো বিভাগ)-এর একটি ছন্দোবদ্ধ বিবরণ। লিখেছেন নাজাফ আলী। তিনি তাঁর নাম বলেছেন নাজাফ এবং আলী হচ্ছে তাঁর খেতাব। তাঁর সম্পর্কে আর তেমন কিছু জানা যায়নি।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ। এতে রাণী ভিক্টোরিয়া, লর্ড জন লরেন্স, লর্ড ক্যানিং , ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শোর (Shore), উইলিয়াম মুর (Muir) প্রমুখের প্রশস্তিগাথামূলক কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মূল লেখা শুরু হয়েছে :

در آغاز خلق آفرینش خدا – بهشتی در آورد ارض و سما

কারখানায় প্রস্তুতকৃত আধুনিক রঙিন ও সাদা কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। এটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

১৪৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২২৩

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *কুল্লিয়াতে গালেব (کلیات غالب)*, লেখকের নাম: মীর্জা আসাদুল্লা খান গালিব। পরিমাপ : ১০$\frac{৩}{৪}$ × ৬ ইঞ্চি।

প্রসিদ্ধ উর্দু কবি দিল্লীর মীর্জা আসাদুল্লা খান গালিবের ফারসি কবিতাসমগ্রের একটি পাণ্ডুলিপি। তাঁকে ভারতের সবচেয়ে বড় উর্দু কবি বলে গণ্য করা হয় (মৃত্যু ১২৮৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ)।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি ১২৭০ হিজরী মোতাবেক ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিলিপি করা হয়েছে। এতে কিত্আ, মাসনাবী, 'ফাতেহা ও নুহা' শিরোনামে মাসনাবীসমূহ, তারকিববান্দ, কাসিদা, গজল ও রুবাঈ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত মসৃণ কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত আছে। এটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

১৪৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১০১

গালিবের গীতিকবিতা (গজল ও রুবাঈ) সমগ্রের অসম্পূর্ণ একটি পাণ্ডুলিপি। রুবাঈ শুরু হয়েছে :

ای مرجع ارباب دل و باب سخا

এটি হাতে প্রস্তুতকৃত নিকৃষ্টমানের কাগজে লেখা হয়েছে। পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে তবে সংস্কার করা হয়েছে। nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কোন তারিখ নেই।

১৪৭

ক্রমিক সংখ্যা : এ আর/১২৯

শিরোনাম: *দিওয়ানে খাকি (دیوان خاکی)*, লেখকের নাম: আব্দুল করিম। পরিমাপ : ১২$\frac{১}{৪}$ × ৭$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

ইলাচিপুরের (বাংলার রংপুর জেলা) আব্দুল আজিমের পুত্র আব্দুল করিমের স্বহস্ত লিখিত কবিতাসমূহ। এটি ১২৮৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সংকলিত হয়েছে। তাঁর উপাধী ছিল 'খান বাহাদুর'। তাঁর এই দিওয়ান অপ্রকাশিত। এতে গজল, কাসিদা, মুখাম্মাস, মুসাদ্দাস ও মাসাব্বা, মাসনাবী, রুবাঈ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইউরোপীয়ান আধুনিক কাগজে ও নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে এটি। আবুল মনসুর তাহসিন ৩রা জুন ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে এটি কপি করেছেন।

১৪৮

ক্রমিক সংখ্যা : এ কে/২

শিরোনাম: *কেয়ামাত নামে (قیامت نامه)*,লেখকের নাম: হাসান। পরিমাপ : ৮$\frac{৩}{৪}$ × ৬$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

মুসলিম বিশ্বাস অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবসের একটি কাব্যিক বিবরণ। এটি 'হাসান' ছদ্মনামধারী জনৈক কবি রচনা করেছেন। পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ। লেখকের পূর্ণ নাম নিরূপণ করা যায়নি। কিয়ামতের প্রতীকী চিহ্নের একটি বর্ণনার মাধ্যমে মূল কাজটি শুরু হয়েছে :

هم از بهر دفع شرک و فساد – براو بود مخصوص حکم جهاد -
بس از رحلت آن سه مرسلان – نیامد گر و حی از آسمان -
همین گشت موقوف حکم جهاد – اگر چند کفری شرک و فساد -
به ترتیب چون این نمودار شود – علامات ساعت بدیدار شود -
دوقسم است اما علامات آن – بگویم ازینها یکایک نشان -

দেশে প্রস্তুতকৃত হলুদ বর্ণের পুরনো কাপড় থেকে তৈরী কাগজে (খবরের কাগজ) লেখা হয়েছে। সেঁতসেঁতে ও ঘষায় ঘষায় ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। অর্ধশেকাস্তে পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। সম্ভবত ১২৮০ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কপি করা হয়েছে।

১৪৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১২১

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *দিওয়ানে বাকের (دیوان باقر)*, লেখকের নাম: সৈয়দ মুহাম্মদ বাকের তাবাতাবাই।

পরিমাপ : $৯\frac{৩}{৪} \times ৬\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

সৈয়দ মুহাম্মদ বাকের তাবাতাবাইর স্বহস্তে লিখিত নীতি কবিতার (গজল) ছোট্ট একটি পাণ্ডুলিপি। Colophon-এর বিবরণ অনুযায়ী ঢাকার নবাব খাজা আহসানুল্লাহকে (মৃত্যু ১৩০৯ হিজরী মোতাবেক ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ) উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল।

কারখানায় প্রস্তুতকৃত মসৃণ কাগজে ও সুন্দর নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে।

১৫০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১৩৯

শিরোনাম: *দিওয়ানে আযাদ (دیوان آزاد)*, লেখকের নাম: সৈয়দ মুহাম্মদ। পরিমাপ : $১২\frac{১}{২} \times ৮$ ইঞ্চি।

ফারসি ও উর্দু গজল, কাসিদা, রুবাঈ এবং কিত্‌আ'র একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন 'আযাদ' ছদ্মনামধারী সৈয়দ মুহাম্মদ। তিনি ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমকালীন প্রসিদ্ধ কবি আগা আহমদ আলী ইস্ফাহানীর (*মুয়াইদে বুরহান* গ্রন্থের লেখক) ছাত্র ছিলেন । তিনি বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচনের জন্য দুই বার মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি কলিকাতার ফারসি সাপ্তাহিক পত্রিকা *দুরবীন*-এ লেখা শুরু করেন এবং অবশেষে লক্ষ্ণৌর সুপরিচিত উর্দু ম্যাগাজিন *ওধ পঞ্চ*-এর (*Oudh Panch*) নিয়মিত লেখক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। পাণ্ডুলিপিটি ২টি ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে ফারসি কবিতা ও দ্বিতীয়ভাগে উর্দু কবিতাসমূহ রয়েছে।

কারখানায় প্রস্তুতকৃত আধুনিক কাগজে লেখা হয়েছে। আদ্রতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটি nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কোন তারিখ নেই। স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, এটি ২০ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি।

১৫১

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৯০

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *তাখমিসে কাসিদে বুরদাহ (تخمیس قصیدہ بردہ)*, লেখকের নাম: মৌলভী মুহাম্মদ। পরিমাপ : ৮$\frac{১}{৪}$×৬ ইঞ্চি।

অধিকতর তথ্য ও খুঁটি নাটি বিষয়ের বিবরণ সম্বলিত শরফুদ্দীন আবু আব্দুল্লা মুহাম্মদ বিন সা'আদ আলী বাসিরীর সুপরিচিত আরবি গ্রন্থ *কাসিদায়ে বুরদাহ*-এর ফারসি অনুবাদের পাণ্ডুলিপি। এটি নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রশংসায় রচিত। লিখেছে মৌলভী মুহাম্মদ। তিনি নিজেকে তুস অঞ্চলের মুহাম্মদের পুত্র বলে পরিচয় দিয়েছেন। ফারসি গদ্য ও পদ্যে অসংখ্য কাসিদার শব্দান্তরিত প্রকাশ লিপিবদ্ধ করা আছে।

বর্তমান পাণ্ডুলিপির লেখকের বিস্তারিত আর কোন তথ্য জানা যায়নি। পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

পুরনো কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। আরবি শব্দসমূহ নাস্‌খ করাসহ (nastaliq) আরবি-ফারসি ভাষার লিপি পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। কপি কারীর নাম ও কোন তারিখ এতে উল্লেখ নেই।

১৫২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪২৮

শিরোনাম: *শারহে কাসিদে বুরদাহ (شرح قصیدہ بردہ)*, লেখকের নাম: গাজানফার বিন জাফর আল হুসাইনি। পরিমাপ : ৬×৮$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

একই কাসিদার একটি গদ্যভাষ্য এটি। লিখেছেন গাজানফার বিন জাফর আল হুসাইনি। তিনি নিজের সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেননি। প্রত্যেকটি কবিতা-এর বিষয়বস্তু, ব্যাকরণ ও ভাষা, ঐতিহাসিক এবং অন্যান্য পরোক্ষ তথ্যোল্লেখসহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত পাতলা কাগজে লেখা হয়েছে। কালের বিবর্তনে পিঙ্গল ও পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। দু'একটি লাইন নাস্‌খ (naskh) ধরনে লেখা হয়েছে। কোন তারিখ ও কপিকারীর নাম এতে উল্লেখ নেই। এটি ১৭ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি।

১৫৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১২৫

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *তোহফেয়ে হাবীব (تحفه حبيب)*, লেখকের নাম: ফাখরি বিন মুহাম্মদ আমিরী। পরিমাপ : ১০×৭$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি ফাখরি বিন মুহাম্মদ আমিরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সংকলনের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। ফাখরীর সম্পূর্ণ নাম ছিল সুলতান মুহাম্মদ এবং তিনি হেরাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও সেখানেই বসবাস করতেন।

বর্তমান সংকলনে কোন তারিখ নির্দেশ করা হয়নি। সংকলক বলেছেন যে, দীর্ঘদিন চেষ্টার পর হাবিবুল্লাহ আসাফের সর্বতঃ উৎসাহ ও সহযোগিতার কারণে তাঁর এটি লেখা সম্ভব হয়েছিল। তাই তিনি এর নামকরণ করেন *তোহফেয়ে হাবীব* ।

چون ترتیب این جواهر معانی مجلس انحضرت اتفاق افتاد

ابتدا از شیخ سعدی کرده تحفه حبیب نام نهاد -

এই সাহিত্য সংকলনের পাণ্ডুলিপিটি দুষ্প্রাপ্য।

হাতে প্রস্তুতকৃত পুরাতন কাগজে ও শেকাস্তে আমীয নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম এতে উল্লেখ করা হয়নি। পাণ্ডুলিপিটি ১৮ শতাব্দীর বলে অনুমিত হয় ।

১৫৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৩৫

এটি গজলসমূহের একটি এ্যালবাম এবং এতে বিভিন্ন কবি যেমন খাকানী, আসির, হাফিজ, জামী, সা'দী প্রমুখের কবিতা রয়েছে। সম্ভবত এটি উপহার হিসেবে তৈরী করা হয়েছিল। বর্তমান বাঁধাইটি পরিপূর্ণ নয়। বেশকিছু পৃষ্ঠা নেই। সংগ্রহটিতে কোন শিরোনাম নেই ।

প্রাচ্যীয় মসৃণ কাগজে লেখা হয়েছে। ব্যাপকভাবে পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এটি সুন্দর নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। ধারনা করা যায় যে, এটা ফারসি ভাষা হতে উৎপত্তি এবং তৈমুরীয় আমলের লেখা।

১৫৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৯৪

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *মাজমুয়ে মুনতাখাবাত (مجموعہ منتخبات)*, লেখকের নাম: নিরূপণ করা যায়নি। পরিমাপ : $৯\frac{৩}{৪} \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

গদ্য ও পদ্যে লিখিত একটি সাহিত্য সংকলনের ব্যতিক্রমধর্মী পাণ্ডুলিপি। এটি আসির (মৃত্যু ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ), নাসির আলী (মৃত্যু ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দ), বিদেল (মৃত্যু ১৭২০ খ্রিস্টাব্দ) ও ব্রাহ্মণ (পাতিয়ালার মুনশী চন্দ্রবান ব্রাহ্মণ, মৃত্যু ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দ) প্রমুখের নির্বাচিত কবিতা এবং মোল্লা তুঘরার কিছু লেখা দিয়ে গঠিত হয়েছে। প্রত্যেকটি সংগ্রহের কবিতাসমূহ বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে ।

বিদেশে প্রস্তুতকৃত পাতলা মসৃণ কাগজে লেখা হয়েছে। কিছুটা পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে। সুন্দর নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কিছু পৃষ্ঠা বাঁধাইয়ে এলোমেলো হয়েগেছে এবং কিছু নেই। কপিকারীর নাম এতে নেই। সম্ভবত ১৮ শতাব্দীর পরের পাণ্ডুলিপি।

১৫৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৪৮

শিরোনাম: *মাজমুয়ে আশ'আর (مجموعہ اشعار)*, লেখকের নাম: নিরূপণ করা যায়নি। পরিমাপ : $৮\frac{১}{৪} \times ৪\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি কাব্য উদ্ধৃতির একটি ছোট পাণ্ডুলিপি। এতে বিভিন্ন কবি যেমন জামী, হিলালী, সাইব, মিসকীন, নাসির, আলী, আসেফী, শতকত লুতফী, ফিগানী প্রমুখ এবং সম্রাট বাবর, রাজপুত্র দারাশীকো ও সাধু বু আলী কালান্দারের কাব্য সমগ্র হতে সংগৃহীত কবিতাসমূহ রয়েছে। এতে উর্দু ও ফারসি ভাষায় মিশ্র কিছু রিখ্তা কবিতাও রয়েছে। এটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লিখন রীতিতে লেখা হয়েছে। এতে সংকলনের নাম ও তারিখ নির্দেশ করা হয়নি।

ভারতীয় পাতলা মসৃণ কাগজে লেখা হয়েছে। ব্যাপকভাবে পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। একই হাতের নাস্তালিক এবং শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম ও তারিখ নেই। স্পষ্ট বোঝা যায় এটি ১৮ শতাব্দীর শেষের দিকের বা ১৯ শতাব্দীর শুরুর দিকের পাণ্ডুলিপি।

Dhaka University Institutional Repository

১৫৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১২৪

ফারসি ও উর্দু উভয় ভাষার বিভিন্ন কবিদের ছড়ানো ছিটানো উদ্ধৃতিসমূহ এবং তাদের দুর্বোধ্য প্রশ্ন ও সমাধানের একটি ছোট পাণ্ডুলিপি। এতে ফারসি কবিদের মধ্যে সারমাদ, নুর জাহান, সাইব, সুলাইমান, কাশী, কালিম, তালিব আমুলী, কুদসী, আফতাব এবং উর্দু কবিদের মধ্যে রাঙ্গীন, জুরাত, মুহাব্বাত ও সউদা প্রমুখের উদ্ধৃতি রয়েছে। শুরু :

شیری که شکاری نه کند روبه به – عمری که بخواری گذرد کوته به

হাতে প্রস্তুতকৃত নিকৃষ্ট মানের কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। ১৯ শতাব্দীর পরের একটি পাণ্ডুলিপি।

১৫৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৮১

শিরোনাম: *ফুতুহাতে ওমর* (فتوحات عمر), লেখকের নাম: আসাফ ছদ্মনামের জনৈক কবি যাঁর পুরো নাম জানা যায়নি। পরিমাপ : ১০$\frac{১}{২}$ × ৬$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

পাণ্ডুলিপিটি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কৃতিত্বের একটি কাব্যিক বর্ণনা। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় কপি এবং লেখকের নিজহাতে লেখা। দেশীয় কাগজে দ্রুত লেখা হয়েছে তথাপিও লেখাগুলো স্পষ্ট। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটিতে *কাসিদে উজমা* (قصیده عظمی) শিরোনামে লেখকের কাজের অংশ এবং নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী ও তাঁর মহত্বের বর্ণনা করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটির কাসিদা শুরু হয়েছে নিম্নরূপ :

مخدرات سراپرده دهای قرانی -

چه دلبراند که دل مي برند پنهانی -

بلند کرد به تکبیر فتح ملك عین

بر تخت صخرهٔ و با لا شده بشادانی -

Dhaka University Institutional Repository

নিকৃষ্টমানের প্রাচ্যের কাগজে নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে এবং এটি ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে কপি করা হয়েছে।

১৫৯

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/১৯১ (ডি)

শিরোনাম: *খাজা আহসানুল্লাহ শাহীনের কিছু গজল (غزلهای خواجه احسن الله شاهین)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : ১১.৫×৯ ইঞ্চি।

খাজা আহসানুল্লাহ শাহীনের কিছু ফারসি গজলের একটি পাণ্ডুলিপি। লেখকের নাম জানা যায়নি। কিছু উর্দু কবিতার অনুকরণে এই কবিতাগুলো লেখা হয়েছে।

শুরু :

باد صبا گو آ دلر با رب ...

শেষ :

... تیری باتو سی میری دلمین جوشش سی آنی هی.

পাণ্ডুলিপিটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এর কপিকারীর নাম জানা যায়নি। তবে জানা যায় যে, এটি জাহাঙ্গীর নগরে কপি করা হয়েছিল।

১৬০

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/১৫৬ (এ)

শিরোনাম: *ইস্কান্দার নামেয়ে বাহ্‌রী (اسکندر نامه بحری)* লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : ৮.৫×৬.৫ ইঞ্চি।

নিজামী গানজুবীর কবিতার একটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি। এটি হিজরী ৬০০ সালে লেখা হয়েছিল। বর্তমান কপিটি মূল গ্রন্থের একটি অংশ বিশেষ।

শুরু :

خرد هر کجا گنجی آرد پدید ...

Dhaka University Institutional Repository

শেষ :

... بدو داد و دین هر پاینده دار

এটি বিদেশী কাগজে লেখা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

১৬১

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/১১৮

শিরোনাম: *গুযিদেয়ে আশআ'রে শায়েরানে ঢাকা দার ওসফে নাওয়াব আহসানুল্লাহ খান (گزیده اشعارشاعران داکا در وصف نواب احسن الله خان)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : ৯.৫×৬ ইঞ্চি।

ঢাকার নবাব আহসানুল্লাহ খানের প্রশংসায় রচিত নির্বাচিত কবিতা সমগ্রের একটি পাণ্ডুলিপি। এতে মুনশী আব্দুন নাঈম, মুহাম্মদ মীর্জা, মীর্জা মুহাম্মদ শীরাজি, মাজুলী সাইদ আবু আহমদ আমিরুদ্দীন, আজাদ ইয়াজদী, খাজা হাবিবুল্লাহ প্রমূখের কবিতা রয়েছে। এটি ১৩০৮-১৩১০ খ্রিস্টাব্দে সংকলন করা হয়েছিল। এর অধিকাংশ কবিতাই কাসিদা আঙ্গিকের। এতে মাজুলী সাইদের একটি উর্দু কাসিদাও রয়েছে। এতে অন্তর্ভুক্ত কবিতাসমূহ খোরাসানি রীতিতে লেখা হয়েছে।

শুরু :

معبر کونسل چو شد نوا – دهاکه مزده باد ...

শেষ :

... سبب سنت خلیل الله ۱۳۱۰

পাণ্ডুলিপিটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এটি ১৩১০ হিজরীর পরে কপি করা হয়েছিল।

১৬২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৮০

শিরোনাম: *জুজিয়াত ওয়া কুল্লিয়াত (جزیات و کلیات)*, লেখকের নাম: জিয়াউদ্দীন নাখশাবী। পরিমাপ : $৮\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

জিয়াউদ্দীন নাখশাবীর সাহিত্যকর্মের আরেকটি পাণ্ডুলিপি।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫ম অধ্যায়

গদ্য, চিঠিপত্র ও রচনাবলী

(Prose, Letters & Essays)

Dhaka University Institutional Repository

এই অধ্যায়ে আমরা গদ্য, চিঠিপত্র ও রচনাবলী সম্বলিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিসমূহের পরিচয় তুলে ধরছি।

১৬৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২২৪

শিরোনাম: *জুজিয়াত ওয়া কুল্লিয়াত (جزئيات و كليات)*, লেখকের নাম: জিয়াউদ্দীন নাখ্‌শাবী। পরিমাপ : ৭$\frac{৩}{৪}$×৫ ইঞ্চি।

আল্লাহর সবচেয়ে বড় সৃষ্টি হিসাবে মানব শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিস্তারিত বিবরণের চমৎকার একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন সুপরিচিত গদ্য লেখক জিয়াউদ্দীন নাখ্‌শাবী (মৃত্যু ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি *তুতী নামে*-এরও লেখক। লেখকের মুখবন্ধে উপরের শিরোনামটি দেখা যায়। কিন্তু তিনি এই সংগ্রহটিকে *ناموس اكبر* বলেছেন এবং এটিকে বিষয়বস্তু অনুসারে ৪০ টি নামুসে (অন্তর্নিহিত বিষয়) ভাগ করেছেন। এই ৪০ টি নামুসে ভাগের জন্য সাহিত্যকর্মটি *چهل ناموس* নামেও পরিচিত। বর্তমান পাণ্ডুলিপির মধ্যে নামটি বর্ণিত হয়েছে। শুরুর দিকে কিছুঅংশ নেই ।
প্রাচীন ভারতীয় হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকা দ্বারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তবে সংস্কার করা হয়েছে। পরিচ্ছন্ন Nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। পীর মোহাম্মদ দেহলভী ১০৮৭ হিজরীতে (১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দ) এটি কপি করেছিলেন।

১৬৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১২৩

শিরোনাম: *লাতাইফুল যারাইফ (لطائف الظرائف)*, লেখকের নাম: আলী বিন হুসাইন আল ওয়াইজ আল কাশাফী। পরিমাপ : ৯×৫ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

হাস্যরসাত্মক গল্পের অসম্পূর্ণ একটি পাণ্ডুলিপি : সংকলন করেছেন আলী বিন হুসাইন আল ওয়াইজ আল কাশাফী। তিনি সাফী নামে পরিচিত। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটিকে *লাতাইফুল তাওয়াইফ*ও বলা হত। পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় মজবুত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। পরিচ্ছন্ন Nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে প্রতিলিপি করার কোন তারিখ নেই। কপি করেছিলেন শিয়াল কোটের খালিকদাদ বিন শাহ মোহাম্মদ বিন আলী।

১৬৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৫৯

অনুরূপ কাজের আরেকটি পাণ্ডুলিপি যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে *লাতাইফুল তাওয়াইফ*। এর কিছু অংশ নেই। পৃষ্ঠাসমূহ এলোমেলো ভাবে বাঁধাই করা হয়েছে।

ভারতীয় নিকৃষ্টমানের হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। Nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে।

১৬৬

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪৪০

শিরোনাম: *মানশা আতে তুঘরা (منشات طغرا)*, লেখকের নাম: মোল্লা তুঘরা মাশহাদী। পরিমাপ : $৯\frac{১}{৪} \times ৫\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি কাশ্মীরের সৌন্দর্য বর্ণনায় রচিত একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি।

বর্তমান পাণ্ডুলিপি শুরু হয়েছে :

ثنای بهار پیرانی که انگشت سبزه بدانی های شبنم غلطان سبحه گردد .....

কারখানায় প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত। শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে। তারিখ ও কপিকারীর নাম নিরূপণ করা যায়নি। সম্ভবত এটি ১৯ শতাব্দীর শুরুর দিকের পাণ্ডুলিপি।

Dhaka University Institutional Repository

১৬৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৩৭

শিরোনাম: *গুলজারে ইব্রাহীম (گلزار ابراهیم)*, লেখকের নাম: নুরুদ্দীন মুহাম্মদ জহুরী। পরিমাপ : ১১×৬$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি তারশীজের নুরুদ্দীন মুহাম্মদ জহুরীর (মৃত্যু ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দ) তিনটি সুপরিচিত গদ্য রচনাসমগ্রের মনোরম ও সুবিন্যস্ত একটি প্রতিলিপি কপি। *দিবাচেয়ে নওরাস*, *দিবাচেয়ে খানে খলীল* ও *দিবাচেয়ে গুলজারে ইব্রাহীম* শিরোনামের তিনটি গদ্য রচনা নিয়ে তৈরী হয়েছে এই রচনাসমগ্র । সবগুলো বিজাপুরের ইব্রাহীম আদিল শাহ-এর শাসনামলে ও তাঁর উচ্চ প্রশংসায় রচিত হয়েছে।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিলিপি করা হয়েছিল।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। স্পষ্ট nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কপিকারীর নাম নেই। Colophon-এ তারিখ দেওয়া হয়েছে ২৯শে রজব ১২৩১ হিজরী (১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দ)।

১৬৮

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৬৯-৭২

জহুরীর উপরে বর্ণিত কাজের আরেকটি পাণ্ডুলিপি। তিনটি গদ্য রচনার উল্লেখ রয়েছে, (ক) *দিবাচেয়ে নওরাস*, (খ) *দিবাচেয়ে খানে খলীল*, (গ) *দিবাচেয়ে গুলজারে ইব্রাহীম* । চতুর্থ আরেকটির বর্ণনা আছে যার নাম *মীনা বাজার* । বিজাপুরের বিভিন্ন দোকান ও মার্কেটের বর্ণনা করা হয়েছে এতে। বর্তমান পাণ্ডুলিপির প্রথমদিকের অংশ নেই।

হাতে প্রস্তুতকৃত নিকৃষ্টমানের কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। ১৯ শতকের প্রথমদিকের পাণ্ডুলিপি।

Dhaka University Institutional Repository

১৬৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৬৬

শিরোনাম: *মাকাতিবাতে আল্লামী (مکاتیبات علامی)*, লেখকের নাম: শেখ আবুল ফজল 'আল্লামী' বিন মুবারক নাগাওরী। পরিমাপ : ১১$\frac{১}{২}$ × ৭ ইঞ্চি।

তিন খণ্ডে বিভক্ত অফিসিয়াল চিঠিপত্র এবং স্মারক লিপির (দাপ্তরিক যোগাযোগ সম্পর্কিত অনানুষ্ঠানিক লিপি) একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন সুপরিচিত শেখ আবুল ফজল 'আল্লামী' বিন মুবারক নাগাওরী (মৃত্যু ১৫০২ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি সম্রাট আকবরের একজন নিকট বন্ধু এবং *আকবর নামের* লেখক আবুল ফাইজ ফাইজীর ছোট ভাই।

ভারতীয় হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া তবে সংস্কার করা হয়েছে। এটি সুন্দর শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে।

১৭০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৯

অনুরূপ তিনটি দফতরের আরেকটি পাণ্ডুলিপি। সংকলন করেছেন আব্দুস সামাদ। পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এটি nastaliq পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে।

১৭১

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪৩৯

অনুরূপ সংগ্রহের আরেকটি অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি। এতে আব্দুস সামাদের মুখবন্ধ রয়েছে। আধুনিক কাগজে ভিন্ন হাতে লেখা হয়েছে। এলোমেলোভাবে বাঁধাই করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে। শেকাস্তে আমীয় নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। প্রতিলিপি করার কোন তারিখ নেই। এটি ১৯ শতকের প্রথমদিকের পাণ্ডুলিপি।

১৭২

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৭৩

অনুরূপ সংগ্রহের প্রথম দফতরের একটি পাণ্ডুলিপি।

দেশীয় ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকাদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। সম্ভবত এটি ১৯ শতকের পাণ্ডুলিপি।

১৭৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৫৩

শিরোনাম: *বাসাতিনুল লোগাত (بساطين اللغت)*, লেখকের নাম: মোল্লা সা'দ । পরিমাপ : $৮\frac{৩}{৪} \times ৬$ ইঞ্চি।

এটি পূর্বে বর্ণিত আবুল ফজলের চিঠিসমূহের কঠিন শব্দের আভিধানিক ও ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় বিবরনী। লিখেছেন মোল্লা সা'দ। তিনি মুখবন্ধে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করেননি।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে। শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে। সম্ভবত এটি ১৯ শতকের পাণ্ডুলিপি।

১৭৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৯৬

অনুরূপ সংগ্রহের দ্বিতীয় দফতরের শব্দান্তরিত প্রকাশের আরেকটি বিবরণী। লেখকের নাম নিরূপণ করা যায়নি। পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ। এতে লেখকের নাম নেই। এটি রচনার তারিখ ১২২৬ হিজরী মোতাবেক ১৮১১ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

হাতে প্রস্তুতকৃত নিকৃষ্ট কাগজে লেখা হয়েছে। ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আছে। এটি nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। সম্ভবত ১৯ শতকের পাণ্ডুলিপি।

১৭৫

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪২৬

আবুল ফজল কর্তৃক তাঁর বন্ধু ও সমকালীন ব্যক্তিবর্গের প্রতি লেখা গোপন ও ব্যক্তিগত চিঠিসমূহের একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নুর মুহাম্মদ। পুরোনাম নুরুদ্দীন মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন হাকীম আইনুল মুলক শীরাজী। তাঁর প্রবন্ধসমূহ *انشای بهار دانش* নামে সংগৃহীত হয়েছিল। অসংখ্য চিঠিতে সম্বোধন করা হয়েছে برادر عزیز বলে। বর্তমান সংগ্রহটি বেশকিছু সংক্ষিপ্ত চিঠির দ্বারা গঠিত হয়েছে। এতে কোন তারিখ উল্লেখ নেই।

হাতে প্রস্তুতকৃত নিকৃষ্ট কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে। শেকাস্তে পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। শামসুদ্দীন কর্তৃক ১৩ই পৌষ ১২২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে কপি করা হয়েছে।

১৭৬

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৩৯৬

নুরু মুহাম্মদের সংগৃহীত টীকা সম্বলিত আবুল ফজলের গোপনীয় চিঠিসমূহের আরেকটি পাণ্ডুলিপি। হাতে প্রস্তুতকৃত খবরের কাগজে ও বিবর্ণ nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। এটি বঙ্গাব্দ ১১৫০ সালে কপি করা হয়েছিল।

১৭৭

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৩৯৭

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *ইনশায়ে হারকারান (انشاء هرکرن)*, লেখকের নাম: মুনশী হারকারান। পরিমাপ : ৭$\frac{১}{২}$×৫ ইঞ্চি।

চিঠি লেখার মডেলের একটি পাণ্ডুলিপি। রচনা করেছেন মাথুরা দাস কানবুলী মুলতানীর পুত্র মুনশী হারকারান। এ রচনা কর্মটিকে *ইরশাদুল তালেবীন*ও বলাহয়। এটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

দেশীয় শিরিস কাগজে লেখা হয়েছে। শেকাস্তে পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। তারিখ ২৫শে শ্রাবণ ১২০৩ বঙ্গাব্দ লেখা রয়েছে।

১৭৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২০

শিরোনাম: *রুক'আতে আমানুল্লা হুসাইনী (رقعات امان الله حسینی)*, লেখকের নাম: আমানুল্লা হুসাইনী। পরিমাপ : ৯×৫ ইঞ্চি।

চিঠি-পত্রাদির একটি পাণ্ডুলিপি। এটিকে *ইনশায়ে আমানুল্লা হুসাইনী*ও বলা হত। লিখেছেন জাহাঙ্গীরের বিখ্যাত জেনারেল মহবত খান খানান জামানা বেগের পুত্র আমানুল্লা হুসাইনী, খানাযাদ খান ফিরোজ জং (পরবর্তীতে খান এ জামান ডাকা হত)। আমানুল্লা সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান উভয়ের নিকট হতে উপরের উপাধী লাভ করেন। তিনি ধামানী ছদ্মনামে কবিতাও লিখেছিলেন। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে চিঠি ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের প্রশ্নসমূহ এবং পার্থিব অনুরাগের উপজীব্য বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত খারাপ কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এটি nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে।

১৭৯

ক্রমিক সংখ্যা : এ কে/১০ (এ + বি)

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *ইনশা এ ইয়ারে দানেশ (انشاء عیار دانش)*, লেখকের নাম: নুরু মুহাম্মদ। পরিমাপ: ৬×৯ ইঞ্চি।

(ক)

রাষ্ট্র শাসন সংক্রান্ত সরকারী নথি ও কাগজপত্র তৈরীর কাঠামো এবং ব্যক্তিগত পত্রাদির একটি পাণ্ডুলিপি। রচনা করেছে নুরু মুহাম্মদ। রচনার তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। এতে উল্লেখিত হয়েছে সাক্ষাৎকারের চিঠিসমূহ فرمان , স্মারকলিপির লিখিত বিবরণ এবং কোন ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত চিঠি যেমন - শিক্ষক, মুর্শিদ, পিতা-মাতা, বন্ধু, পুত্র প্রমুখ। নির্দিষ্ট কোন নামের ক্ষেত্রে فلان শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(খ)

শিরোনাম: *ইনশা এ মাতলুব (انشاء مطلوب)*, লেখকের নাম: শেখ মোবারক হাশেমী।

অনুরূপ পত্র তৈরীর আরেকটি পাণ্ডুলিপি। লেখক নিজেকে শেখ মোবারক হাশেমী বলে পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু নিজের সম্পর্কে আর কোন বিস্তারিত তথ্য দেননি। এতে ফরমান, পরওয়ানা, দাস ক্রয় ও বিক্রয়, বিবাহ, সাক্ষী, চুক্তি ইত্যাদি রচনার কাঠামো অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত ১৭ শতকের পাণ্ডুলিপি।

খবরের কাগজ। ঘষায় ঘষায় ক্ষয়প্রাপ্ত। শেকাস্তে লিপিতে লেখাহয়েছে। কপিকারীর নাম নেই।

১৮০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৯৭

শিরোনাম: *চাহার চামান (چهار چمن)*, লেখকের নাম: মুনশী চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ। পরিমাপ : $৮\frac{১}{২} \times ৫\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

বর্ণনামূলক প্রবন্ধ ও পত্রাদির সংগ্রহের সম্পূর্ণ একটি পাণ্ডুলিপি। সম্ভবত লেখকের জীবন এবং সময়ের স্মৃতিকথা এতে উল্লেখিত হয়েছে। সম্রাট শাহজাহানের (১৬২৮-১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ) ওয়াকিয়া নাওইস ও রাজপুত্র দারাশীকোর মুনশী লাহোরের ধরমদাসের পুত্র মুনশী চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ এটি লিখেছেন । এটি *চাহার গুলশান* নামেও পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান কাজটি ৪টি ভাগে গঠিত। এগুলোর নাম চামান। এতে শাহজাহানের রাজ্যের উৎসব ও গৌরব, তাঁর প্রতিদিনের কাজ, রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহর ও প্রদেশসমূহ এবং লেখকের কিছু জীবনী, তাঁর বন্ধু ও আত্মীয়দের প্রতি লেখা পত্রাদি বর্ণিত হয়েছে। এছড়াও নৈতিক নীতিমালার পদ্ধতি ও নৈতিক উপদেশসমূহও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে। শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে। সম্ভবত ১৮ শতকের পরের পাণ্ডুলিপি।

১৮১

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৭৪(এ)

একই কাজের আরেকটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। মলাটে *চাহার গুলশান* নাম লেখা রয়েছে।

দেশীয় ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া তবে সংস্কার করা হয়েছে। এটি nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। ১৯ শতকের পাণ্ডুলিপি।

১৮২

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪০০

শিরোনাম: *জামেউল কাওয়ানীন (جامع القوانين)*, লেখকের নাম: খলিফা শাহ মাহমুদ। পরিমাপ : $৭\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

পত্র লিখন শাস্ত্রের বিভিন্ন কাঠামো সম্পর্কিত মার্জিত ভাষায় দৃষ্টান্ত সহকারে লেখা একটি পাণ্ডুলিপি। রচনা করেছেন খলিফা শাহ মাহমুদ। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে রচনার তারিখ পাওয়া যায়না এবং লেখকের নামও উল্লেখ হয়নি। কাজটি চারটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। তিনটি অধ্যায়ে সম্বোধনকরা ব্যক্তিদের নামসহ পত্রাদির বর্ণনা রয়েছে এবং চতুর্থটিতে উপাধীর তালিকা, ঠিকানার কাঠামো ও পত্রাদির জন্য মানানসই রুচিশীল ভাষার প্রকাশ ঘটেছে।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটির কিছুঅংশ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

নিকৃষ্ট মানের দেশীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে। এটি shikastah লিপিতে লেখা হয়েছে।

১৮৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১১৩

একই কাজের আরেকটি পাণ্ডুলিপি। বাঁধাইয়ের ভুলে *রুকাআতে আমানুল্লা হুসাইনী* নামে বর্ণিত হয়েছে। যার কিছুঅংশ এরসাথে বাঁধাই হয়েছে। লেখা অসম্পূর্ণ।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় রয়েছে। nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে এটি।

১৮৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১২৮

চিঠিপত্র, স্মারকলিপি, বিচ্ছিন্ন ফারসি ও হিন্দী কবিতাসমূহ, রচনার উদ্ধৃতাংশের কাঠামো, চিকিৎসাশাস্ত্রীয় নির্দেশ, জ্যোতিষতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা ইত্যাদির একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন জনৈক মুনশী বলহরী দাসের পুত্র চুনী লাল কায়েথ।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। ব্যাপকভাবে পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে তবে সংস্কার করা হয়েছে। shikastah লিপিতে লেখা হয়েছে। সম্ভবত ১৮ শতকের পরের পাণ্ডুলিপি।

১৮৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৩৯

শিরোনাম: *রুক'আতে বিদেল (رقعات بیدل)*, লেখকের নাম: মীর্জা আব্দুল কাদের বিদেল।

পরিমাপ : $৯\frac{১}{৪} \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

মীর্জা আব্দুল কাদের বিদেলের (মৃত্যু ১৭২০ খ্রিস্টাব্দ) পত্রাদির একটি আধুনিক পাণ্ডুলিপি। তিনি ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে আকবরাবাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং দিল্লীতে মারা যান। এই চিঠিগুলো তাঁর পৃষ্ঠপোষক সুকরোল্লা খান এবং তাঁর দুই পুত্র আকিল খান ও শাকির খানকে সম্বোধন করে লেখা হয়েছিল। চিঠির বর্তমান সংগ্রহটি *কুল্লিয়াতে বিদেলের* অংশ হিসাবে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে ছাপা হয়েছিল।

হাতে প্রস্তুতকৃত নিকৃষ্ট মানের কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে। এটি nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে।

১৮৬

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৮৫

শিরোনাম: *চাহার উনসুর (چهار عنصر)*, লেখকের নাম: মীর্জা আব্দুল কাদের বিদেল। পরিমাপ: ৯×৬ ইঞ্চি।

মীর্জা আব্দুল কাদের বিদেলের আরেকটি লেখার একটি আধুনিক পাণ্ডুলিপি। এতে অত্যাধুনিক অলংকারের চারটি রূপরেখা (عنصر) ও অলংকৃত গদ্যের বর্ণনা রয়েছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে ও nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। কোন কপিকারীর নাম নেই। সম্ভবত ১৯ শতকের পাণ্ডুলিপি।

১৮৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১০৯

শিরোনাম: *দাস্তুরুল ইনশা (دستور الانشاء)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : ৯×৫$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

১৮ শতকে ভারতের বিশেষত বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি ও তাদের হাতে লেখা চিঠিসমূহের একটি পাণ্ডুলিপি। শেখ ইয়ার মুহাম্মদ খান কালান্দার এটি সংকলন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে। এটি shikastah লিপিতে লেখা হয়েছে। সম্ভবত ১৮ শতকের পরের পাণ্ডুলিপি।

১৮৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৯৪

একই কাজের আরেকটি আধুনিক ও অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি।

হাতে প্রস্তুতকৃত মজবুত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে। এটি nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। ১৯ শতকের পাণ্ডুলিপি।

১৮৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৪৭

শিরোনাম: *দাস্তুরুল ইনশা (دستور الانشاء)*, লেখকের নাম: মুহাম্মদ খান কাদেরী। পরিমাপ : ১১ $\frac{১}{২}$ × ৭ $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি চিঠি লেখার কৌশলের একটি সারগ্রন্থ। মুহাম্মদ খান কাদেরী ১১৭০ হিজরী মোতাবেক ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন। এটি চারটি ফাসলে (অধ্যায়) গঠিত হয়েছে। প্রতিটি ফাসল চারটি প্রকার দ্বারা বিভক্ত। রচনাসমূহের সম্পূর্ণ কাল্পনিক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

১৯ শতকের ভারতীয় কারখানায় তৈরী কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে। এটি nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কোন তারিখ দেওয়া নেই।

১৯০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২২১

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *দাস্তুরে শেগেরফ (دستور شگرف)*, লেখকের নাম: ভুপাত রাই। পরিমাপ : $৮\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু ফারসি সাহিত্যবিষয়ক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পাণ্ডুলিপি। রচনাটিতে বিশেষভাবে গদ্য ও পদ্যে বাক্য প্রকরণ এবং ভাষার অলংকারশাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ফারসি সাহিত্যের দক্ষ ব্যক্তিদের থেকে ব্যাপক উদ্ধৃতির দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর লেখক ভুপাত রাই। তবে বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে লেখকের নাম দেখা যায়না।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে এবং কালের বিবর্তনে বিবর্ণ ও গ্রন্থকীটে খাওয়া অবস্থায় আছে। এটি nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে।

১৯১

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৭৮

শিরোনাম: *ইনশায়ে মীর্জা আবুল কাসেম (انشاء مرزا ابوالقاسم)*, লেখকের নাম: মীর্জা আবুল কাসেম। পরিমাপ : $৯\frac{৩}{৪} \times ৬\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

অত্যন্ত চমৎকার রীতিতে পত্র লেখার নিয়ম-নীতির একটি পাণ্ডুলিপি। প্রতিলিপিকারীর বিবরণ অনুযায়ী এর রচয়িতা আব্বাস মীর্জার ডেপুটি উজির মীর্জা আবুল কাসেম। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে তারিখবিহীন কিছু চিঠি রয়েছে। অধিকাংশ চিঠির নামসমূহ বাদ দেওয়া হয়েছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় রয়েছে। এটি nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে।

১৯২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৭৪বি (বা ২০৯)

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *মানশাআতে গুলশান (منشات گلشن)*, লেখকের নাম: সঠিক নিরূপণ করা যায়নি।

পরিমাপ : $৭\frac{৩}{৪} \times ৪\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি গদ্য রচনার কাঠামোর একটি পাণ্ডুলিপি। প্রধানত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের উপযোগী পত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত। মুল লেখায় লেখক বা সংকলকের নাম নেই। এমনকি পাণ্ডুলিপিটির শিরোনামও উল্লেখ নেই। পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ। উপরের শিরোনামটি শুধু প্রতিলিপিকারীর Colophon-এর মধ্যেই পাওয়া যায়। যেখানে এটি মুনশী হারনারায়নের কাজ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। আদ্রতা ও কালের বিবর্তনে বিবর্ণ হয়ে গেছে এটি। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এটি shikastah লিপিতে লেখা হয়েছে।

১৯৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩০৪

শিরোনাম: *রিসালে তাওজিহুল মাআ'নী (رساله توضيح المعانى)*, লেখকের নাম: নাজাফ আলী।

পরিমাপ : $১২ \times ৭\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি অলংকারশাস্ত্র ও ছন্দশাস্ত্রের একটি সংক্ষিপ্ত গবেষণামূলক পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন জাজরের (jhajhar) কাজী মুহাম্মদ আজিমুদ্দীনের পুত্র নাজাফ আলী। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি আটটি অধ্যায়ে গঠিত। পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

ভালমানের বিদেশী কাগজে লেখা এবং সংস্কার করা হয়েছে। ১৯ শতকের পরের পাণ্ডুলিপি এটি।

১৯৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১১০

শিরোনাম: *ইনশায়ে মানযেলাত (انشاء منزلت)*, লেখকের নাম: আসগর হুসাইন ইমাদপুরী।

পরিমাপ : $৮\frac{৩}{৪} \times ৫\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

সমকালীন বিভিন্ন ব্যক্তিদের প্রতি লেখা বাস্তব ও কাল্পনিক চিঠির অসম্পূর্ণ একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন আসগর হুসাইন ইমাদপুরী। তিনি 'মানযিলাল' ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। ১২২৩ হিজরীতে এটি সংকলন করেছেন। পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে। এটি nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। ১৯ শতকের পরের পাণ্ডুলিপি।

১৯৫

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৮৬

শিরোনাম: *দানেশ নামেয়ে আতাই (دانش نامه عطای)*, লেখকের নাম: পুরসুত্তমদাস। পরিমাপ : $৭\frac{১}{৪} \times ৪\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

স্মারক লিপি (কোন চুক্তির লিখিত বিবরণ), চিঠিসমূহ এবং নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত পত্রাবলীর একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন পুরসুত্তমদাস। তিনি তাঁর ছদ্মনাম 'আতাই' ব্যবহার করতেন। এটি ১১৯৬ হিজরীতে তৈরী করা হয়েছিল। লেখক সম্বন্ধে এর বেশী কিছু নিরূপণ করা যায়নি। লেখাটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। পাণ্ডুলিপিটির বেশকিছু অংশ নেই।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এটি shikastah লিপিতে লেখা হয়েছে। এটি ১৯ শতকের প্রথমদিকের পাণ্ডুলিপি।

১৯৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩১০

শিরোনাম: *বাহারিস্তানে জুনুন (بهارستان جنون)*, লেখকের নাম: সঠিক জানা যায়নি। পরিমাপ: $৯\frac{১}{২} \times ৬$ ইঞ্চি।

উপমা ও মানসচিত্রের সাথে অলংকারবহুল ভাষায় গদ্য ও পদ্যে বসন্তকালের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণের পাণ্ডুলিপি। লেখক এবং এ পাণ্ডুলিপির শিরোনাম কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। এই লেখার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য ব্যবহৃত শিরোনামটি শুধুমাত্র Colophon-এ পাওয়া যায়। স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, 'জুনুন' লেখকের ছদ্মনাম ছিল।

হাতে প্রস্তুতকৃত খারাপ কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত। এটি মিশ্র shikastah ও nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। সম্ভবত লেখকের স্বহস্তে লেখা হয়েছে।

১৯৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৫৫

শিরোনাম: *হাফত যাবেতে খুতুত নাবিসী (هفت ضابطه خطوط نویسی)*, লেখকের নাম: সৈয়দ আলী নাকী খান। পরিমাপ : $১০\frac{১}{৪} \times ৭\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

পত্র লিখার বিধি-বিধানের একটি সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন সান্দি (Sandi) শহরের অধিবাসী সৈয়দ হাশমত আলীর পুত্র সৈয়দ আলী নাকী খান। বিধি-বিধানগুলো ضابطه নামে সাতটি খণ্ডে বিভক্ত। এতে লেখকের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই কর্মটি ১৮ শতকের পরের নয়, বরং এর পূর্বের।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে উপরের রচনাটি অনুসরণ করা হয়েছে। পত্রের কাঠামো ও অফিসিয়াল প্রমাণাদী ফারসি এবং কিছু উর্দু ভাষায় রয়েছে। স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, এটি ১৯ শতকের পরের সংযোজন। এই অংশটি অসম্পূর্ণ, তবে আগের অংশের মত একই হাতে লেখা হয়েছে।

রঙ্গীন ইউরোপীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। দ্বিতীয়ভাগ ইউরোপীয় সাদা কাগজে ও nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। এটি ১৯ শতকের পরের পাণ্ডুলিপি।

১৯৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৬৭

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *উলুমে মাআনি ওয়া বায়ানে ইনশা (علوم معانی و بیان انشاء)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : ১২$\frac{১}{২}$ × ৭ ইঞ্চি।

ফারসি ছন্দশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র এবং বানান পদ্ধতিসহ বিভিন্ন লেখকের অসংখ্য বাছাইকরা ও সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের একটি পাণ্ডুলিপি। সংকলকের নাম কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। সম্পূর্ন সংকলনটি একই হাতে লেখা হয়েছে। তবে প্রত্যেক প্রবন্ধের আলাদা আলাদা শিরোনাম রয়েছে। এতে আব্দুর রশিদ বিন আব্দুল গফুর আল হুসাইনী আল মাদানী আল তত্ত্ববীর *তারিখে রশিদী*, সৈয়দ শরীফের *রিসালেয়ে সিফরী* , একটি ফারসি অভিধানের খণ্ডিতাংশ, এলাহাবাদের জনৈক সাকসেনা নিত্তনন্দন বেনিরামের পুত্র জাওয়াহিরমল বেকাসের *আদাবুস সিবিআন*, ফখরুদ্দীন হাসান বিন জামালুদ্দীন হুসাইন ইনজুর *ফারহাঙ্গে জাহাঙ্গীরী*, ফকির খাইরুদ্দীন মুহাম্মদের *খাইরুল ইনশা*, সিরাজুদ্দীন আলী খান আরজুর *আতিয়ায়ে কুবরা*, আব্দুল করিম খানের *ইযাহুল মা'আনী*, *রিসালে জাওয়াবে শাফী*, সাইফি বুখারীর *রিসালে মানজুমে উরুজ*-এর একটি কাব্যিক ভাষ্য, মুহাম্মদ রাফিউদ্দীনের *রিসালা উরুজে আরবি*, মুহাম্মদ রাফি উদ্দীনের *রিসালায়ে কাফিয়া*, মীর আবু তালেবের পুত্র মীর হুসাইন দস্ত সুনবালির *তাশরিহুল হরুফ* প্রভৃতি প্রবন্ধ শামিল রয়েছে।
হাতে প্রস্তুতকৃত অমসৃণ কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। ভুলভাবে বাঁধাই করা হয়েছে। কপিকারীর নাম নেই।

১৯৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৫৪

শিরোনাম: *ইনশায়ে আদাবুস সিবিআন (انشاء اداب الصبیان)*, লেখকের নাম: বেকাস আদা। পরিমাপ : ৮$\frac{১}{২}$ × ৬ ইঞ্চি।

এটি পূর্ববর্তী পাণ্ডুলিপির একটি অংশবিশেষ। লেখকের ছদ্মনাম মুখবন্ধে 'বেকাস আদা' বর্ণিত হয়েছে। লেখক বা তাঁর কাজের কোন সূত্র অন্যকোন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের মধ্যে পাওয়া যায়নি। (*Descriptive Catalogue of The Persian, Urdu & Arabic Manuscripts in the Dacca University Library* (vol.-1). এ বি এম হাবিবুল্লাহ, পৃ.১৮১)।

Dhaka University Institutional Repository

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। আদ্রতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এটি shikastah লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম উল্লেখ নেই।

২০০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৭৭

শিরোনাম: *তুহফাতুস সালাতিন (تحفت السلاطين)*, লেখকের নাম: হাসান বিন গুল মুহাম্মদ। পরিমাপ : ৮$\frac{১}{২}$×৬ ইঞ্চি।

এটি একটি পরিমার্জিত নমুনাপত্রের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। রচনা করেছেন হাসান বিন গুল মুহাম্মদ। তিনি নিজের ব্যাপারে কোন তথ্য দেননি।

এ পাণ্ডুলিপিটি তিন ভাগে বিভক্ত, এগুলোকে **باب** বলা হয়েছে। প্রথম ভাগে রাজা হতে রাজার প্রতি লেখা চিঠির কাঠামো কিরূপ হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে অফিসিয়াল চিঠিপত্রের আদান প্রদান ও বিভিন্ন মানুষের প্রতি সম্বোধনের নিয়মনীতি বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয়টির নাম বলা হয়েছে **شرعيه**, যাতে ব্যবসায়িক দলিলের নমুনা রয়েছে। পত্র গুলোতে কোন আসল নাম বা তারিখ ব্যবহৃত হয়নি।

হাতে প্রস্তুতকৃত অমসৃণ কাগজ। আদ্রতা ও পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। shikastah লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কোন তারিখ নেই।

২০১

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৭৭

শিরোনাম: *মুফীদ নামে (مفيد نامه)*, লেখকের নাম: শাহ মুহাম্মদ জাহেদী। পরিমাপ : ১০×৬$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য রচনার কৌশল বর্ণিত একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন মসিহুজ্জামান হানসাভীর পুত্র শাহ মুহাম্মদ জাহেদী। রচনার কোন তারিখ এতে উল্লেখ করা হয়নি। চিঠিগুলো ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। পাণ্ডুলিপিটি পঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

হাতে প্রস্তুতকৃত খারাপ কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কপিকারীর নাম নেই।

২০২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৬৯

শিরোনাম: *মুসাওয়াদাতে কাশফী (مسودات کشفی)*, লেখকের নাম: শাহ মুহাম্মদ সালামাতুল্লা কাশফী। পরিমাপ : $৮\frac{৩}{৪} \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

চিঠি লেখার নিয়মের একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন শাহ মুহাম্মদ সালামাতুল্লা কাশফী। এ পাণ্ডুলিপি হতে তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায়না। চিঠিগুলোতে কোন তারিখ নেই এবং প্রাপকের নামও নেই। এটি পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, চিঠিগুলো ১৯ শতাব্দীর শেষার্ধের এবং লেখক সম্ভবত ঢাকার বাসিন্দা ছিলেন।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া তবে সংস্কার করা হয়েছে। shikastah লিপিতে লেখা হয়েছে এটি।

২০৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৩৯

শিরোনাম: *মাকতুবাত (مکتوبات)*, লেখকের নাম: আমীর খসরু। পরিমাপ : $৮\frac{১}{৪} \times ৪$ ইঞ্চি।

ভালবাসা ও আধ্যাত্মিকতা সম্বলিত চিঠির নমুনাসমূহের একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন আমীর খসরু। এটিকে সাধারণত *ইনশায়ে আমীর খসরু* বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

হাতে প্রস্তুতকৃত খারাপ কাগজে লেখা হয়েছে। এটি পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে। shikastah লিপিতে লেখা হয়েছে। কোন তারিখের উল্লেখ নেই এতে।

২০৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৪৮

একই কাজের আরেকটি পাণ্ডুলিপি। ভুলবশত *نسخه تصوف* হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
হাতে প্রস্তুতকৃত খারাপ কাগজে লেখা হয়েছে। এটি nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে।

২০৫

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪১৩

শিরোনাম: *মুফিদুস সিবিআন (مفيد الصبيان)*, লেখকের নাম: মৌলভী মো: হাফেজ।
চিঠি পত্রের একটি সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি। মূলতঃ গোপন এবং ব্যক্তিগত বিষয় সম্বলিত চিঠি পত্রের সংকলন। রচনা করেছিলেন জামালপুরের (পূর্ব পাকিস্তান) কাজী মৌলভী মো: হাফেজ। সম্ভবত লেখক নিজেই তাঁর ছোট ভাই হুসাইন রাফাত আলীর জন্য ১৫ই ভাদ্র ১২১৫ বঙ্গাব্দে এটির প্রতিলিপিও করেছিলেন ।
বিদেশে প্রস্তুতকৃত পাতলা কাগজে লেখা। পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে।

২০৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪২১

(১)

শিরোনাম: *ইনশায়ে রেজা হুসাইনী (انشاء رضا حسینی)*, লেখকের নাম: মুনশী মীর্জা মুহাম্মদ রেজা খান ইস্ফাহানী। পরিমাপ : $১০\frac{১}{২} \times ৭$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন উপলক্ষে লেখা চিঠিসমূহের একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন মুনশী মীর্জা মুহাম্মদ রেজা খান ইস্ফাহানী। তিনি হায়দারাবাদ অঙ্গরাজ্যের মীর মুনশী মীর্জা মুহাম্মদ বাকেরের পুত্র ছিলেন। চিঠিগুলো গোপন এবং রাস্ট্রীয় আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্বলিত। এতে সংকলনের কোন তারিখ নেই। ভারতীয় কারখানায় প্রস্তুতকৃত কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটি nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম নেই। ১৯ শতকের পরের পাণ্ডুলিপি এটি।

(২)

শিরোনাম: *তাজুল মুনশা'আত (تاج المنشات)*, লেখকের নাম: তাজ মুহাম্মদ , পরিমাপ : ১০$\frac{১}{২}$ × ৭ ইঞ্চি।

(ক) চিঠিতে রূপক ও উপমা ব্যবহারের একটি সুবিন্যস্ত ফারসি তালিকা।

(খ) পত্রাদি ও দলিলপত্র লেখার নিয়মনীতির একটি ম্যানুয়েলের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। রচনা করেছেন তাজ মুহাম্মদ।

এটি ভারতীয় কারখানায় প্রস্তুতকৃত কাগজে ও nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম নেই। এটি ১৯ শতকের পরের পাণ্ডুলিপি।

২০৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৭

ছন্দ বিজ্ঞানের দু'টি গবেষণামূলক পাণ্ডুলিপি।

(১)

শিরোনাম: *শাজারাতুল আমানী (شجرت الامانی)*, লেখকের নাম: আহমাদ বা মুহাম্মদ হোসাইন। পরিমাপ : ৮×৫ ইঞ্চি।

ফারসি অলংকারশাস্ত্র ও রীতির একটি গবেষণামূলক পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন আহমাদ বা মুহাম্মদ হোসাইন। তিনি 'কাতেল' ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। তিনি ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে মারা যান। এটি ছয়টি فرع বা শাখায় বিভক্ত। কিন্তু বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ। এটা ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে ছাপা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

(২)

একজন নামবিহীন সংকলক কর্তৃক মীর্জা কাতিলের নির্বাচিত চিঠিসমূহের একটি পাণ্ডুলিপি। ভারতীয় খারাপ কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এটি nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে।

২০৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩১৯

শিরোনাম: *গুলিস্তানে হিকমত (گلستان حکمت)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : ১০$\frac{১}{২}$ × ৬$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

সংক্ষিপ্ত চিঠি লেখার একটি পাণ্ডুলিপি। সম্পাদনা করেছেন আব্দুল আজিজ। এতে সব চিঠি হতে প্রাপকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

দেশে প্রস্তুতকৃত মোটা কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এটি nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম ও তারিখ নেই এতে। এটি ১৯ শতকের পাণ্ডুলিপি।

২০৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩০৬

শিরোনাম: *মুআম্মিয়াত (معميات)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : ১১×৭ ইঞ্চি।

ভিন্ন লেখকের তিনটি সংগ্রহ হতে বাছাই করে উপস্থাপন করা একটি পাণ্ডুলিপি। একসাথে বাঁধাই করা হয়েছে।

(১)রিসালায়ে মুআম্মা :(رسالہ معما)

Dhaka University Institutional Repository

উদাহারণ ও ব্যাখ্যাসহ বক্তার বক্তব্য লেখার রীতির একটি সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি। মোল্লা কাউকাবীর রচনা বলে বর্ণিত হয়েছে। 'কাউকাবী' লেখকের ছদ্মনাম বলে প্রতীয়মান হয়।

সুন্দর ভারতীয় কাগজে ও shikastah লিপিতে লেখা হয়েছে।

(২) *মুআম্মায়ে হুসাইনী (معمای حسینی)*

ধাঁধা গঠনের দক্ষতার উপর সুপরিচিত গবেষণামূলক আলোচনার একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন হুসাইন বিন মুহাম্মদ আল হুসাইনী আল সিরাজী আল নিশাপুরী (মৃত্যু ৯০৪ হিজরী মোতাবেক ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দ)।

পাতলা কাগজে লেখা হয়েছে। কিছুটা বিবর্ণ হয়েগেছে। nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম নেই এতে।

(৩) *শারহে মুআম্মিআত (شرح معميات)*

পূর্ববর্তী পাণ্ডুলিপির গবেষণামূলক আলোচনার একটি ব্যাখ্যাতুল্য পাণ্ডুলিপির প্রথম অংশ। লিখেছেন সাদিক রুকনী আশিক।

২১০

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/১৭৮ (বি)

শিরোনাম: *রিসালেয়ে টিপু সুলতান (رساله تیپو سلطان),* লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : ১২×৮.৫ ইঞ্চি।

মহীশুরের মহান রাজা টিপু সুলতানের পত্রের একটি পাণ্ডুলিপি। এতে মানুষের শরীরে বিভিন্ন প্রকার খাবারের ভালো ও খারাপ প্রভাবের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শুরু :

بسم الله الرحمان الرحیم. بعد از حمد و صلوات بر ...

শেষ :

... آنچه در عروق است بفصد فقط.

পাণ্ডুলিপিটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

অভিধান সংকলন বিদ্যা ও ব্যাকরণ

(Lexicography and Grammar)

Dhaka University Institutional Repository

এ পর্যায়ে আমরা অভিধান সংকলন বিদ্যা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিসমূহের পরিচয় তুলে ধরবো।

অভিধান

ফারসি - ফারসি

২১১

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২২৫

শিরোনাম: *আদাতুল ফুজালা (ادات الفضلاء)*, লেখকের নাম: কাজী খান বদর মাহমুদ দেহলভী।

পরিমাপ : ১১×৬$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

ভারতে লিখিত প্রথম দিকের একটি অন্যতম ফারসি অভিধানের দুর্লভ ও সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন কাজী খান বদর মাহমুদ দেহলভী। তিনি 'ধারওয়াল' (Dharwal) নামে পরিচিত ছিলেন। পাণ্ডুলিপিটি ৮২২ হিজরী মোতাবেক ১৪১৯ খ্রিস্টাব্দে সংকলন করেছিলেন। লেখক মূলত দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ধার (Dhar) অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। যে কারণে তিনি তাঁর উপনাম 'ধারওয়াল' হিসাবে গ্রহণ করেন।

অভিধানটি দু'টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেকটি খণ্ড শব্দের প্রথম ও শেষ বর্ণানুযায়ী তথা বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো। এতে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও মাঝেমধ্যে হিন্দি বা ভারতীয় অর্থ দেওয়া আছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে। পরিষ্কার নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

২১২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪৩৪

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *মুরায়ইদুল ফুযালা (مزيد الفضلاء)*, লেখকের নাম: শেখ মুহাম্মদ বিন লাদ। পরিমাপ : ১১×৬ ইঞ্চি।

আরেকটি প্রাচীন ফারসি অভিধানের মূল্যবান পাণ্ডুলিপি। শেখ মুহাম্মদ বিন লাদ ভারতে এটি সংকলন করেছিলেন। এর সংকলনের তারিখ কোথাও পাওয়া যায়নি। লেখকের বিস্তারিত আর কোন তথ্যও জানা যায়নি। এটি কিতাব, বাব এবং ফসল প্রভৃতিতে বিভক্ত। পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ। পুরনো ভারতীয় কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কালের বিবর্তনে বিবর্ণ হয়ে গেছে এটি। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এটি nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে।

২১৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৫৪

অনুরূপ কার্মের একটি কপির শেষের অংশ।

ভারতীয় হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় অসম্পূর্ণ অংশ সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম নেই।

২১৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১১৭

শিরোনাম: *ফারহাঙ্গে জাহাঙ্গীরী (فرهنگ جهانگیری)*, লেখকের নাম: জামালুদ্দীন হুসাইন বিন ফখরুদ্দীন হাসান ইনজু। পরিমাপ : $৯\frac{৩}{৪} \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

ফারসির শব্দসমূহের উৎপত্তির সুপরিচিত অভিধানের একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। সংকলন করেছেন জামালুদ্দীন হুসাইন বিন ফখরুদ্দীন হাসান ইনজু। উল্লেখ্য যে, তিনি শীরাজ হতে এসেছিলেন এবং সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের দরবারে একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের অধীনে বিহারের গভর্নর পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং 'আজুদুদ্দৌলা' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। এতে ফারসি ভাষা, উপভাষা, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভালমানের ভারতীয় হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। পরিষ্কার নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

২১৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৬২

অনুরূপ কাজের আরেকটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। কালের বিবর্তনে বিবর্ণ হয়ে গেছে এটি। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে তবে সংস্কার করা হয়েছে। পরিষ্কার নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। যথাসম্ভব ১৮ শতকের প্রথমদিকের পাণ্ডুলিপি এটি।

২১৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪২৪

পাঁচটি বিশিষ্ট শব্দকোষের দ্বিতীয়টির একটি অসম্পূর্ন পাণ্ডুলিপি। প্রত্যেকটিকে দোর (Durr) বলা হয়েছে। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি পরিষ্কার nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে তবে সংস্কার করা হয়েছে। সম্ভবত ১৭ শতকের পরের পাণ্ডুলিপি।

২১৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২

শিরোনাম: *মাজমাউল ফোরস (مجمع الفرس)*, লেখকের নাম: মুহাম্মদ কাসিম বিন হাজী মুহাম্মদ কাশানী। পরিমাপ : $৮\frac{১}{৪} \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

এটি একটি ফারসি অভিধান। মুহাম্মদ কাসিম বিন হাজী মুহাম্মদ কাশানী ১০০৮ হিজরী মোতাবেক ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে সংকলন করেছেন। ছদ্মনাম 'সুরুরী'। পারস্যের শাহ আব্বাস-এর প্রতি (৯৯৬-১০৩৮ হিজরী মোতাবেক ১৫৮৮-১৬২০ খ্রিস্টাব্দ) এটি উৎসর্গ করা হয়েছিল। তিনি ১০৩২-১০৩৬ হিজরীর কোন এক সময় লাহোরে এসেছিলেন এবং মক্কা যাওয়ার পথে মারা যান।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় খারাপ কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে । nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কোন তারিখ নেই। প্রতিলিপি করেছেন জনৈক জহুরুল হক।

২১৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১১৯

শিরোনাম: *মাজমাউল ফোরসে কালান (مجمع الفرس كلان)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি।

পরিমাপ : $৮\frac{১}{২} \times ৫\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

পূর্ববর্তী পাণ্ডুলিপির বৃহদাকার সংস্করণের একটি পাণ্ডুলিপি।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ। পাণ্ডুলিপিটিতে এর শিরোনাম পাওয়া যায়না। বাঁধাইকারী ভুলবশতঃ এর নাম করণ করেছেন *মাজমাউল কাশীফ* ।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় মোটা কাগজে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পাণ্ডুলিপিটি সংস্কার করা হয়েছে। nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে।

২১৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৩৪

শিরোনাম: *চেরাগে হেদায়াত (چراغ هدايت)*, লেখকের নাম: সিরাজুদ্দীন আলী খান। পরিমাপ : ১২×৮ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

এটি ফারসি শব্দসমূহের মূল্যবান অভিধানের দ্বিতীয় দফতরের একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। নাম *সিরাজুল লোগাত*, লিখেছেন দিল্লীর সুপরিচিত কবি ও সমালোচক সিরাজুদ্দীন আলী খান। তিনি আরজু 'ছদ্মনাম' ব্যবহার করতেন (মৃত্যু ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি আকবরাবাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বর্তমান কাজটি একটি অতিরিক্ত সংযোজন। এটি লেখকের প্রথম দিকের লেখা *সিরাজুল লোগাত*-এর দ্বিতীয় খন্ড নয়। ১৮ শতকে এই লেখাটি কানপুরে lithograph পদ্ধতিতে অসংখ্যবার ছাপা হয়েছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ। ১৯ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি বলে অনুমিত হয়।

২২০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩১৪

শিরোনাম: *বাহারে আজম (بهار عجم)*, লেখকের নাম: রাই টেকচাঁদ বাহার। পরিমাপ : ১২×৬$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

কবিদের ব্যবহৃত ফারসি শব্দসমূহ ও ভাষার প্রকাশের সুপরিচিত অভিধানের দ্বিতীয় ভলিউমের একটি পাণ্ডুলিপি। দিল্লীর জনৈক রাই টেকচাঁদ বাহার এটি সংকলন করেছিলেন। লেখক কাজটির সাতটি পরিশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি ৫ম সংস্কার। *বাহারে আজম* ভারতে অসংখ্যবার Lithograph পদ্ধতিতে ছাপা হয়েছিল।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় মোটা কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২২১

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৭২

শিরোনাম: *কানজুল লোগাত (كنز اللغات)*, লেখকের নাম: মুহাম্মদ বিন আব্দুল খালিক বিন মারুফ। পরিমাপ : ১০×৭$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

ফারসিতে ব্যাখ্যাকরা আরবি শব্দসমূহের একটি অভিধানের মূল্যবান পাণ্ডুলিপি। মুহাম্মদ বিন আব্দুল খালিক বিন মারুফ এটি সংকলন করেছেন।

এতে কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি তাঁর কাজের জন্য যেসব অভিধানের উপর ভিত্তি করে তথ্যসূত্র গ্রহণ করেছিলেন সেগুলোর নাম যেমন- *সিহা, মাজমাল, দাস্তুর, লোগাতুল কুরআন, শারহে নিসাব* এবং *মাসাদির* ইত্যাদির নামোল্লেখ করেছেন। এটি ১৯ শতাব্দীতে ইরানে ছাপা হয়েছিল।

প্রাচীন হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

২২২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১০৬

শিরোনাম: *মুনতাখাবুল লোগাতে শাহজাহানী (منتخب اللغات شاهجهانی)*, লেখকের নাম: আব্দুর রশীদ আল হুসাইনী। পরিমাপ : ৯$\frac{১}{২}$×৬ ইঞ্চি।

এটি সুপরিচিত আরবি-ফারসি অভিধানের সুবিন্যস্ত একটি পাণ্ডুলিপি। সংকলন করেছেন থাটার আব্দুর রশীদ আল হুসাইনী। তিনি মূলত মদীনার অধিবাসী ছিলেন। অত্যন্ত সুপরিচিত ফারসি অভিধান *ফারহাঙ্গে রশিদীর* লেখকও তিনি। বর্তমান কাজটিকে কখনো কখনো *রশিদী আরাবি* বলা হয়েছে। এটি কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ এবং বোম্বে হতে বারবার ছাপা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

হাত ও মেশিনে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে তবে অনেকটা সংস্কার করা হয়েছে। পরিচ্ছন্ন নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। প্রতিলিপি করার তারিখ ও কপিকারীর নাম নেই। ১৯ শতকের পাণ্ডুলিপি বলে প্রতীয়মান হয়।

২২৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪১৮

অনুরূপ কাজের আরেকটি পাণ্ডুলিপি।

হাতে প্রস্তুতকৃত খারাপ কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে। কপি করেছেন মোহাম্মদ মুরাদ আল কোরেশী।

২২৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৫৬

শিরোনাম: *তুহফেয়ে জাহাঙ্গীরী (تحفه جهانگیری)*, লেখকের নাম: আবুল ফজল মুহাম্মদ বিন উমর বিন খালিদ জামাল আল কোরেশী। পরিমাপ : ১০×৬$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি অলিপিবদ্ধ অভিধান সংকলন বিদ্যা সম্বন্ধীয় সংকলনের একটি পাণ্ডুলিপি।

বর্তমান সারসংক্ষেপটি মুইনুদ্দীন বিন ফতুল্লা রাজগিরী প্রস্তুত করেছিলেন এবং মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের (১৬০৫-১৬৮২ খ্রিস্টাব্দ) প্রতি উৎসর্গ করেছিলেন। সংকলক বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিশিষ্ট লেখকদের বইসমূহ পড়েছিলেন এবং সেগুলোর আলোকে তিনি তুহফেয়ে *জাহাঙ্গীরী* রচনা করেছিলেন।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপি করেছেন জনৈক শেখ নুর মোহাম্মদ।

২২৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৫৫

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *নিসাবুস সিবিআন (نصاب الصبيان)*, লেখকের নাম: বদরুদ্দীন আবু নাসর মুহাম্মদ ফারাহী। পরিমাপ : $৯\frac{৩}{৪} \times ৭\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

ছন্দ সংক্রান্ত আরবি ও ফারসি শব্দকোষের একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন বদরুদ্দীন আবু নাসর মুহাম্মদ ফারাহী (শীরাজের ফারাহ শহরের)। এটি ইরান ও ভারতের স্কুলসমূহে শিক্ষানবীশদের পাঠ্য শব্দকোষ হিসাবে ব্যবহৃত হত।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় রয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম দেওয়া হয়নি।

২২৬

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪৩৭

অনুরূপ রচনা কর্মের আরেকটি পাণ্ডুলিপি।

দেশীয় কাগজে লেখা হয়েছে। কালের বিবর্তনে হলদে ও পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম দেওয়া হয়নি।

২২৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১

শিরোনাম: *শারহে নিসাবুস সিবিআন (شرح نصاب الصبيان)*, লেখকের নাম: ফাসিহ বিন মুহাম্মদ। পরিমাপ : ৮×৫ ইঞ্চি।

আবু নাসর ফারাহীর পুর্ববর্তী পাণ্ডুলিপির একটি ধারা বিবরণী। লিখেছেন ফাসিহ বিন মুহাম্মদ যিনি করিমুদ্দাসত বিরাজী কুহিস্তানী হিসেবে পরিচিত।

পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা এবং পোকায় খাওয়া অবস্থায় রয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২২৮

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৮৯

শিরোনাম: *ফারসি বোলচাল (فارسی بولچال)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : $৮\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি মূলতঃ ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের নোট বই।

২২৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৫৩

শিরোনাম: *নিসাবে মুসাল্লাসে বাদিই (نصاب مثلث بدیعی)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : $৯\frac{৩}{৪} \times ৭\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি সম্ভবত একটি বৃহদাকার কাব্যিক শব্দকোষের অংশবিশেষ-যা *নিসাবে বাদিই* নাম বহন করে। এই বাদিই সম্পর্কে কোন কিছুই নিরূপণ করা যায়নি। এই *নিসাবে বাদিই* ও *নিসাবে মুসাল্লাস* উভয় বিবরণী মোল্লা সা'আদ আজিমাবাদী লিখেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। যার তারিখ ১৭ শতাব্দীর পরের নয় বলে মনে হয়।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

২৩০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৯৮

অনুরূপ কাজের আরেকটি পাণ্ডুলিপি।

হাতে প্রস্তুতকৃত পাতলা কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। শেকাস্তে মিশ্রিত নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম ও তারিখ উল্লেখ করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

২৩১

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪১০

শিরোনাম: *লাতায়েফুল লোগাত (لطائف اللغات)*, লেখকের নাম: আব্দুল লতিফ বিন আব্দুল্লাহ আব্বাসী। পরিমাপ : ১০$\frac{১}{৪}$ × ৬$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

জালাল উদ্দীন রুমীর *মাসনাবীর* মধ্যে কঠিন কবিতা ও দুর্লভ শব্দসমূহের একটি শব্দকোষের পাণ্ডুলিপি। সংকলন করেছেন আব্দুল লতিফ বিন আব্দুল্লাহ আব্বাসী (মৃত্যু ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ)। লেখক উল্লেখ করেছেন যে, এই সংকলনে তিনি তাঁর বন্ধু মাওলানা ইব্রাহীম দেহলভীর সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন। এটি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে Lithograph পদ্ধতিতে ছাপা হয়েছিল।

এটি দেশে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

২৩২

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৯

শিরোনাম: *ফারহাঙ্গে শামস (فرهنگ شمس)*, লেখকের নাম: শামসুদ্দীন। পরিমাপ : ৯$\frac{১}{৪}$ × ৬$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

আবুল ফজলের *মাকতুবাতে আল্লামী*-এর মধ্যে ব্যবহৃত কঠিন শব্দসমূহের একটি শব্দকোষের অসম্পূর্ণ একটি পাণ্ডুলিপি। সংকলন করেছেন সুফি নাগরীর (হামিদুদ্দীন সূফী নাগরী, ১৪ শতকের একজন চিশতীয়া পন্থী) একজন বংশধর বদরুদ্দীন চিশতীর পুত্র শামসুদ্দীন। এতে সংকলনের কোন তারিখ দেওয়া হয়নি। লেখকের আর কোন তথ্যাদি পাওয়া যায়নি।

শব্দকোষটি দু'টি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে অপরিচিত ও অন্য শব্দ হতে উৎপন্ন শব্দসমূহ এবং দ্বিতীয় ভাগে আরবি কবিতাসমূহ ও গদ্যের বিবৃতি রয়েছে। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম ও তারিখ উল্লেখ করা হয়নি।

২৩৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪১৩

শিরোনাম: *মুসতাখলিসুল মা'আনী (مستخلص المعانى)*, লেখকের নাম: অপ্রকাশিত। পরিমাপ: $৯\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

এটি কুরআনের শব্দসমূহের একটি শব্দকোষ। লেখকের নাম অপ্রকাশিত। তিনি নিজেকে শুধু 'اين ضعيف' বলে সম্বোধন করেছেন। এতে সংকলনের তারিখও নির্দেশ করা হয়নি।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে এর নাম বলা হয়েছে مستخلص المعانى.

হাতে প্রস্তুতকৃত খারাপ কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপি করেছেন জান মোহাম্মদ।

২৩৪

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪৩২

শিরোনাম: *হাল্লে লোগাতে মাকামাতে হারিরী (حل لغات مقامات حريرى)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : $৯\frac{১}{৪} \times ৬\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

আবু মুহাম্মদ আল কাসিম বিন আলী বিন মুহাম্মদ আল হারিরীর বিখ্যাত আরবি *মাকামাতের* একটি ফারসি শব্দকোষের পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপিতে লেখকের নাম উল্লেখ করা হয়নি। শুধু রচনা কর্মটির শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে *হাল্লে লোগাতে হারিরী*। শব্দকোষটি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো।

Dhaka University Institutional Repository

কারখানায় প্রস্তুতকৃত পাতলা কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কপিকারীর নাম ও তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। ১৯ শতকের পাণ্ডুলিপি বলে প্রতীয়মান হয়।

ব্যাকরণ

ফারসি

২৩৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৩৫

শিরোনাম: *রিসালেয়ে কাওয়ায়েদে ফারসি (رساله قواعد فارسی)*, লেখকের নাম: পণ্ডিত সুরজ ভান ইয়াপুর। পরিমাপ : ৯×৬ ইঞ্চি।

লেখকের স্বহস্তে লিখিত ফারসি ভাষার ব্যাকরণের একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন পণ্ডিত সুরজ ভান ইয়াপুর। এটি তিনটি অধ্যায়ে গঠিত হয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যায় বা বাবে অসংখ্য অংশ বা উপ অধ্যায় রয়েছে।

বাব গুলো হচ্ছে :

১. اسم বিশেষ্য Noun

২. فعل ক্রিয়া Verb

৩. حرف ----- Article

হাতে প্রস্তুতকৃত মসৃণ কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় রয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৩৬

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৪৬

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *আনোয়ারুল এবারাত (انوار العبارات)*, লেখকের নাম: করম আলী খান। পরিমাপ : $১০\frac{১}{২} \times ৫$ ইঞ্চি।

সম্বন্ধপদ সূচক কারকের বিভিন্ন ব্যবহারের উপর ফারসিতে রচিত একটি সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন করম আলী খান। তিনি 'ইশকী' নামে পরিচিত এবং 'আসা' ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। লেখক সম্পর্কে আর কোন বিস্তারিত তথ্য নিরূপণ করা যায়নি। তিনি ১৯ শতকের শেষের বা বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের লেখক ছিলেন।

কারখানায় প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। লেখক নিজেই এর কপি করেছিলেন।

২৩৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২১৩

শিরোনাম: *মাজমাউল আমসাল (مجمع الامثال)*, লেখকের নাম: মুহাম্মদ আলী জাবালীরুদী। পরিমাপ : $৮\frac{১}{৪} \times ৫$ ইঞ্চি।

ফারসি প্রবাদ প্রবচনের প্রাচীন সংগ্রহের মৌলিক সংস্করণের একটি পাণ্ডুলিপি। উৎপত্তিসহ ব্যাখ্যামূলক বাস্তব ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত কাহিনীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মুহাম্মদ আলী জাবালীরুদী ১০৪৯ হিজরী মোতাবেক ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে সংকলন করেছেন।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

২৩৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৯০

শিরোনাম: *মাজমাউস সানায়ে (مجمع الصنايع)*, লেখকের নাম: নিজামুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ সালিহ সিদ্দিকী আল হুসাইনী। পরিমাপ : $৮\frac{৩}{৪} \times ৫$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

অভিব্যক্তি প্রকাশের উদাহরণের একটি গবেষণামূলক আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। সাথে ফারসি কবিতার মধ্যে প্রচুর নিদর্শন ব্যবহৃত হয়েছে। ১০৬০ হিজরী মোতাবেক ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে নিজামুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ সালিহ সিদ্দিকী আল হুসাইনী এটি রচনা করেছেন। লেখক সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি। লেখাটি চারটি ফসল বা অধ্যায়ে বিভক্ত :

১. تقسیم کلام রচনা শৈলীর বিভিন্ন কাঠামো।

২. بدایع لفظی আনুষ্ঠানিক অলঙ্করণ।

৩. صنایع معنوی অর্থের অলংকরণ।

৪. سرقات شاعری কাব্যে অন্যের ভাব, শব্দ ব্যবহার করা।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপি করেছেন এনায়েতুল্লা।

২৩৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৭৭

উপরে উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির ভিন্ন আরেকটি কপি।

দেশীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কপিকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

২৪০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১০৫

শিরোনাম: *রিসালেয়ে উরুজ (رساله عروض)*, লেখকের নাম: মুনশী কেরামত আলী। পরিমাপ : $৮\frac{৩}{৪} \times ৬\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

ফারসি ছন্দশাস্ত্র ও ছন্দের উপর লিখিত সংক্ষিপ্ত গবেষণামূলক আলোচনার একটি পাণ্ডুলিপি। রচনা করেছেন জৈনপুরের রহমত আলী হুসাইনীর পুত্র মুনশী কেরামত আলী। এতে রচনার তারিখ

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ করা হয়নি ও পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ। স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এটি ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্বের কোন এক সময়ে রচিত।

এটি ৩টি বাব বা অধ্যায় দ্বারা গঠিত।

১. সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ক। এতে সাতটি ফাস্‌ল বা অংশ রয়েছে।

২. (ছন্দ) ১৭ টি ফাস্‌ল।

৩, (অন্ত্যমিল) ৮ টি ফাস্‌ল।

কারখানায় প্রস্তুতকৃত কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭ম অধ্যায়

ধর্মতত্ত্ব (Theology)

Dhaka University Institutional Repository

এই অধ্যায়ে আমরা ধর্মতত্ত্বের বিষয় সম্বলিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিসমূহের পরিচয় তুলে ধরছি।

(ক) কুরআন সম্বন্ধীয় সাহিত্য

Quranic Literature

২৪১

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৫১

শিরোনাম: *তাফসিরে হুসাইনী (تفسير حسينى)*, লেখকের নাম: হুসাইন বিন আলী। পরিমাপ : ১০×৭ $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

এটি পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যামূলক বিবরণের একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন হুসাইন বিন আলী, ওয়াইজ আল কাশিফী। তাঁর পুরো নাম ছিল কামালুদ্দীন হুসাইন। *জাওয়াহিরুত তাফসির* নামে কুরআনের একটি ব্যাখ্যামূলক বিবরণও তিনি লিখেছেন। তিনি প্রসিদ্ধ কবি আব্দুর রহমান জামীর একজন আত্মীয় ছিলেন। সুলতান হুসাইন বাইকারার শাসনামলে একজন ধর্ম প্রচারক (ওয়াইজ) হিসাবে হেরাতে বাস করতেন। বর্তমান তাফসিরটি হুসাইন বাইকারার প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছিল। বর্তমান বিবরণটির আসল শিরোনাম مواهب علیه কিন্তু ইহা تفسير حسينى নামে পরিচিত। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্‌খ (Naskh) লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৪২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৫০

একই তাফসিরের আরেকটি পাণ্ডুলিপি। হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২৪৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৯৮

শিরোনাম: *কাওয়াইদুল কুরআন (قواعد القران)*, লেখকের নাম: ইয়ার মুহাম্মদ বিন খোদাদাদ সামারকান্দি। পরিমাপ : ৭×৪ ১/২ ইঞ্চি।

এটি পবিত্র কুরআন পাঠ করার পদ্ধতি সম্বন্ধীয় একটি সংক্ষিপ্ত গবেষণামূলক পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন ইয়ার মুহাম্মদ বিন খোদাদাদ সামারকান্দি। এতে রচনার তারিখ লিপিবদ্ধ করা নেই। পাণ্ডুলিপিটি ১২টি অধ্যায় সহযোগে গঠিত, এগুলোকে বাব বলা হয়েছে।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ ও বাঁধাইয়ে এলোমেলো হয়ে গেছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। নাস্তালিক ও নাস্‌খ লিপিতে লেখা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি ১৭ শতকের বলে প্রতীয়মান হয়।

২৪৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১৬৩

শিরোনাম: *রিসালে দার তাজবীদ (رساله در تجويد)*, লেখকের নাম: জাহীদ লাহিজানী। পরিমাপ : ৭×৪ ১/৪ ইঞ্চি।

এটি পবিত্র কুরআন পড়ার পদ্ধতি সম্বন্ধীয় একটি ছোট নিবন্ধের পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন জাহীদ লাহিজানী। তিনি বলেছেন যে, তিনি এটি তাঁর পুত্র বাহাউদ্দীন মুহাম্মদের জন্য লিখেছিলেন। কোন তারিখ ও লেখকের জীবনের অন্যান্য তথ্যাবলী নিরূপণ করা যায়নি।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। সম্ভবত এটি ১৯ শতকের পাণ্ডুলিপি।

২৪৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৯৭

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *রিসালেয়ে ইসতিফতায়ে যাদ (رساله استفتاء ضاد)*, লেখকের নাম: মুহাম্মদ সদরুদ্দীন। পরিমাপ : ১১×৬ ইঞ্চি।

পবিত্র কুরআনের আরবি ض বর্ণের সঠিক উচ্চারণের বিষয়ে একটি ফতোয়া। বিশেষত প্রারম্ভিক সুরা ফাতেহার الضالين শব্দের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। লিখেছেন জনৈক মুহাম্মদ সদরুদ্দীন এবং সমর্থন করেছিলেন মুহাম্মদ কুতুবুদ্দীন, সৈয়দ মোহাম্মদ নাজির হোসাইন, মোহাম্মদ আব্দুর রব প্রমুখ। এতে কোন তারিখ নেই।

আধুনিক কারখানায় প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় রয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। ১৯ শতকের শেষের বা ২০ শতাব্দীর প্রথমদিকের পাণ্ডুলিপি বলে প্রতীয়মান হয়।

২৪৬

ক্রমিকসংখ্যা : কে এস/৪২০

শিরোনাম: *কিসাসুল আম্বিয়া (قصص الانبياء)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : $৮\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

নবীগণের ইতিহাসের একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। এটি কুরআনের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে লেখকের নাম উল্লেখ করা হয়নি। এতে মুখবন্ধ নেই এবং হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বর্ণনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। এছাড়া এতে কারবালার ঘটনার বর্ণনাও রয়েছে। এটি প্রকাশের স্থান ও তারিখ উল্লেখ নেই।

প্রাচ্যের কাগজে nastaliq লিপিতে লেখা হয়েছে যা পোকায় খাওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) হাদীস

(Hadith)

২৪৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪০৫

শিরোনাম: *শারহে শামাইলুন নাবীয়ে তিরমিযী (شرح شمائل النبی ترمذی)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : $৮\frac{৩}{৪} \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

বিখ্যাত আবু ইসা মুহাম্মদ বিন ইসা আল তিরমিযীর (মৃত্যু ৮৯২ খ্রিস্টাব্দ) *শামাইলুন নাবী*-এর উপর একটি ফারসি ব্যাখ্যামূলক বিবরণীর পাণ্ডুলিপি। *শামাইলুন নাবী* হাদীসের ছয়টি প্রামাণিক সংগ্রহের মধ্যে একটি। এতে মহানবী (সাঃ)-এর আচার-আচরণ ও কর্মপদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে এবং ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় ছাপা হয়েছে। বর্ণনাকারীর নাম বা তারিখ নিরূপণ করা যায়নি। পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

পুরনো প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। কালের বিবর্তনে বিবর্ণ হয়ে গেছে এটি। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি ১৭ শতকের পরের নয় বলে প্রতীয়মান হয়।

২৪৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৮৮

শিরোনাম: *শারহে সাফারুস্ সা'আদাত (شرح سفر السعادت)*, লেখকের নাম: আব্দুল হক বিন সাইফুদ্দীন বিন সা'দুল্লা তুর্ক দেহলভী বুখারী। পরিমাপ : ৯×৫ ইঞ্চি।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন, কর্ম ও উপদেশ সম্বলিত একটি ব্যাখ্যামূলক বিবরণীর পাণ্ডুলিপি। শিরোনাম *সাফারুস্ সা'আদাত*, *সিরাতুল মুস্তাকীম*ও বলা হয়। লেখক শেখ মাজদুদ্দীন শীরাজী ফিরোজাবাদী।

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত আসল সংকলনের উপর লেখা বর্তমান বিবরণীটি লিখেছেন ভারতীয় সুপরিচিত ঐতিহ্যবাদী লেখক আব্দুল হক বিন সাইফুদ্দীন বিন সা'দুল্লা তুর্ক দেহলভী বুখারী (মৃত্যু ১০৫২ হিজরী মোতাবেক ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দ)।

হাতে প্রস্তুতকৃত ভারতীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্‌খ ও নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কোন তারিখ উল্লেখ করা নেই।

(গ) আকাইদ

(Aqaid)

২৪৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৫

শিরোনাম: *এরশাদুল মুসলেমীন শারহে আকায়েদে নাসাফী (ارشاد المسلمين شرح عقايد نسفى)*, লেখকের নাম: বুরহানুল মিসকীন। পরিমাপ : $৮\frac{১}{৪} \times ৫\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

ইমাম নাজমুদ্দীন আবু হাফ্‌স উমর বিন মুহাম্মদ নাসাফী আল মাতুরিদীর (মৃত্যু ৫৩৭ হিজরী মোতাবেক ১১৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দ) সুন্নী ও হানাফী মতবাদের মৌলিক সূত্রবদ্ধ করা আরবি গবেষণামূলক আলোচনা গ্রন্থের ফারসি ভাষায় রচিত একটি বিশদ বর্ণনার পাণ্ডুলিপি। এই ফারসি ভাষ্যের লেখক নিজেকে বুরহানুল মিসকীন বলে পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ এবং বাঁধাইয়ের মধ্যে এলোমেলো হয়ে গেছে।

পুরনো হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। প্রতিলিপি করার তারিখ নিরূপণ করা যায়নি : সম্ভবত ১৬-১৭ শতকের পাণ্ডুলিপি।

২৫০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩২৯

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *তাকমিলুল ইমান ওয়া তাওকিয়াতুল ইকান (تكميل الايمان و توكيات الاكان)*, লেখকের নাম: আব্দুল হক বিন সাইফুদ্দীন আল তুর্ক দেহলভী বুখারী। পরিমাপ : ৬$\frac{১}{২}$ ×৫ ইঞ্চি।

ইসলামের সুন্নি সম্প্রদায়ের মতবাদ ও ধর্মতত্ত্বের বিষয়ে লিখিত সুপরিচিত সাহিত্যকর্মের একটি আধুনিক পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন আব্দুল হক বিন সাইফুদ্দীন আল তুর্ক দেহলভী বুখারী (মৃত্যু ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দ)।

এটি ইউরোপীয়ান কারখানায় প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। আদ্রতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। ১৯ শতকের শেষের দিকের পাণ্ডুলিপি বলে প্রতীয়মান হয়।

২৫১

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৫২

শিরোনাম: *শারহে কাসিদেয়ে আমালী (شرح قصيده امالى)*, লেখকের নাম: শাইখ মুহাম্মদ হাশিম। পরিমাপ : ৮$\frac{১}{৪}$ ×৬ ইঞ্চি।

ইমাম সিরাজুদ্দীন আলী বিন উসমান আল উশী আল ফারগাণীর আরবি গাথাকবিতার উপর লিখিত একটি ফারসি ব্যাখ্যামূলক বিবরণীর পাণ্ডুলিপি। এতে আল্লাহর মহিমা কীর্তণ করা হয়েছে। এটি লিখেছেন জনৈক শাইখ মুহাম্মদ হাশিম।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। নাস্তালিক ও শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কপিকারীর নাম নেই। ১৯ শতকের প্রথম দিকের পাণ্ডুলিপি বলে প্রতীয়মান হয়।

২৫২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৬৫

এটি সুন্নী ধর্মতত্ত্ব ও রীতি-নীতির বৈধতা সম্বন্ধীয় ধর্মীয় নিবন্ধের নির্বাচিত সংগ্রহ।

Dhaka University Institutional Repository

১. *(رساله وسيلة النجات)* : শাহ আব্দুল আজীজের (মৃত্যু ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ) *তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া*-এর একটি ছাপানো কপির সার সংক্ষেপের পাণ্ডুলিপি।

২. বুখারার জনৈক রাজপুত্র কর্তৃক দশটি প্রশ্নের শাহ আব্দুল আজিজ কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রশ্নের বিষয়বস্তু ছিল মদ্যপান, যুক্তিবিদ্যা শিক্ষার বৈধতা, ইংরেজি শিক্ষা অর্জন, খৃষ্টানদের অধীনে চাকুরী করা, শীয়া ও সুন্নী এবং হানাফী ও শাফেয়ীদের মধ্যে মতবিরোধ ইত্যাদি।

৩. *(مايت المسائل فی تحصيل الفضائل)* : এতে দিল্লীর কিছু মুঘল রাজপুত্রের করা প্রশ্ন এবং শাহ আব্দুল আজিজের জ্যেষ্ঠপুত্র শাইখ মুহাম্মদ ইসহাক বিন মুহাম্মদ আফজাল কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর শামিল করা হয়েছে।

পাণ্ডুলিপিটি পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এটি নাস্তালিক, নাস্‌খ ও শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৫৩

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/১৯৯ (সি)

শিরোনাম: *রিসালেয়ে দারদে দিল (رساله درد دل)*, লেখকের নাম: খাজা মীর দারদ। পরিমাপ : ৯×৬ ইঞ্চি।

এটি দুঃখ-দুর্দশার কারণ ও ধর্মীয় বিষয়ে লেখা পত্রের একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন খাজা মীর দারদ। *নালেয়ে দারদ ওয়া আহে সারদ* শিরোনামে আরেকটি গ্রন্থের লেখকও তিনি। *রিসালেয়ে দারদে দিল* গদ্য ও পদ্যে লিখিত। লেখক নিজের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করেননি।

শুরু :

بسم الله الرحمان الرحيم. نياز بی انتها درد آفرينی را كه درد خود را درد الهی ...

শেষ :

... كه از عقل معاش و معاد هيچ ندارم و فعلی كه مقطد طاهر.

Dhaka University Institutional Repository

পাণ্ডুলিপিটি পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৫৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৫৭

শিরোনাম: *হিলিয়াতুল মুত্তাকীন (حلیت المتقین)*, লেখকের নাম: মোল্লা মুহাম্মদ বাকীর বিন মুহাম্মদ তাকী মজলিশী। পরিমাপ : $৮\frac{৩}{৪} \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

শীয়া আচার-আচরণ ও প্রথা সম্বন্ধীয় একটি জনপ্রিয় গবেষণামূলক আলোচনার পাণ্ডুলিপি। এটি অসম্পূর্ণ একটি কপি। লিখেছেন শাইখুল ইসলাম মোল্লা মুহাম্মদ বাকীর বিন মুহাম্মদ তাকী মজলিশী। মুল কাজটি ১৪টি বাব বা অধ্যায় দ্বারা গঠিত হয়েছে। এটি ১২৪০ হিজরী মোতাবেক ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ এবং ১২৪৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে তেহরানে ছাপা হয়েছিল। দেশে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক ও শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কপিকারীর নাম নেই।

২৫৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৪৭

শীয়া ধর্মমতের দু'টি নিবন্ধের পাণ্ডুলিপি।

তারজামেয়ে তাওহীদে মুফাজ্জল (ترجمه توحید مفضل)।

১. ইমাম জাফর সাদেকের প্রদত্ত চারটি ভাষণের একটি সিরিজ। আল্লাহর অস্তিত্ব ও একতা এবং তাঁর সকল গুণের নিদর্শন সম্বন্ধীয় একটি রচনা। আরবি হতে ফারসিতে অনুবাদ করেছেন মুহাম্মদ বাকীর বিন মুহাম্মদ তাকী মজলিশী। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

হাতে প্রস্তুতকৃত মসৃণ কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কোন তারিখ নেই।

২. কবি আলী রেজা হায়দারীর হাতে লেখা আল্লাহর উচ্চ প্রশংসায় রচিত একটি মাসনাবী কাব্যের প্রতিলিপি কপি।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) ফিক্‌হ (ধর্মশাস্ত্র)

(Fiqh)

২৫৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৫৬

শিরোনাম: *তানভিরুল মানার (تنوير المنار)*, লেখকের নাম: আব্দুল আলী মুহাম্মদ বিন নিজামুদ্দীন আনসারী। পরিমাপ : $১০\frac{১}{৪} \times ৭\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

হাফিজুদ্দীন আবুল বরকত আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আল নাসাফী আল হানাফী-এর (মৃত্যু ৭১০ হিজরী মোতাবেক ১৩১০ খ্রিস্টাব্দ) সুপরিচিত আরবি সাহিত্যকর্ম *আল মানার আল আনওয়ার ফি উসুলুল ফিক্‌হ*-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। মুসলিম আইনের (উসুল) নিয়ম-নীতি সম্পর্কে লিখিত। বর্তমান বিবরণীটি লিখেছেন আব্দুল আলী মুহাম্মদ বিন নিজামুদ্দীন আনসারী।

ভাষ্যকার আব্দুল আলী ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কর্ণাটকের মুহাম্মদ আলী নওয়াব (মৃত্যু ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ) তাঁকে 'বাহরুল উলুম' উপাধীতে ভূষিত করেছিলেন। তিনি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে মারা যান।

হাতে প্রস্তুতকৃত আধুনিক কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৫৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১২২

শিরোনাম: *মাসায়েলে শারহে বেকায়া (مسائل شرح وقايه)*, লেখকের নাম: আব্দুল হক সাজাদিল সিরহিন্দী। পরিমাপ : $৯\frac{১}{৪} \times ৫\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম আইন ও ধর্মতত্ত্বের তথ্যবহুল বিবরণীর একটি ফারসি অনুবাদের একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। বর্তমান ফারসি অনুবাদের লেখক নিজেকে আব্দুল হক সাজাদিল সিরহিন্দী বলে পরিচয় দিয়েছেন।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপিকারীর নাম নেই। সম্ভবত ১৯ শতকের পাণ্ডুলিপি।

২৫৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৮৫

শিরোনাম: *ফাওয়াইদুল মুবতাদী (فوايد المبتدى)*, লেখকের নাম: সেহাবুদ্দীন। পরিমাপ: ৯×৬$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

ধর্মীয় স্বভাবের বিবিধ তথ্যসহ আইন ও একজন মুসলমানের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহারিক নিয়ম-নীতির পথ নির্দেশ বর্ণিত একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন ইসলামাবাদের (চট্টগ্রাম) কুতবুদ্দীনের পৌত্র ও সৈয়দ মুয়াজ্জামের পুত্র সেহাবুদ্দীন। এতে কোন তারিখ উল্লেখ নেই।

হাতে প্রস্তুতকৃত রঙ্গীন কাগজে লেখা হয়েছে। শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৫৯

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৯৮

শিরোনাম: *মাজমুয়ে খানী (مجموع خانى)*, লেখকের নাম: কামাল করিম। পরিমাপ : ৯.৫×৬ ইঞ্চি।

শাফেয়ী ফিকহের উন্নতমানের একটি পাণ্ডুলিপি (শাফেয়ী ধর্মীয় আইনের বিজ্ঞান ও দর্শন)। লিখেছেন কামাল করিম।

Dhaka University Institutional Repository

এর অধিকাংশ উদ্ধৃতিসমূহ ইমাম আবু হানিফা (রাঃ), ইমাম আবু ইফসুফ (রাঃ), ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রাঃ) প্রমূখ হতে গৃহীত হয়েছে। এতে নামাজ, রোজা, কিবলা, তাহারাত, হায়েজ, নেফাস, ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শুরু :

حمد و سپاس بر پادشاهی زا که دار الملک دولتاباد نهاد ...

শেষ :

... و بعض گفتم اندویش از آفرین زمین تمام عالم بر آب بود. و الله اعلم بالصواب.

পাণ্ডুলিপিটি মারাত্মকভাবে পোকায় খাওয়া। সহজে পড়া যায়না। এটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। ১১৯০ (২১ রজব) হিজরীতে কামাল করিম এটি কপি করেছিলেন।

২৬০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪৩২

শিরোনাম: শারহে আমালী *(شرح امالی)*, লেখকের নাম: সেরাজুদ্দীন আলী বিন উসমান আল উশী। পরিমাপ : ৯×৬$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

সুন্নী বিশ্বাস সম্বন্ধীয় কিছু শ্লোকে গঠিত সুপরিচিত আরবি কবিতার একটি বিবরণী। লেখক সেরাজুদ্দীন আলী বিন উসমান আল উশী। শিরোনামের বিস্তারিত উল্লেখ নেই এতে, তবে *القصيدت الاميه فی التوحيد* অথবা *قصيدت بدء الامالی* শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৬১

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৭৩

শিরোনাম: *জামেউর রিজভী (جامع الرضوی)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : ১২×৬$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

এটি শীয়া ইমামদের ফিক্‌হ সম্বন্ধীয় আব্দুল গণি বিন আবুল তালেব আল কাশ্মিরীর আরবি বই *শারাইউল ইসলাম ফি মাসাইলে হালাল ওয়াল হারাম*-এর একটি ফারসি অনুবাদের পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন নাজমুদ্দীন জাফর আল হিল্লী (মৃত্যু ১২৭৭ খ্রিস্টাব্দ)। এটি ১৩০৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ছাপা হয়েছিল।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। সম্ভবত ১৯ শতকের পাণ্ডুলিপি।

Dhaka University Institutional Repository

৮ম অধ্যায়

সূফীতত্ত্ব (Sufism)

Dhaka University Institutional Repository

এই অধ্যায়ে আমরা সূফীতত্ত্বের বিষয় সম্বলিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিসমূহের পরিচয় তুলে ধরছি।

২৬২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৬৩

শিরোনাম: *নুজহাতুল আরওয়াহ (نزهت الارواح)*, লেখকের নাম: হুসাইন বিন আলী বিন আবুল হাসান হুসাইনী। পরিমাপ : $১০\frac{১}{২} \times ৬\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়ার তথা আধ্যাত্মিক পথের স্তর ও স্বভাব সম্পর্কিত গদ্য ও পদ্যে লেখা সাহিত্যকর্মের একটি প্রতিলিপি কপি। সাধকদের কথামালার দৃষ্টান্ত সহযোগে বাস্তব কাহিনীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হুসাইন বিন আলী বিন আবুল হাসান হুসাইনী এটি ৭১১ হিজরী মোতাবেক ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন। তাঁর পুরো নাম ছিল মীর রুকনুদ্দীন হুসাইন বিন আলী আল হুসাইনী। তিনি ১২৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

প্রাচ্যের মসৃণ কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৬৩

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৩৬

পূর্বে উল্লিখিত অনুরূপ কাজের আরেকটি পাণ্ডুলিপি।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। সম্ভবত ১৯ শতকের পরের দিকের পাণ্ডুলিপি এটি।

২৬৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪১১

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *দাকায়েকুল হাকায়েক (دقايق الحقايق)*, লেখকের নাম: আহমাদ রুমী। পরিমাপ : ১২ × ৭ ইঞ্চি।

সূফীতত্ত্ব, নীতিবিদ্যা ও উসুলশাস্ত্রীয় বিভিন্ন প্রশ্নসমূহের বিষয় সম্বলিত একটি গবেষণামূলক পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন আহমাদ রুমী। তিনি নিজেকে জালালুদ্দীন রুমীর একজন শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছেন। এ রচনাকর্মটির নাম *হাকায়েকুল দাকায়েক*ও বলা হয়েছে।

হাতে প্রস্তুতকৃত প্রাচ্যের কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৬৫

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৮২

শিরোনাম: *আল জানেবুল গারবী (الجانب الغربى)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : $৭\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

সূফীবাদ বিষয়ের একটি পাণ্ডুলিপি। মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর (মৃত্যু ১২৪০ খ্রিস্টাব্দ) কিছু লেখার বিরুদ্ধে উঠা আপত্তির পাল্টা যুক্তি রয়েছে এতে। লেখক নিজেকে আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ বিন মুজাফফারুদ্দীন মুহাম্মদ বিন হামিদুদ্দীন আব্দুল্লা আল সিদ্দিকী বলে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি শাইখুল মক্কী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সাহিত্য কর্মটির পূর্ণ শিরোনাম হল :

الجانب الغربى فى حل مشكلات الشيخ محى الدين محمد بن العربى

আধুনিক মেশিনে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৬৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৬৭

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম: *ইরশাদুত তালেবীন (ارشاد الطالبين)*, লেখকের নাম: শাইখ জালালুদ্দীন বিন কাজী মুহাম্মদ ফারুকী আল বালখী থানেশ্বরী। পরিমাপ : $৯\frac{১}{২} \times ৬$ ইঞ্চি।

অধ্যাত্মবাদ চর্চার গুরুত্ব, কার্যকারিতা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন শাইখ জালালুদ্দীন বিন কাজী মুহাম্মদ ফারুকী আল বালখী থানেশ্বরী। তিনি ৯৮৯ হিজরী মোতাবেক ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লিপিবদ্ধ রয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৬৭

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৪১

শিরোনাম: *মালফুযাত (ملفوظات)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : $১০\frac{১}{২} \times ৬\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

বাস্তবধর্মী সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও সূফীদের কথামালা সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি। লেখক পাণ্ডুলিপির কোথাও তাঁর নিজের নাম উল্লেখ করেননি। যেসকল সূফীর উক্তি এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁরা হলেন হযরত ওয়াইস কুরনী, রাবেয়া বসরী এবং জুনায়েদ বাগদাদী (র.) প্রমূখ।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে। খোরাসানি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কপিকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

২৬৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৫৯

শিরোনাম: *মুনতাখাবুল মা'রুফ (منتخب المعروف)*, লেখকের নাম: মুহাম্মদ মারুফ হানাফী কাদেরী। পরিমাপ : $৯\frac{৩}{৪} \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসিদ্ধ সাধু আব্দুল কাদের জিলানী (র.)-এর (মৃত্যু ৫৬১ হিজরী মোতাবেক ১১৬৫ খ্রিস্টাব্দ) সুপরিচিত আরবি গবেষণামূলক আলোচনা গ্রন্থ *গুনিয়াতুত তালেবীন*-এর ফারসি অনুবাদ ও ব্যাখ্যামূলক মন্তব্যের একটি পাণ্ডুলিপি। প্রস্তুত করেছেন মুহাম্মদ মারুফ হানাফী কাদেরী। পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

হাতে প্রস্তুতকৃত পাতলা কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত। কালের বিবর্তনে অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নাস্‌খ লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৬৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৮৯

শিরোনাম: *জাওয়ামিউল কালাম (جوامع الكلام)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : $১১\frac{১}{২} \times ৭\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

সুপরিচিত আধ্যাত্মিক সাধু সৈয়দ আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ হুসাইনীর বক্তৃতার একটি মূল্যবান কপি। সৈয়দ আবুল ফাতাহ গিসু দারাজ দীর্ঘ চুল ওয়ালা হিসেবে অধিক জনপ্রিয়। সৈয়দ আবুল ফাতাহ-এর মৃত্যু ৮২৫ হিজরী মোতাবেক ১৪২২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর এক শিষ্য সৈয়দ মুহাম্মদ আকবর হুসাইনী কর্তৃক সংগৃহীত এবং সম্পাদিত। এটি বিষয়বস্তুর বৈচিত্রতায় পূর্ণ। বিশেষত অধ্যাত্ম ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিষয়ের পাণ্ডুলিপি। এটি হায়দ্রাবাদে ছাপা হয়েছিল।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৭০

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১২৭

শিরোনাম: *শামাইলুল আতকিয়া (شمايل الاتقيا)*, লেখকের নাম: রুকন ইমাদ। পরিমাপ : $৯\frac{১}{২} \times ৬$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

সূফীবাদের মূলতত্ত্ব ও নৈতিক নীতিমালার পদ্ধতি সম্পর্কিত একটি সমন্বিত গবেষণামূলক পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন নিজামুদ্দীন বাদাউনীর (মৃত্যু ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ) তৃতীয় খলিফা বুরহানুদ্দীন গরীবের (মৃত্যু ১৩৩১ খ্রিস্টাব্দে দৌলতাবাদে) শিষ্য রুকন ইমাদ। লেখক বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এটি তাঁর গুরুর অনুরোধে লিখেছিলেন ।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। ভারতীয় নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপি করেছিলেন আব্দুল্লা জাফর কাদেরী।

২৭১

ক্রমিক সংখ্যা : এ আর/১৩৩

শিরোনাম: *মিফতাহুল ফুতুহ (مفتاح الفتوح)*, লেখকের নাম: সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়নি। পরিমাপ : ৯×৬ ইঞ্চি।

সুপরিচিত আরবি সাহিত্যকর্ম *ফুতুহুল গাইব*-এর একটি অনুবাদ ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণের পাণ্ডুলিপি। এতে সূফীবাদের কাদেরীয়া সম্প্রদায়ের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী (র.)-এর (মৃত্যু ১১৬৬ খ্রিস্টাব্দ) বক্তৃতা ও আধ্যাত্মিক উক্তিসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । এটি তাঁর পুত্র শরফুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবু আব্দুর রহমান ইসা ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে সংকলন করেছেন। তবে বর্তমান ছাপানো সংস্করণটির (লাহোর ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ) রচয়িতা শাইখ আব্দুল হক দেহলভী বলে ধারনা করা হয়।

পাতলা হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৭২

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৭২

শিরোনাম: *মাকাসেদুস সালেকীন (مقاصد السالكين)*, লেখকের নাম: জিয়াউল্লাহ। পরিমাপ : $১০\frac{৩}{৪} \times ৬\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

সূফীবাদের নিয়মকানুন ও এর অনুশীলনের বিবরণ সম্পর্কিত একটি গবেষণামূলক পাণ্ডুলিপি। লেখক জিয়াউল্লাহ। ১১৪০ হিজরী মোতাবেক ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে লিখেছিলেন।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। মোটা নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৭৩

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৮৪

শিরোনাম: *শামে মাহফিল (شمع محفل)*, লেখকের নাম: খাজা মীর নুরুন নাসির দেহলভী। পরিমাপ : ৯×৬ ইঞ্চি।

আধ্যাত্মিক মতবাদ সম্বন্ধীয় একটি গবেষণামূলক পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন খাজা নাসির আন্দালিবের পুত্র খাজা মীর নুরুন নাসির দেহলভী। তিনি খাজা মীর দার্দ হিসেবে বেশি পরিচিত ছিলেন। তিনি ১১৩৭ হিজরী মোতাবেক ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে মৃত্যু বরণ করেন। বর্ণনামতে বর্তমান রচনাকর্মটি তিনি ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে লিখেছিলেন ।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। মোটা নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। কপি করার কোন সাল উল্লেখ করা হয়নি এতে। এটি ১৯ শতকের পাণ্ডুলিপি।

Dhaka University Institutional Repository

৯ম অধ্যায়

বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, নৈতিকতা ও শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয়

(Sciences, mental, moral and physical)

Dhaka University Institutional Repository

(ক) দর্শনশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা

এপর্যায়ে আমরা দর্শনশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা সংক্রান্ত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিসমূহের আলোচনা তুলে ধরছি।

২৭৪

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৪৩

শিরোনাম: *আখলাকে নাসিরী (اخلاق ناصری)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : $৯\frac{১}{৪} \times ৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

নীতিবিদ্যা ও ব্যাবহারিক সদাচরণ সম্বলিত সুপরিচিত একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন প্রসিদ্ধ শীয়া দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আল হাসান তুসী। তুসী ধর্ম, দর্শনশাস্ত্র (অস্তিত্বের স্বরূপ ও অর্থ বিষয়ে অনুসন্ধান), গণিত, পদার্থ বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, খনিজ বিজ্ঞান এবং সূফীবাদ ও গণনা বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে লিখেছিলেন। *আখলাকে নাসিরী* তাঁর প্রথম দিকের একটি সাহিত্যকর্ম।

এটি প্রাচ্যের হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত। ভারতীয় নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৭৫

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪১৪

শিরোনাম: *আখলাকে মুহসেনী (اخلاق محسنی)*, লেখকের নাম: (কামালুদ্দীন) হুসাইন ওয়াইজ আল কাশিফী। পরিমাপ : $৭\frac{৩}{৬} \times ৪\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

নীতিবিদ্যা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন (কামালুদ্দীন) হুসাইন ওয়াইজ আল কাশিফী। *আখলাকে মুহসেনী* শিরোনামটি লেখকের লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। এটি ৪০ টি অধ্যায়ে গঠিত হয়েছে। বর্তমান পাণ্ডলিপিটি অসম্পূর্ণ।

প্রাচ্যের হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। আদ্রতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারতীয় নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৭৬

ক্রমিক সংখ্যা : কে এস/৪২৫

একই রচনাকর্মের একটি অসম্পূর্ণ আধুনিক পাণ্ডুলিপি।

আধুনিক মেশিনে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। সম্ভবত ১৯ শতকের শেষের বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের পাণ্ডুলিপি এটি।

২৭৭

ক্রমিক সংখ্যা : এ আর/১৪১

শিরোনাম: *রুমুযুল আখলাক (رموز الاخلاق)*, লেখকের নাম: আব্দুল করীম খাকী। পরিমাপ : $৯\frac{৩}{৪} \times ৮$ ইঞ্চি।

সামাজিক আদব কায়দা ও আচার-আচরণ সম্বন্ধীয় লেখকের স্বহস্তে লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন ইলাচিপুরের আব্দুল করীম খাকী। এটি ১৩০৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়েছিল। লেখক 'খাকী' ছদ্মনাম ব্যবহার করে ফারসি কবিতাও লিখেছিলেন।

লেখকের মন্তব্য অনুযায়ী বুঝাযায় যে, মহানবী (সাঃ)-এর নৈতিকতা সম্পর্কিত হাদীস ও হিতোপদেশের উপর ভিত্তিকরে বর্তমান রচনাকর্মটি লেখা হয়েছে। কুরআন, হাদীস এবং মহানবী (সাঃ)-এর অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বিবরণ হতে এগুলো গ্রহণ করা হয়েছে।

আধুনিক মেশিনে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এটি ১৯ শতকের শেষের দিকের পাণ্ডুলিপি।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) চিকিৎসাবিদ্যা

এপর্যায়ে আমরা চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিসমূহের আলোচনা তুলে ধরছি।

২৭৮

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/১০০

শিরোনাম: *কারাবাদাইনে কাদেরী (قرابادین قادری)*, লেখকের নাম: হাকীম মুহাম্মদ আকবর। পরিমাপ : ৮ $\frac{৩}{৪}$ ×৬ ইঞ্চি।

ঔষধ প্রস্তুতকারী বিদ্যা সম্পর্কে রচিত একটি পাণ্ডুলিপি। এটি ঔষধ তৈরী করার কাজে ব্যবহৃত উপাদান ও মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের অসুখের জন্য সেগুলোর প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। লিখেছেন হাকীম মুহাম্মদ আকবর যিনি মুহাম্মদ আরজানী হিসেবে পরিচিত। বর্তমান কাজটি ২৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এটি বোম্বে ও দিল্লীতে ১২৭৭ ও ১২৮৬ হিজরীতে ছাপা হয়েছিল। পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

দেশীয় কাগজে ও নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এতে কপিকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

২৭৯

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৭৩

শিরোনাম: *মিজানুত তেব (میزان الطب)*, লেখকের নাম: মুহাম্মদ আরজানী। পরিমাপ : ৮ $\frac{৩}{৪}$ ×৬ ইঞ্চি।

ভেষজ পদার্থের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধীয় একটি গবেষণামূলক পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন মুহাম্মদ আরজানী। তিনি এটি ১১৭৯ হিজরী মোতাবেক ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন। এটি তিনটি মাকালা বা প্রবন্ধ দ্বারা গঠিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দেশে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। শেকাস্তে ও নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৮০

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/১

শিরোনাম: *রিসালেয়ে কানুনচেহ (رساله قانونچه)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : ৮×৫ ১/৪ ইঞ্চি।

মানব দেহের গঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞান এবং ঔষধের গুণাগুণ ও প্রয়োগ সম্পর্কিত বিষয়ের একটি তথ্যবহুল সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি। লেখকের নাম নিরূপণ করা যায়নি।
এটি ইউরোপীয়ান কাগজে লেখা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

২৮১

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/১৪১ (বি)

শিরোনাম: *আসাফ নামে (اصاف نامه)*, লেখকের নাম: জানা যায়নি। পরিমাপ : ৭×৫.৫ ইঞ্চি।

এটি বিভিন্ন ধরনের ঘোড়ার অসুখের চিকিৎসার বিষয় সম্বলিত একটি পাণ্ডুলিপি। লেখকের নাম জানা যায়নি। বর্তমান কপিটি লিখেছেন মুহাম্মদ সিদ্দিকী।

শুরু :

به ارباب عقل و اصحاب دانش مخفی و محتجب نماند که کتاب در معرفت اسپان...

শেষ :

... پاک نکنه فقط تمام شد کار مند نظام.

পাণ্ডুলিপিটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২৮২

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৯৭

শিরোনাম: *মুনতাখাবে দারা শাহী (منتخب دارا شاهی)*, লেখকের নাম: দারা শাহী । পরিমাপ : ৯×৫ ইঞ্চি।

এটি রোগসমূহের নির্ণয় এবং ভেষজ চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় একটি পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন দারা শাহী। পাণ্ডুলিপিটির অবস্থা খুব একটা ভালোনয়। পোকায় খাওয়া ও ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় সংরক্ষিত।

শুরু :

بسم الله الرحمن الرحيم من طب دارا شاهيه جهت امراض ...

শেষ :

...چون مردم در آب گرم سخت می شود

২৮৩

ক্রমিক সংখ্যা : এইচ আর/৯৬

শিরোনাম: *যাখীরে খাওয়ারেজমশাহী (ذخیره خوارزمشاه)*, লেখকের নাম: ইসমাইল। পরিমাপ : ৯.৫×৬.৫ ইঞ্চি।

এটি ভেষজ চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কিত একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন হাসান ইবনে আহমাদি আলহুসাইন আলজুরানির পুত্র ইসমাইল। এতে তিনটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলোতে মানব শরীরের অবস্থা, ভালো স্বাস্থ্য, অসুস্থতা, ভালো স্বাস্থ্য বজায় রাখার নিয়ম-কানুন প্রভৃতির বর্ণনা রয়েছে। কপিকারীর নাম জানা যায়নি।

শুরু :

بجا آوردن و ثمره علمی که مدتی از عمر خود اندر آن گذراینده است...

শেষ :

...والصلوت علی خیر خلقه محمد وآله اجمعین برحمتک یا ارحم الرحمین

পাণ্ডুলিপিটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এটি পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) জ্যোতিষতত্ত্ব ও ভবিষ্যৎকথন

এপর্যায়ে আমরা জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির আলোচনা তুলে ধরছি।

২৮৪
ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৩৬২

শিরোনাম: *কানজুর রুইয়া (كنز الرويا)*, লেখকের নাম: কাজী ইসলাম বিন নিজামুল মুলক আবারকুহী। পরিমাপ : ১০×৫ ইঞ্চি।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্বন্ধীয় সাহিত্যকর্মের একটি পাণ্ডুলিপি। ৭৬৩ হিজরী মোতাবেক ১৩৬১ খ্রিস্টাব্দে কাজী ইসলাম বিন নিজামুল মুলক আবারকুহী সংকলন করেছিলেন। স্বপ্নের মধ্যে দেখা বিষয়সমূহ ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করা হয়েছে এতে। পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। শেকাস্তে লিপিতে লেখা হয়েছে। এটি ১৮ শতকের দিকের পাণ্ডুলিপি।

২৮৫
ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২১৫

শিরোনাম: *সি ফাসল (سی فصل)*, লেখকের নাম: নাসিরুদ্দীন তুসী। পরিমাপ : $১০\frac{১}{২} \times ৬\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

পঞ্জিকা গণনা সম্বন্ধীয় গবেষণামূলক একটি পাণ্ডুলিপি। লিখেছেন জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক নাসিরুদ্দীন তুসী (মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল হুসাইন, মৃত্যু ১২৯২ খ্রিস্টাব্দ)। মূলত এটির নাম *মুখতাসার দার মা'আরিফাতে তাকভীম*। এটি ৩০টি ফাসল বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এটি *কিতাবে সি ফাসল* বা *রিসালেয়ে সি ফাসল* নামে বেশি জনপ্রিয়।

হাতে প্রস্তুতকৃত কাগজে লেখা হয়েছে। পোকায় খাওয়া অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২৮৬

ক্রমিক সংখ্যা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/৫২

শিরোনাম: *তা'বীর নামে (تعبير نامه)*, লেখকের নাম: আজিমুদ্দীন। পরিমাপ : ৭ ৩/৪×৫

ইঞ্চি।

লেখকের স্বহস্তে লিখিত গবেষণামূলক একটি সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি। স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্বন্ধীয় আরেকটি সাহিত্যকর্মকে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি বুদ্ধ বেপারীর পুত্র মিয়া নরসিংয়ের জন্য আজিমুদ্দীন লিখেছিলেন। এতে ১২টি অধ্যায় রয়েছে।

আধুনিক পাতলা ইউরোপীয় কাগজে লেখা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি নাস্তালিক লিপিতে লেখা হয়েছে। এটি ১৯ শতাব্দীর শেষের দিকের একটি পাণ্ডুলিপি।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ফারসি পাণ্ডুলিপিসমূহের তথ্যসম্বলিত গবেষণাধর্মী কোনো থিসিস আজও রচিত হয়নি- যা থেকে গবেষকগণ সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় উপাত্ত গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারেন। সে দিকটি বিবেচনা রেখেই আমি এ গবেষণায় আত্ম নিয়োগ করেছি। তাই উপসংহারে বলা যায় যে, আলোচিত নয়টি অধ্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত ফারসি পাণ্ডুলিপিগুলোর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এতে যে কোন আগ্রহী পাঠক ও গবেষক অতি সহজেই এর মধ্যকার একটি পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করে তার ওপর গবেষণা করতে পারবেন।

এখানে বিষয়ভিত্তিক ফারসি পাণ্ডুলিপিগুলোর আলোচনা ও বর্তমান অবস্থা নিরূপণ করা হয়েছে। কোনো কোনো পাণ্ডুলিপি বর্তমানে পাঠযোগ্য নয়, সেগুলোরও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছি। এ পরিচিতির জন্য তথ্য সংগ্রহে আমাকে অনেকটা বেগ পেতে হয়েছে। তবে আশার বিষয় হলো, যে তথ্য অত্র অভিসন্দর্ভে সন্নেবিশিত হয়েছে তা নির্ভরযোগ্য করতে আমি চেষ্টা করেছি।

পরিশেষে এ অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে বলা যায় আমি ফারসি পাণ্ডুলিপিগুলোকে নিম্নে বর্ণিত বিষয়াবলি যেমন- ইতিহাস, জীবন চরিত, প্রেমময় উপাখ্যান, গল্প-কাহিনী, কবিতা, গদ্য, চিঠিপত্র, রচনাবলী, অভিধান সংকলন বিদ্যা, ব্যাকরণ, ধর্মতত্ত্ব, সূফীতত্ত্ব, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, নৈতিকতা ও শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ভিত্তিক ভাগে বিভক্ত করে পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার্থে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদন ও অভিসন্দর্ভ রচনায় সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি বিভাগে সংরক্ষিত ফারসি পাণ্ডুলিপিসমূহ, দু'টি ভলিউম সম্বলিত এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ রচিত Descriptive Catalogue of *The Persian, Urdu & Arabic Manuscripts in The Dacca University Library* -এর প্রথম ভলিউম (ফারসি পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে আলোচিত) ও *Descriptive Catalogue of Oriental Manuscripts in The Dhaka University Library* part-III (Persian, Urdu & Arabic), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ রচিত *বাংলা দেশে ফার্সী সাহিত্য* (উনবিংশ শতাব্দী) গ্রন্থ এবং বাংলা একাডেমি হতে প্রকাশিত ইংলিশ-বাংলা ডিকশনারি প্রভৃতি থেকে তথ্যসূত্র গ্রহন করেছি।

আমি পাণ্ডুলিপিগুলোর পরিচয় দেয়ার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি বিভাগ থেকে প্রকাশিত বাংলা পাণ্ডুলিপির বর্ণনামূলক তালিকা পাণ্ডুলিপি পরিচিতি গ্রন্থের দারস্থ হয়েছি এবং সেই আলোকে আমি আমার অভিসন্দর্ভে ফারসি পাণ্ডুলিপিগুলোর পরিচয় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমার গবেষণার বিষয়টি শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর পাণ্ডুলিপি শাখার সাথেই সংশ্লিষ্ট বিধায় আমাকে এ গণ্ডির মধ্যে থেকেই তথ্য সূত্র সংগ্রহ করার চেষ্টা চালাতে হয়েছে।

টীকাসমূহ

* Colophon - পুস্তকের শেষ ভাগে লিখিত প্রকাশের স্থান ও তারিখ প্রভৃতি।
* Chronogram - ঘটনাপঞ্জির কালানুক্রমিক গ্রন্থনা।
* Lithograph - পাথর, দস্তা বা এলুমিনিয়ামের পাত ব্যবহার করে ছাপানোর পদ্ধতি।
* Nastaliq - আরবি-ফারসি ভাষার লিপি পদ্ধতি বিশেষ।
* Shikastah - আরবি ও ফারসির এক ধরনের লিপি পদ্ধতি যা দেখতে ভাঙ্গা বলে মনে হয়।
* Amez - আরবি-ফারসি ভাষার মিশ্রিত লিপি পদ্ধতি বিশেষ।
* Naskh - আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষার এক প্রকার লিখন পদ্ধতি।